দিগ্ দিগন্ত

২০০৬-২০১১ এর ব্যতিক্রমী তিনপাতা ক্যালেন্ডার
ও অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রী সংকলন

www.icsbook.info

দিগদিগন্ত-২

প্রধান সম্পাদক
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক

সম্পাদক
মোহাম্মদ দেলাওয়ার হোসেন

নির্বাহি সম্পাদক
মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম

সম্পাদনা সহযোগী
মু. আতাউর রহমান সরকার
মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
মো: সোহেল খান
মো: আতিকুর রহমান
মো: মনির উদ্দিন মনির
স. ম. আব্দুল্যাহ আল মামুন

প্রকাশনায়
কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৬৬৪৪০
www.shibir.org.bd

প্রকাশকাল : জুন ২০১১

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

www.icsbook.info

সম্পাদকীয়

Verily! in the creation of the heavens and the earth and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding.

-Al Imran: 19

কুরআন ও বিজ্ঞান এক এবং অভিন্ন। তাই বিজ্ঞানময় কুরআনকে নিয়ে গবেষণা কর্মসূচি একজন মানুষকে তাঁর বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিকতাবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তৈরি করতে সক্ষম। আমাদের শ্লোগানও তাই-

ছাত্ররা অস্ত্র ছেড়ে কলম ধরুক
কুরআন ও বিজ্ঞানভিত্তিক দেশ গড়ুক
ছাত্ররা ফিরে আসুক জ্ঞান চর্চায়
জীবন চালাক কুরআন ও বিজ্ঞানের ছত্রছায়ায়।

বাংলাদেশের ছাত্র অঙ্গনে ব্যতিক্রমধর্মী আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার আদায় করার পাশাপাশি চাঁদাবাজি ও মাদকাসক্ত থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। সংগঠনটি এ সকল কার্যক্রমের সাথে সাথে ছাত্রসমাজ ও বিজ্ঞজনদের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা বের করে এ জগতে বিচিত্রতা আনয়নে সক্ষম হয়েছে। মৌলিক আয়াত ও হাদীসের অনুবাদ সম্বলিত সঙ্কলন, ইসলামী সাহিত্য, কুরআন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনার গবেষণাকর্ম, সাময়িকী, স্টিকার, আকর্ষণীয় ভিউকার্ড, নামাজ-রোজার স্থায়ী ক্যালেন্ডার, বাংলা-ইংরেজি ডায়েরি, তথ্যসমৃদ্ধ দেয়াল ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার, Understanding science series সহ বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় ও তথ্যবহুল প্রকাশনা সামগ্রী প্রতি বছর প্রকাশ করে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কার, বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণ, ইসলামী স্থাপত্যরীতির বিবরণ, মহাকাশ, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও ভূগোলসহ বিজ্ঞানের নানা দিক এছাড়াও সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ, আগামীর বাংলাদেশ, সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব, খোলাফায়ে রাশেদা এবং আল-হাদিস এক অনুপম জীবনালেখ্য, বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান বিষয়ে পর্যায়ক্রমে ২০০৬ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিন পাতা ক্যালেন্ডারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রত্যেক বছর প্রাকৃতিক ও স্থাপত্যের বিভিন্ন দিকের ওপর প্রকাশিত ডেস্ক ক্যালেন্ডারের বিষয়সমূহের পাশাপাশি আমাদের প্রকাশিত পোস্টার, পুস্তক, স্টিকারসহ অন্যান্য বিষয়াদির এক অনবদ্য সঙ্কলন হিসেবে দিগ দিগন্ত-২ এ আমরা উপস্থাপন করেছি। উল্লেখিত ক্যালেন্ডার ও অন্যান্য প্রকাশনা সামগ্রীগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে সম্পাদনা করা হয়েছে। আশা করি ছাত্রসমাজ ও সুধীমহলে তথ্যে ভরপুর এই প্রকাশনা ব্যাপক সমাদৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রকাশনা সামগ্রী সর্বমহলে সমাদৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বপরিমণ্ডলে অবস্থান করে নিয়েছে। বিবিসির মূল্যায়নে বিশ্বে ব্যতিক্রমী হিসেবে আমাদের ক্যালেন্ডার স্বীকৃতি পেয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর ক্যালেন্ডার বের করে থাকে। তবে মসজিদ, দর্শনীয় স্থান এ ধরনের তথ্য দিয়ে ক্যালেন্ডার প্রকাশের ধারণা প্রথমে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির পেশ করে, যার অনুকরণ এখন অনেকেই করছেন। সুধীজন ও ছাত্রসমাজের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রকাশিত এ "দিগ দিগন্তের" সম্পাদনায় প্রথম থেকে যারা বুদ্ধি, পরামর্শ দিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে নিবিড় তত্ত্বাবধান করেছেন এবং যারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে কাজ সম্পন্ন করেছেন তাদের জন্য আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

www.icsbook.info

ভেতরে যা আছে

সম্পাদকীয়	
২০০৬ বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান	০৫-১৫
২০০৭ সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ	১৬-৩৫
২০০৮ সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব	৩৬-৫১
২০০৯ আগামীর বাংলাদেশ	৫২-৬৭
২০১০ খোলাফায়ে রাশেদা	৬৮-৭৮
২০১১ আল-হাদীস এক অনুপম জীবনালেখ্য	৭৯-৮৬
একনজরে ২০০৬-২০১১ সালের ক্যালেন্ডার	৮৮-১২৩
একনজরে ডেস্ক ক্যালেন্ডার	১২৬-১৪৪
স্টিকারসমূহ	১৪৫-১৫৮
বইয়ের কভারসমূহ	১৫৯-১৬৩
পোস্টারসমূহ	১৬৪-১৬৫
ঈদ কার্ডসমূহ	১৬৬-১৬৭
এক নজরে ডায়েরীর কভারসমূহ	১৬৮

www.icsbook.info

১৪১২-১৩ বাংলা **২০০৬** ১৪২৬-২৭ হিজরি

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

চিকিৎসাবিজ্ঞান

আজকের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলিম মনীষীদের দান। তাদের আট শতাব্দীকালের চর্চা ও গবেষণাই আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস। পৃথিবীজুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা গবেষণা যখন স্তিমিত, বিজ্ঞানের চর্চাকে অধর্মের কাজ বলে খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের গুরুগণ যখন নিষিদ্ধ করেছিলেন, সেই নিষিদ্ধ ও হারানো জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করে নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতার কাছে অর্পণ করেছিলেন এই মুসলিম মনীষীগণই। বিজ্ঞানের সকল শাখায় মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে মৌলিক অবদান রাখে। এমনকি মুসলমানদের অসংখ্য আবিষ্কার উদ্ভাবন আজ পাশ্চাত্যের কোন কোন বিজ্ঞানীর নামে শোভা পাচ্ছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কার

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান চিরস্মরণীয়। রোগ চিহ্নিতকরণ, রোগের বিবরণ, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ এবং কোথায় কোন সমস্যায় রোগ সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার, ঔষধ প্রস্তুতকরণ প্রণালি, শল্যচিকিৎসা ও চিকিৎসা বিশ্বকোষ প্রণয়নসহ ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে অবদান রেখে মুসলমানগণ চিকিৎসায় ঝাড়ফুঁক, অনুমাননির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি শৃংখলিত বিজ্ঞানে রূপান্তর করে। নিম্নে কিঞ্চিত বিবরণ দেয়া হলো :

সার্কুলেশন (ফুসফুসীয় রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া) ইবনে আল নাফিস (১২০৮-১২৮৮)

ঔষধ হিসাবে পারদের ব্যবহার আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজী

অস্ত্রোপচারের জনক আবুল হাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবি

অর্থডোনশিয়া আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবি

মাথার খুলির অস্ত্রোপচার দন্ত উৎপাটন, পুনস্থাপন আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল হাজরাবি।

২০০টি মৌলিক অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবি

ধমনীর লাইগেচার আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবি

কর্ণের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার যন্ত্র, মূত্রনালীর পর্যবেক্ষণ যন্ত্র, কণ্ঠনালীতে বাহ্যিক বস্তু সম্প্রসারণ ও সংযোজন আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবি

কৃত্রিম দন্ত সংযোজন পদ্ধতির উদ্ভাবন আবুল কাশেম খালাফ কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবি

বিশ্বের প্রথম পরজীবীবিদ আবু মারওয়ান ইবনে জুহর (১০৯১-১১৬১) আইরিশের সংযোজন ও প্রসারণের ফলে অক্ষিগোলকের আকৃতির পরিবর্তন আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজী

আধুনিক ফার্মাকোপিয়ান জনক আব্দুল্লাহ ইবনে বাইতার (মৃ. ১২৪৮) (অ্যানেসথেসিয়া চেতনা নাশকের) ব্যবহার আবু আলী আল হুমাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা, মাসুরিয়াহ জুনিয়র (১১শ শতাব্দী), বাহাউদ্দিন (১৬শ শতাব্দী)

দর্শন প্রক্রিয়া ও চোখের বিভিন্ন অংশের নির্ভুল বর্ণনা আবু আলী হাসান ইবনে হাইজাম

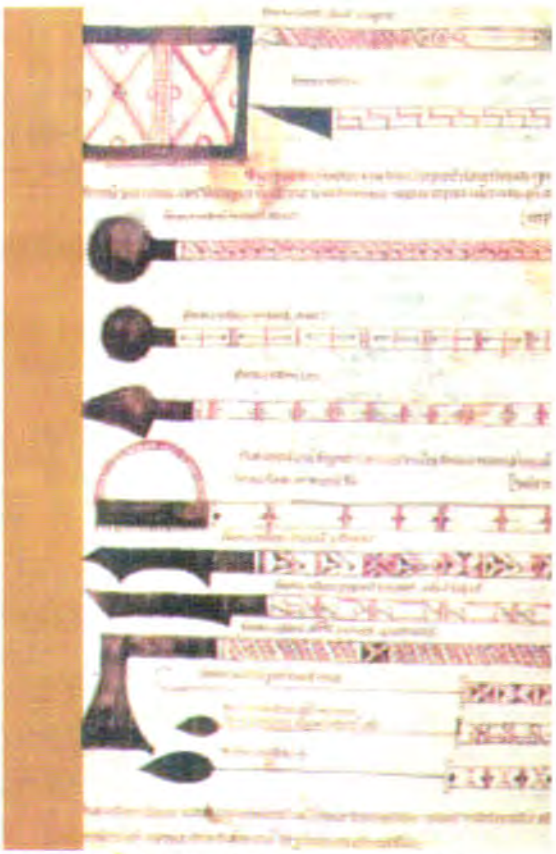

মুসলিম চিকিৎসাবিদদের ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্র

www.icsbook.info

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মৌলিক গ্রন্থ

আল মানসুরী আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাজী ৮৪১-৯২৬ খৃ: ১০ খণ্ড। স্বাস্থ্য ও রোগ সংক্রান্ত সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত। জনস্বাস্থ্য, প্রতিষেধক এবং বিশেষ রোগের চিকিৎসার বর্ণনা। স্বাস্থ্য রক্ষায় ৭টি নীতির বিবরণ। ল্যাটিন, ফরাসি, ইতালি, হিব্রু ও গ্রিক ভাষায় অনূদিত।

আল মুবশিদ আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজী। চিকিৎসায় জরুরি বিষয়গুলো গুরুত্বারোপ। জ্বরের পূর্ণ বিবরণ। রোগী ও চিকিৎসকের মানসিক অবস্থার বিবরণ।

আল হাওয়ি আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজী। ২২ খণ্ডে সমাপ্ত। ইউরোপের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে আবশ্যকীয় পাঠ্য ছিল, বিশেষ করে ফার্মাকোলজি সংক্রান্ত ৯ম খণ্ডে প্রধান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ল্যাটিন, ফরাসি, ইতালি, হিব্রু, গ্রিকসহ প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ হয়।

ডি প্যাস্টিলেনশিয়া আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজী। হাম ও জল বসন্তের গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। ১৬৬৫ সালে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হয়।

আল তাসতিফ লিমান আজিজান আল তালিফ আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল হাজরাবি (আল বাকাসিস) [৯৩০ খৃ.-১০১৩ খৃ.] শল্যচিকিৎসার প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষ। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে বহুল ব্যবহৃত প্রধানতম শল্য চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ। বইটিতে শরীরতত্ত্ব, ধাত্রীবিদ্যা, দাঁত, কান, যকৃতের পরিপূর্ণ বিবরণ চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের আলোচনা করেন। মাথার খুলি, যোনিদেশ, শ্বাসনালী, দাঁতের বহু ধরনের অস্ত্রোপচারের প্রথম ধারণা দেন।

আত তাসবিদ আবুল কাশেম খালাপ ইবনে আব্বাস আল জাহরাবী। ৩০ খণ্ড। অমর চিকিৎসা বিশ্বকোষ।

কিতাবুল তাইমির ফি আল মুদাওয়াত ওয়া তাফবির আবু মারওয়ান ইবনে জুহর

কিতাবুল ইকতিসাদ ফি ইসলাম হল আনফুস ওয়াল আজসাদ আবু মারওয়ান ইবনে জুহর

কিতাবুল আল-আগছিয়া আবু মারওয়ান ইবনে জুহর

আল কানুন ফিত-তিব আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা [৯৮০ খৃ] ৫ খণ্ড। এক সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বাইবেল বলা হতো।

তাশকিরাত আল কাহলিন আলী ইবনে ঈসা [১০৫০ খৃ.] অপথালমোলজি বা চক্ষু চিকিৎসার ওপর বিশ্বের প্রথম বই। এতে ট্রাকোমা, কনজাংটিভাইটিস, ছানি পড়া রোগ ও এদের চিকিৎসার বর্ণনা রয়েছে।

নাতিগাত আল ফিকব ফি ইলাগ আমরাগ আল বাশার ইবনে আবু আল ক্বাফার [ত্রয়োদশ শতাব্দী]। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সেরা অপথালমোলজির বই।

ইবনে সিনার কানুন এর ইউরোপীয় সংস্করণ

ইবনে সিনার লিখিত পুস্তকের দু'টি পাতা

www.icsbook.info

বিখ্যাত মুসলিম চিকিৎসাশাস্ত্রবিদগণ

- ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল কিন্দি [৮০০-৮৭৩]
- আলী ইবনে রাব্বান আল তাবারী [৮৩৮-৮৭০]
- আবু বকর মুহাম্মদ জাকারিয়া আল রাজী [৮৬৪-৯৩০]
- আবুল কাশেম খালাফ ইবনে আব্বাস আল হাজরাবি [৯৩০-১০১৩]
- আবু আলী আল হুসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা [৯৮০-১০৩৭]
- আলী ইবনে ঈসা [১০৫০]
- আবু আবওয়ান ইবনে জুহর [১১৬১-১৩৯০]
- ইবনে আল নাফিস [১২১৩-১২৪৪]
- ইবনে আল বাইতার [মৃ. ১২৪৮]
- আবু আলী হাসান ইবনে হাইসাম (দ্বাদশ শতাব্দী]
- ইবনে আবু আল ক্বাফার [১৩শ শতাব্দী]

ইবনে সিনার পুস্তকে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সচিত্র বর্ণনা

আল হাইসাম অঙ্কিত চোখের গঠন ও রোগ বর্ণনা

আল রাজির অঙ্কিত মানব দেহের অভ্যন্তরীণ চিত্র

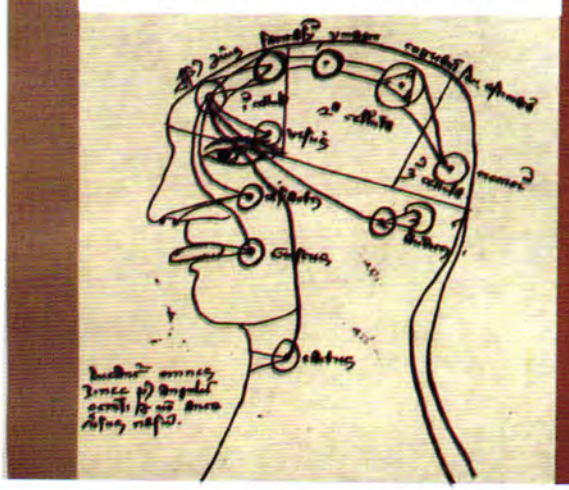

অক্ষিগোলক

মাথা এবং বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিত্র

www.icsbook.info

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনা

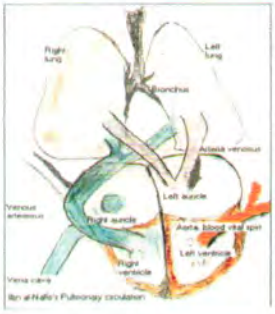

ইবনে আল নাফিসের হাতে আঁকা রক্ত সঞ্চালনের চিত্র

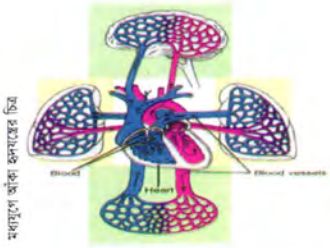

মধ্যযুগে আঁকা হৃদযন্ত্রের চিত্র

হাসপাতাল

মুসলমানদের স্বর্ণযুগে সকল নগরীতেই দারুস শিফা (আরোগ্য নিকেতন) বা মাবিস্তান (রোগী নিকেতন) নামে সাধারণ হাসপাতাল স্থাপন করে। জরুরি চিকিৎসা প্রদান, নিবন্ধনকৃত রোগীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, ঔষধ-পথ্য রাষ্ট্রীয় বিনা পয়সায় প্রদান করা হতো। গুরুতর রোগীদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বোর্ড বসানো হতো। নিম্নে উল্লেখযোগ্য হাসপাতালের তালিকা দেয়া হল:

- মরক্কেল হাসপাতাল মরক্কো-১১৯০ খৃ., আল মানসুর ইয়াকুব ইবনে ইউসুফ।
- গ্রানাডা হাসপাতাল গ্রানাডা. মুসলিম স্পেন, ১৩৬৬ খৃ. মাহমুদ ইবনে ইউসুফ ইবনে নাসের।
- আল ওয়ালিদ হাসপাতাল দামেস্ক - ৭০৬ খৃ., উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ।
- আল নূরী হাসপাতাল দামেস্ক- নূর আলদিম জিস্কি [একাদশ শতাব্দী]। ১১৭০ খৃ. ক্রুসেড যুদ্ধকালীন সময়ে]। মেডিক্যাল রেকর্ড সংরক্ষণ, বড় পাঠাগার।
- আস সালাহানী হাসপাতাল জেরুজালেম, গাজী সালাহ উদ্দিন [১১৮৭ খৃ.]। ভূমিকম্পে ধ্বংস :১৪৪৮ খৃ.।
- খলিফা আল মনসুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল সমূহ ৭৬ খ্রিস্টাব্দে জিন্দি মেডিক্যাল স্কুল, বাগদাদে অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
- বাগদাদ হাসপাতাল ৮০২ খৃ. খলিফা হারুনুর রশীদ।
- আস সাঈদাহ হাসপাতাল বাগদাদ, খলিফা আল মুগতাদির, [৯১৮ খৃ.]।
- আল মুগতাদিরি হাসপাতাল বাগদাদ, খলিফা আল মুগতাদির, [৯১৮ খৃ.]।
- আল ফুসতাদ হাসপাতাল কায়রো, ৮৭২ খৃ.-আহমেদ ইবনে তুলুন।
- আল মানসুরী হাসপাতাল কায়রো, ১২৮৪ খৃ. বাদশাহ আল মানসুর কালাউন। বিভিন্ন রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। প্রতিদিন ৪০০০ রোগীকে সেবাদানে সক্ষম। সম্পূর্ণ ফ্রি চিকিৎসা, এমনকি ভাতা প্রদান।
- আল কারাওয়ান হাসপাতাল তিউনিসিয়া, ৮৬০ খৃ.। যুবরাজ জিয়াদাত আল্লাহ [মহিলা নার্সের ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা কামরা]

১৪৭১ সালে নির্মিত দারুস শিফা হাসপাতাল

তুরস্কে ১১৫৬ সালে নির্মিত একটি হাসপাতাল

ঐতিহাসিক আল হামরা হাসপাতাল গ্রানাডা স্পেন

আধুনিক যুগের একটি হাসপাতাল

www.icsbook.info

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

স্থাপত্য

ইসলামী স্থাপত্যের শ্রেণীবিন্যাস

তিনটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইসলামী স্থাপত্যের শ্রেণীবিভাজন করা যেতে পারে :

- সময়ানুক্রম
- ভৌগোলিক অবস্থান
- নির্মাণের প্রকৃতি/নির্মাণশৈলী

একটি সুদৃশ্য মিনার

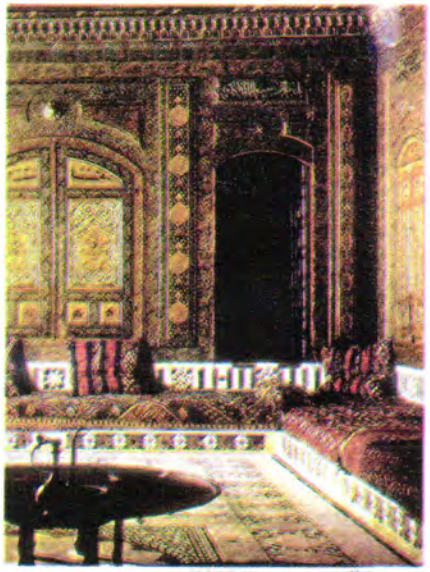

মুসলিম ঐতিহ্যের একটি সুদৃশ্য ড্রয়িং রুম

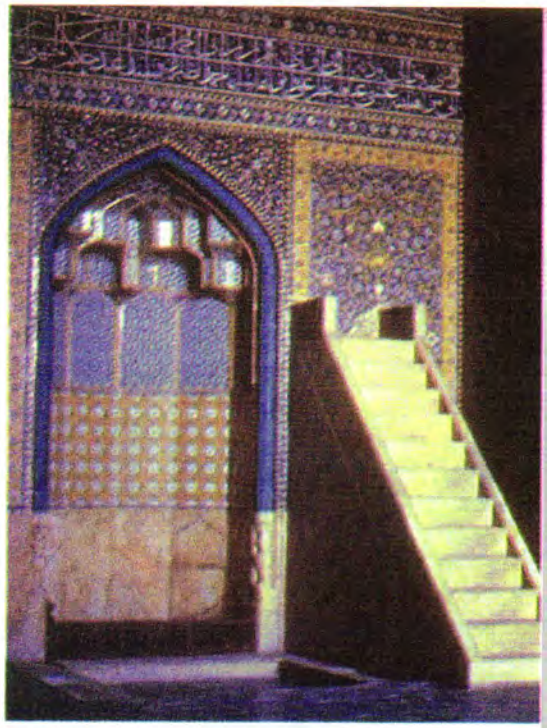

একটি সুদৃশ্য মেহরাব

ইসলামী স্থাপত্যকলার ওপর প্রভাববিস্তারকারী উপাদানসমূহ

কুব্বাত আস সাখরা "ডোম অব দ্যা রক"

মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পরপরই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন একটি ইসলামী স্থাপত্যশৈলীর বিকাশ ঘটে। উদ্ভবের সময়কালে এটি রোমান, মিসরীয়, পারসিক এবং বাইজেন্টাইনীয় ঘরানা থেকে পুষ্টি আহরণ করেছিল।

জেরুজালেমে অবস্থিত কুব্বাত আস সাখরাকে (প্রস্তর গম্বুজ) ইসলামী ঘরানার প্রথম দিকের স্থাপত্যকর্মের একটি নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। খিলানাকৃতির অভ্যন্তরভাগ, গোলাকার গম্বুজ এবং নির্দিষ্ট প্রকৃতির আলঙ্কারিক নকশার পুনঃপুনঃ ব্যবহার স্থাপত্যকর্মটিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

ইরাকে ৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত সামারার বড় মসজিদটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। হাইপোস্টাইল রীতিতে নির্মিত এ মসজিদের বৈশিষ্ট্য হল স্তম্ভ এবং সারির ওপর স্থাপিত সমতল ভিত্তির উপরকার একটি প্যাঁচানো আকৃতির মিনার।

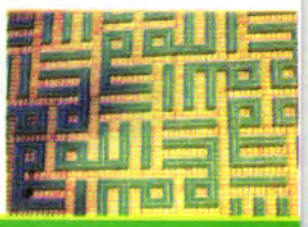

www.icsbook.info

ইসলামী স্থাপত্যরীতির উপাদানসমূহ

- প্রশস্ত চত্বর সচরাচর যা কেন্দ্রীয় নামাজঘরের সাথে সংযুক্ত থাকত
- জ্যামিতিক ফর্ম ও পুনরাবৃত্তিমূলক শিল্পশৈলীর ব্যবহার (অ্যারবেস্ক)
- ব্যাপক মাত্রায় আরবি ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার
- প্রতিসমতা, কেন্দ্রমুখীনতা
- প্রাকৃতিক উপাদানের সুষম ব্যবহার
- দক্ষ আকৃতি নির্বাচন
- এককেন্দ্রিক অক্ষ
- মজবুত কাঠামো বিন্যাস মিনার, খিলান ও গম্বুজের ব্যবহার
- মসজিদ অভ্যন্তরে কাবাঘরের দিকনির্দেশক মিহরাবের ব্যবহার
- উজ্জ্বল রংয়ের প্রাচুর্য
- বহিরঙ্গের তুলনায় ভবনের অভ্যন্তরভাগের প্রতি অধিকতর মনোযোগ
- লিপিশৈলী ও জ্যামিতিক গঠন ব্যবহারে নিবিড় অলঙ্করণ
- স্থাপত্যে ঝর্ণা ও জলধারের বৈচিত্র্যময় ব্যবহার

ইস্তাম্বুলের সোলেমানীয় মসজিদ (১২শ শতাব্দী)

ইস্পাহানের রাজকীয় মসজিদ (১৭শ শতাব্দী)

মাটি দিয়ে তৈরি পঃ আফ্রিকার একটি মসজিদ (১৮৯০ সাল)

মুরদেশীয় স্থাপত্যশৈলী

কর্ডোভা মসজিদের দৃষ্টিনন্দন খিলান

৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার বড় মসজিদের নির্মাণকাজ শুরুর মধ্য দিয়ে স্পেন এবং উত্তর আফ্রিকায় ইসলামী স্থাপত্যরীতির সূচনা মসজিদটি বিশিষ্ট হয়ে আছে এর জমকালো অভ্যন্তরীণ খিলানগুলোর জন্য।

মুরদেশীয় স্থাপত্যরীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে ধরা হয় গ্রানাডায় নির্মিত আলহামরাকে। এটি একই সাথে একটি রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গ লাল, নীল এবং সোনালি রংয়ে অলংকৃত খোলামেলা অভ্যন্তরভাগ, লতাপাতার নকশা উৎকীর্ণ দেয়ালসমূহ, আরবি লিপির খোদাই কর্ম, অ্যারাবেস্ক অলঙ্করণ এবং উজ্জ্বল টাইলস দিয়ে ঘেরা দেয়াল নিয়ে এটি হয়ে উঠেছে মহৎ এক স্থাপত্যকর্ম।

www.icsbook.info

তৈমুরীয় স্থাপত্যরীতি

তৈমুরীয় স্থাপত্যরীতিকে ধরা হয় মধ্য এশিয়ায় ইসলামী স্থাপত্যকলার চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে। সমরখন্দ এবং হেরাতে তৈমুর এবং তার বংশধরদেরও দ্বারা নির্মিত চোখ ধাঁধানো এবং বিশালাকৃতির ভবনসমূহের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইলখানিদ শিল্পকলার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এর মধ্যে দিয়ে বিখ্যাত মোগল ঘরানার স্থাপত্যরীতির উদ্ভব ঘটেছিল। অধুনা কাজাকিস্তানে অবস্থিত আহমেদ যোশীর সেংকচুয়ারির মধ্য দিয়ে যে তৈমুরীয় ঘরানার সূচনা সমরখন্দে নির্মিত তৈমুরের সমাধিসৌধ গোর-ই-আমিরের মধ্যে তার চূড়ান্ত উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব স্থাপত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিভিন্ন আকৃতির যুগল গম্বুজের প্রাচুর্য আর বহির্দেশে উজ্জ্বল রংয়ের টাইলস্‌ের সমাহার।

বুখারার একটি প্রাসাদ

প্রাচীন তুরস্কে নগরীজুড়ে প্রাসাদের সারি

মোগল স্থাপত্যকলা

ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে যে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা তার মাধ্যমে উদ্ভব ঘটেছিল স্থাপত্য কলার আরেকটি স্বতন্ত্র উপধারার। ফতেহপুর সিক্রি নামে আগ্রার ২৬ মাইল পশ্চিমে সম্রাট আকবর যে রাজকীয় শহরটির পত্তন করেন তাতে ইসলামী এবং ভারতীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়। তাজমহল-মোগল স্থাপত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত নমুনা। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছিলেন, 'কালের কপোলতলে এক বিন্দু নয়নের জল'। প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে সম্রাট শাহজাহান এটি নির্মাণ করেন। ১৬৪৮ সালে এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়।

অটোমান স্থাপত্যধারা

অটোমান সাম্রাজ্য বিশেষত সিনান দেশীয় রীতিতে নির্মিত বিরাটকায় মসজিদসমূহের প্রভাবে স্থাপত্যরীতিতে সূচিত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র ধারা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত সোলেমান মসজিদ এর অন্যতম উদাহরণ।

তাজমহলের দৃশ্য

www.icsbook.info

মহামূল্যবান মণিমানিক্যের প্রাচুর্যপূর্ণ ব্যবহার এবং অজস্র শ্বেতপাথরের পারসিক স্থাপত্য

তোপকাপি প্রাসাদ

উদ্ভবকালে অথবা তার পরবর্তীতে ইসলাম যে কয়টি সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল পারসিক সভ্যতা তাদের অন্যতম। সপ্তম শতাব্দীর দিকে দজলা ফোরাতের পূর্ব তীরে ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর অবস্থান। নিকটবর্তিতার সুবাদে মুসলিম স্থাপত্যের ওপর প্রভাব পড়েছিল পারসিক রীতির। প্রথম দিকে মুসলিম স্থপতিদের কাজের মধ্যে অনুকরণের ছাপ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পারসিক সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য পরম্পরা এবং পদ্ধতির উত্তরাধিকারিত্ব বহন করেছিলেন।

বস্তুতপক্ষে ইসলামী স্থাপত্যকলার ওপর পারসিক স্থাপত্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাগদাদ নগরীর সাথে পারস্যের ফিরোজাবাদের সাদৃশ্যের কথা। এখন আমরা জানি যে খলিফা আল-মনসুর নগরীটির নকশা প্রণয়নে যে দু'জন স্থপতিকে নিযুক্ত করেছিলেন তাদের একজন ছিলেন পারস্যের নওবখত এবং আরেকজন ইরানস্থিত খোরাসানের মাশাল্লাহ। আরেকটি উদাহরণ হল সামারার বড় মসজিদ এর বিরাটকায় প্যাঁচানো ভবনটি নির্মিত হয় পারস্যের স্থাপত্যকলা তথা পারস্যের পূর্বতন রাজধানী ফিরোজাবাদের মধ্যবর্তী টাওয়ারটির অনুকরণে।

'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না'-সূরা আলাক ঃ ৬

ইরানের ইবনে সিরাজ নগরীতে অবস্থিত শেখ সাদীর স্মৃতিস্তম্ভ

www.icsbook.info

বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান

মহাকাশ, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও ভূগোল

মহাকাশ ও জ্যোতির্বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা চিরকালই মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। চন্দ্র এবং সূর্যের গুরুত্ব প্রতিটি মুসলমানের জীবনেই অপরিসীম। চন্দ্র মাসের শুরু এবং শেষ তারা নির্ণয় করে এই চন্দ্রের সাহায্যে, ঠিক সেই সূর্যের সাহায্যে তারা নামাজ এবং রোজার সময় হিসাব করে।

আবার এই জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমেই মুসলমানেরা কিব্‌লার সঠিক দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়, তথা নামাজের সময় কাবামুখী হতে পারে। ওমর খৈয়ামের তত্ত্বাবধানে প্রবর্তিত ক্যালেন্ডার জিলালী জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের চেয়েও উন্নততর ও সঠিক।

বিশ্বের প্রথমদিকের মানমন্দিরগুলোও মুসলমান জ্যোতির্বিদগণের হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিছু সংখ্যক নক্ষত্র আবিষ্কার এবং এদের ওপর গবেষণা মুসলমানদের মূল্য এবং অবিস্মরণীয় অবদান হিসেবে স্বীকৃত। প্রচুর সংখ্যক নক্ষত্রকে পশ্চিমা জগৎ এখনো আরবি নামে চেনে এবং ইবনে রুশদই (আবু রুশদ) সর্বপ্রথম সূর্যের মধ্যে দাগ আবিষ্কার করেন। ক্যালেন্ডারে ওমর খৈয়াম যে সংস্কার সাধন করেন তার মান গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের চাইতে অনেক উন্নত এবং সঠিক।

উলুগ বেগের এ্যাস্ট্রোল্যাব

চাঁদের গতিচিত্রের মাধ্যমেই ত্রিকোণমিতির উদ্ভব

রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা

সৃষ্টি জগৎ নিয়ে ভাবতে ও কিভাবে আকাশ এবং নভোমণ্ডলীকে মানুষের অধীন করে দেয়া হয়েছে তা নিয়ে গবেষণা করতে আল-কুরআন বারবার আহ্বান জানিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্যদের মতো মুসলমানরাও সকল বিষয়ের সাথে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অধ্যয়ন করে আসছে। তাদের মধ্যে খালিদ ইবনে জায়েদ (৭০৪), জাফর আস সাদিক (৭৬৫) এবং তাদের শিষ্য জাবির ইবনে হাইয়ান (৭৭৬) প্রমুখ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কোনরূপ পূর্বানুমানের আশ্রয় ব্যতিরেকেই নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ছিল তাদের গবেষণার মূল উপপাদ্য। তাদের বদৌলতেই প্রাপ্ত তথ্য এবং বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাচীন আল্ কেমী বিজ্ঞানের একটি সুনির্দিষ্ট শাখায় পরিণত হয়। জাবির এরই ক্যালসিনেশন, রিডাকশন ইত্যাদির রাসায়নিক সংঘটন আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি বাষ্পায়ন, সাবলিমেশন স্ফটিকীকরণ ইত্যাদির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

www.icsbook.info

গণিত

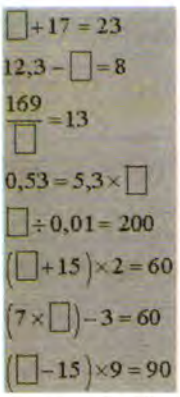

মুসলিম মনীষীদের জটিল গাণিতিক সূত্র

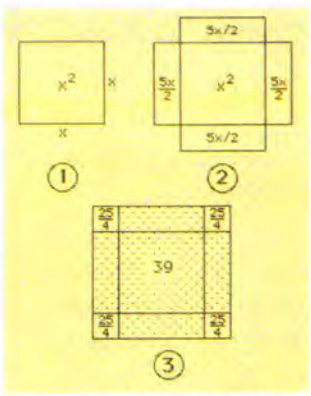

আল খাওয়ারিজমী অংকিত সর্বপ্রথম বর্গক্ষেত্রের পরিমাণ

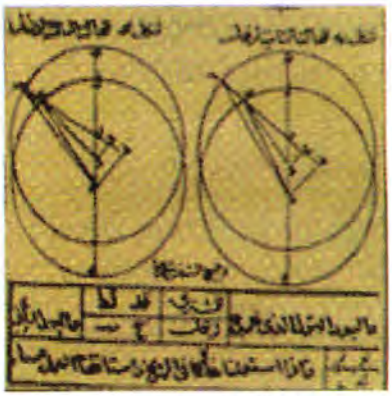
মুসলিম মনীষীদের জটিল জ্যামিতিক চিত্র

চিত্রে একটি গাণিতিক সূত্র

ইতিহাসখ্যাত আল বেরুনী জ্যামিতি শাস্ত্রকে গণিতের একটি সুনির্দিষ্ট শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম মানবজাতিকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানার এবং এর রহস্য উদঘাটনের জন্য আহ্বান জানায়।

আল-কুরআন আয়াত (১৪৫৩) /??????????????????

মহাবিশ্বের রহস্য উদঘাটনের এই আহ্বান মুসলমানদেরকে জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, ভূগোল এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলে। মুসলমান বিজ্ঞানীগণ জ্যামিতি, গণিত, এবং জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যে বিদ্যমান আন্তঃ সম্পর্কের বিষয়ে বেশ ভালভাবে ওয়াকিফহাল ছিলেন।

মুসলমান বিজ্ঞানীকগন শূন্য (০) সংকেত আবিষ্কার করেন। তারা সংখ্যা পদ্ধতিকে ১০-ভিত্তি দশমিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করেন। এছাড়াও তারা কোন একটি অজানা রাশি প্রকাশের জন্য X এর মতো কিছু চলকেরও আবিষ্কার তারা করেন।

বিশ্বখ্যাত মুসলিম গণিতবিদ আল খোয়ারিজমি এ্যালজাবরা (আল জাবর) জন্ম দেন। আল খোয়ারিজমির বই পুস্তক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ হওয়ার ফলে স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে গণিত এবং আরবি সংখ্যাতত্ত্ব প্রবেশ করে। তার নাম থেকেই উদ্ভূত হয়েছে "এ্যালগোরিদম" শব্দটি। চাঁদের পথ এবং হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাপের মাধ্যমেই মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে ত্রিকোণমিতি আবিষ্কৃত হয়।

ভূগোল

আল কুরআন মানুষকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে উৎসাহিত করে যাতে করে তারা আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পায়। দিক জানা ছাড়াও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে কিবলার দিক জানার জন্য হলেও ইসলাম দাবি করে যে প্রত্যেক মুসলমানই ভূগোল সম্পর্কে কিছু না কিছু জানুক।

ব্যবসা-বাণিজ্য, হজ এবং ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেও মুসলমানগণ দূর-দূরান্তে যাত্রা করতেন। মুসলমানদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মুসলিম পণ্ডিত এবং পরিব্রাজকদেরকে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এলাকার ভৌগোলিক এবং আবহাওয়ার তথ্য নিয়ে বিশাল বিশাল সঙ্কলন তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল।

ভূগোলের ক্ষেত্রে এমনকি পশ্চিমা জগতেও সবচেয়ে বিখ্যাত নামগুলোর মধ্যে ইবনে খালদুন এবং ইবনে বতুতার নাম উল্লেখযোগ্য। খলিফা আল মামুনের আমলে পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ করা হয়। এই সমস্ত পরিমাপের ফলাফল ছিল আশ্চর্যজনকভাবে বিশুদ্ধ।

১১৬৬ সালে বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল ইদ্‌রিসি অত্যন্ত সঠিক একগুচ্ছ মানচিত্র অঙ্কন করেন। তার মধ্যে রয়েছে একটি বিশ্বমানচিত্র যার মধ্যে ছিল সবকটি মহাদেশ এবং তাদের পর্বতমালা, নদী এবং বিখ্যাত শহর। **আল মাকদিসি সর্বপ্রথম সঠিক রঙিন মানচিত্র অঙ্কন করেন।**

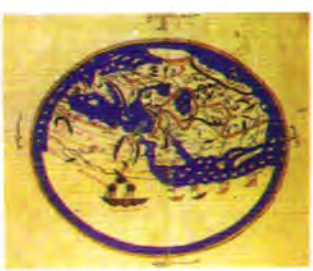
আল ইদ্‌রিসি অঙ্কিত পৃথিবীর মানচিত্র

উলুগবেগের সময়ের একটি ভূগোলক

www.icsbook.info

দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি

কাগজ : ৭৯৪ সালে ইউসুফ বিন ওমর বাগদাদে উন্নতমানের কাগজ উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে 'প্যাপিরাস' নির্ভর প্রথম কাগজ মিল প্রতিষ্ঠা করেন।

কাচ : ইবনে ফিরনাস পাথর থেকে কাচ তৈরি করেন। তিনি তার বাড়িকে নভোথিয়েটারের রূপে সজ্জিত করেন যেখানে থেকে তারকা, মেঘ এমনকি আলোকচ্ছটা পর্যবেক্ষণ করা যেত।

পানি উত্তোলক যন্ত্র : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে খ্যাত আল জাযারী দ্বাদশ শতাব্দীতে ফোরাত নদী থেকে পানি উত্তোলনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি পানি ঘড়ি, ওজু করার কলসহ পঞ্চাশ রকমের যন্ত্র তৈরি করেন।

পেন্ডুলাম : ইবনে ইউনুছ মিসরে ফাতেমী রাজত্বের সময় প্রথম পেন্ডুলাম আবিষ্কার করেন।

ঘড়ি : আব্বাসী শাসনামলে প্রথম ঘড়ি তৈরি করেন। খলিফা হারুন অর-রশীদ তৎকালীন ফ্রান্সের সম্রাট শার্লেমেইনকে এ ধরনের একটি ঘড়ি উপহার দেন।

টেলিস্কোপ : আবুল হাসান প্রথম টেলিস্কোপ তৈরি করেন যাতে একটি টিউব এর মধ্যে ডায়াপ্টার সংযুক্ত ছিল।

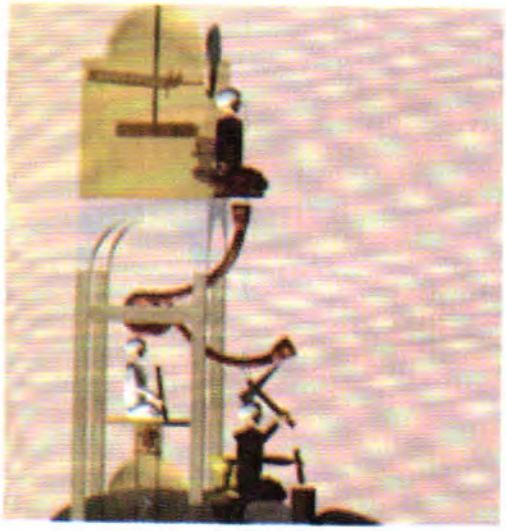

আল জাযারীর পানিঘড়ি

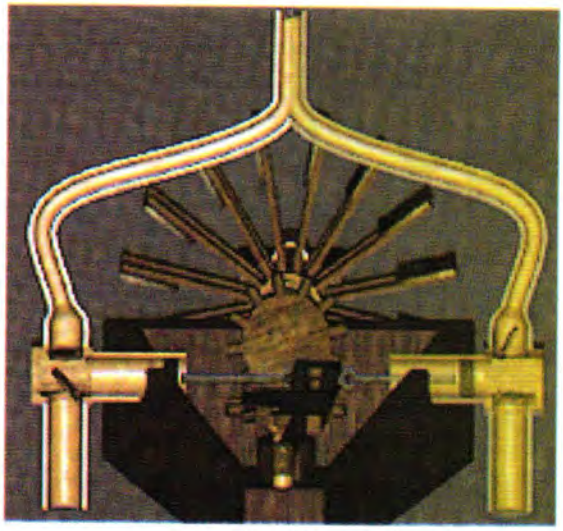

আল জাযারীর পানি উত্তোলক যন্ত্র

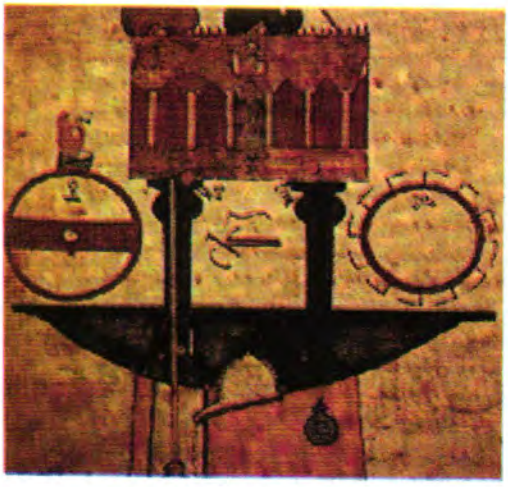

আল জাযারীর পাম্প

মুসলিম রসায়নবিদদের তৈরি করা কাগজ

www.icsbook.info

Calendar 2007

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ

আমাদের এই প্রিয় দেশটির রয়েছে সোনালি অতীত। ইবনে বতুতা এই দেশটিকে পৃথিবীর ধনী অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করেন। সম্রাট হুমায়ুন প্রথম পদার্পণেই অবাক বিস্ময়ে এর নাম দেন জান্নাতাবাদ। কিন্তু ঐতিহাসিক কাল থেকে উপর্যুপরি বিদেশীদের লুণ্ঠন, ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও দুইশত বছরের শোষণ এবং পাকিস্তানি বৈষম্যের শিকারে এদেশ হয়েছে পিষ্ট। বঞ্চিত এই মানুষগুলো সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে আশায় বেঁধেছিল বুক। কিন্তু বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের সোনারবাংলা স্বপ্নই থেকে যায় দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও রাষ্ট্রনায়কদের সিদ্ধান্তহীনতার ফলে। তবুও থেমে নেই এ দেশের পরিশ্রমী জনগণ; শত ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝেও সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছেন দেশের কল্যাণে। তাইতো বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশও এগুচ্ছে মাথা উঁচিয়ে।

একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে যখন কোটামুক্ত বিশ্বে বাংলাদেশের পোশাকশিল্প পাশ্চাত্যের বাজার জয় করছে, যখন প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স উত্তরোত্তর বাড়ছে, আসছে বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ, যখন ড. মুহাম্মদ ইউনূস শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান, তখন অমিত সম্ভাবনার এই প্রিয় মাতৃভূমিকে নিয়ে স্বপ্নে উদ্বেলিত হই। ঠিক এই মুহূর্তে দরকার এক দল দেশপ্রেমিক, ন্যায়পরায়ণ, সৎ যোগ্য মানুষের, যাদের নেতৃত্বে ১৪ কোটি জনগণ সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দেবে।

www.icsbook.info

শিক্ষা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যানবেইসের ২০০৬ সালের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে ১৯৭৬৬টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩০২টি সাধারণ কলেজ, ৯০৫১টি মাদ্রাসা, ১১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ৬৪টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ২২টি পাবলিক ইউনিভার্সিটি ও ৫৪টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি রয়েছে। ২০০৬ সালের সাময়িক তথ্যানুযায়ী নিম্নমাধ্যমিক কলেজ পর্যায়ে ১,০০৭,২৪১ জন এবং মাদ্রাসা শিক্ষায় ২৯,৪৫,৮২৪ জন। নারী শিক্ষায় ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদেরকে উপবৃত্তি প্রাপ্ত বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করেছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ৪৭:৫৩। উল্লেখ্য, ব্যানবেইসের তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার ৬৫.৫%।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল

প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি (১৯৯০-২০০৪)

(হিসাব লক্ষে)

বছর	মোট	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
১৯৯০	১২০.৫০	৬৬.৬০ (৫৫.৩)	৫৩.৯০ (৪৪.৭)
১৯৯২	১৩০.১৭	৭০.৪৯ (৫৪.২)	৫৯.৬৯ (৪৫.৮)
১৯৯৪	১৫১.৮১	৮০.৪৮ (৫৩.০)	৭১.৩৩ (৪৭.০)
১৯৯৬	১৭৫.৮০	৯২.১৯ (৫২.৪)	৮৩.৬১ (৪৭.৬)
১৯৯৮	১৮৩.৬১	৯৫.৭৭ (৫২.২)	৮৭.৮৪ (৪৭.৮)
২০০০	১৭৬.৬৮	৯০.৩৩ (৫১.১)	৮৬.৬৯ (৪৮.৯)
২০০২	১৭৫.৬২	৮৮.৪২ (৫০.৩)	৮৭.২০ (৪৯.৭)
২০০৪	১৭৯.৫৩	৯০.৪৭ (৫০.৪)	৮৯.০৬ (৪৯.৬)

উৎস : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (প্রাইমারি এডুকেশন স্ট্যাটিসটিকস ইন বাংলাদেশ, ২০০২)

* ২০০২-০৪ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার সাথে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত।

www.icsbook.info

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

চলতি বাজারমূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই

বিষয়	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১২.৯৯	১৩.১৬	১৩.৩৪	১৩.৫২	১৩.৭০	১৩.৮৮
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৩৬২	৩৪১	৩৮৯	৪১৮	৪৪১	৪৫৬
মাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৩৭৪	৩৭৮	৪১১	৪৪০	৪৬৩	৪৮২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

জিডিপি'র শতকরা হারে দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়

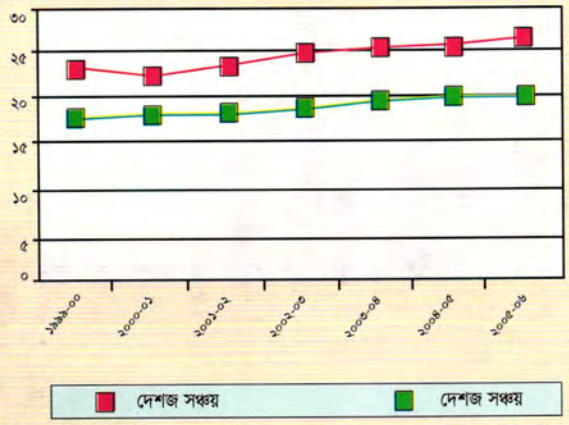

স্থূল দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বিনিয়োগের শতকরা হার

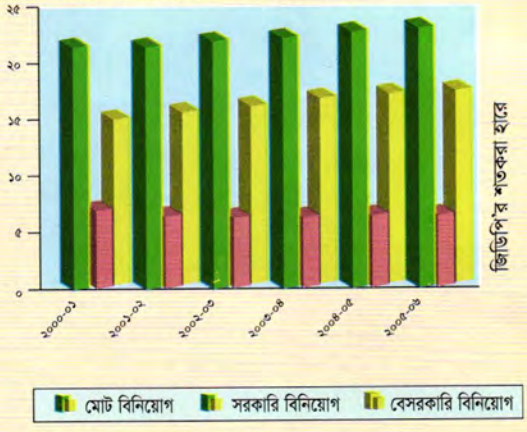

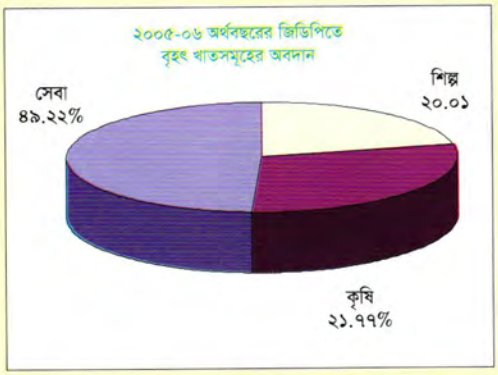

Investment Banking প্রতিষ্ঠান Golman Sachs বলেছেন- ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন (BRIC) এ ক'টি দেশের পরবর্তী আরো ১২টি দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। এর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হলো বাংলাদেশ।

www.icsbook.info

কাঠামোগত উন্নয়ন

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রধান নির্দেশকসমূহ

নির্দেশকসমূহ	প্রকৃত			প্রক্ষেপণ			
অর্থবছর	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ)	৫.৩	৬.৩	৫.৫	৬.৫	৬.৮	৭.০	৭.০
মোট রাজস্ব	১০.৩	১০.২	১০.৪	১১.০	১১.৩	১১.৬	১২.০
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৫.৪	৫.০	৫.০	৫.৯	৬.২	৬.৪	৬.৬
রফতানি (এফ.ও.বি)	৯.৫	১৫.৯	১৪.০	১৪.০	১২.০	১২.০	১২.০
আমদানি (এফ.ও.বি)	১৩.০	১৩.০	২০.০	১৫.০	১৩.৫	১২.৫	১১.৫

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও বিবিএস

যোগাযোগ

এলজিআইডি'র অধীন পল্লী অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি

কার্যক্রম	জুন ২০০০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত	ফেব্রুয়ারি '০৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
কাঁচা রাস্তা (কি.মি.)	২০৩৬৯	১০১০২	৪৫৫৫	৪৭৭০	৬২৫২	৬০৪০	৪৫২১	৬২৪৯৭
পাকা রাস্তা (কি.মি.)	১৩৭৬৩	৩৮৭০	৩২৫৫	৩৮২৯	৪৮০৪	৫২৩৭	৩৩৬৪	৪০১০৯
সেতু/কালভার্ট (মিটার)	১৬৫৩২৪	৬৭৪৪৯	৫০৮৮২	৪২৯৩৭	৪৯৪০৫	৬০৯০৮	৪২৩০৩	৪৮২৭২১
উন্নয়ন কেন্দ্র	৮৬৯	২২৫	১২৪	১৪২	১৫৪	১৮৬	১২২	২০৫২
কর্মসংস্থান সৃষ্টি (লক্ষ জন দিবস	৫০৩০.২৬	১১৭৩.০	৮৫৬.৬৮	৯৪৮.০৫	১৩৩৮.১২	১২১৫.৪৩	৯০৫.২০	১২৬০৮.০৩১

www.icsbook.info

যোগাযোগ

যমুনা সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর সড়ক পথ

অর্থ বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার /জেলা রোড	মোট
১৯৯৪-৯৫	২৯২০	১৭০০	১১৪৫০	১৬০৭০
১৯৯৫-৯৬	২৯২০	১৭০০	১২৯৩৪	১৭৫৫৪
১৯৯৬-৯৭	২৯২০	১৭০০	১৫৬৬৫	২০২৮৫
১৯৯৭-৯৮	৩১৪৪	১৭৪৬	১৫৯৬৪	২০৮৫৪
১৯৯৮-৯৯	৩০৯০	১৭৫২	১৬১১৬	২০৯৫৮
১৯৯৯-০০	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০০-০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০১-০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২-০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩-০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	২২৩৭৮
২০০৪-০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১

উৎস : সড়ক ও জনপথ অধিদফতর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

www.icsbook.info

মানব উন্নয়ন

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও ভৌত উভয় প্রকার উৎপাদনশীল সম্পদ সৃষ্টি করতে প্রয়োজন সামাজিক খাতে ব্যাপক ব্যয়। এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে আসছে।

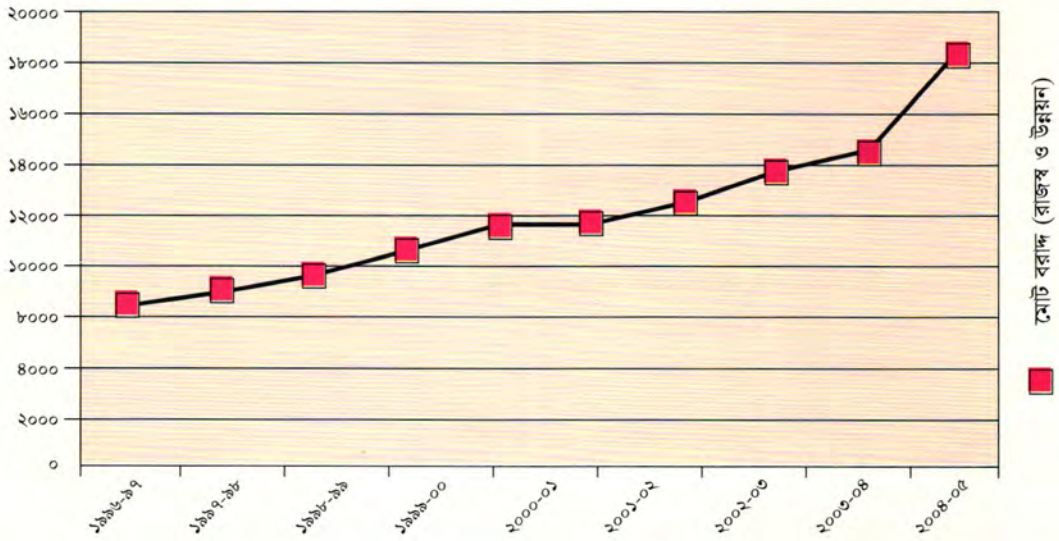

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী নার্স ও তথ্যপ্রযুক্তিবিদ পাঠাতে পারলে বাংলাদেশ বছরে কয়েক বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে।

রফতানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০০-০১	২৫০০.৪২	৭৮৯.৮৮	৫৯৮.১৮	৩৬৫.৯৯	২৫৩.৯১	২৯৫.৭৩	৩২৭.৯৬	১২৫.৬৬	১০৭.৫৮	১১০৫.৯৯	৬৪৬৭.৩০
২০০১-০২	২২১৮.৭৯	৬৮১.৪৪	৬৪৭.৯৬	৪১৩.৬৯	২১১.৩৯	২৬২.৩১	২৮৩.৩৯	১০৯.৮৫	৯৬.১৩	১০৬১.১৭	৫৯৮৬.০৯
২০০২-০৩	২১৫৫.৪৫	৮২০.৭২	৭৭৮.২৫	৪১৮.৫১	২৮৯.৪৮	২৫৮.৯৯	২৭৭.৯৫	১৭০.২৬	১০৮.০৩	১২৭০.৮০	৬৫৪৮.৪৪
২০০৩-০৪	১৯৬৬.৫৮	১২৯৮.৫৪	৮৯৮.২১	৫৫২.৯৬	৩২৬.৯৫	৩১৫.৯৩	২৯০.৪৪	২৮৪.৩৩	১১৮.১৬	১৫৫০.৮৯	৭৬০২.৯৯
২০০৪-০৫	২৪১৮.৬৭	১৩৫১.০৬	৯৪৪.১৮	৬২৫.৫১	৩২৭.৮০	৩৬৯.৭৮	২৯০.৯২	৩৫৫.২৫	১২২.৫৩	১৮৬৮.৮২	৮৬৫৪.৫২
২০০৫-০৬ (জুলাই-মার্চ)	২১৮২.৬৮	১৩০৪.৩০	৭৪৮.৫৪	৪৫২.২৩	২৫৩.৭২	২৯৫.৮০	২৩৫.১৭	২৮৬.৪১	৯৯.২৬	১৬৫৯.২৯	৭৫১৭.৪০

২০০৮ সাল নাগাদ হিমায়িত খাদ্য রফতানি করে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা আয়ের লক্ষ্যে Bangladesh Frozen Foods Exports Association একটি কর্মসূচি নিয়েছে 'ভিশন ২০০৮' নামে।

www.icsbook.info

বিনিয়োগ

- ২০০৫-০৬ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট, সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি গ্রুপ, সিংগাপুরের সিংটেল, মিসরের ওরাসকম এবং জাপানের ওয়াইকেকে প্রমুখ। তাছাড়া ভারতের টাটা গ্রুপ, জাপানের টরে গ্রুপ, সৌদি আরবের কিংডম গ্রুপ এবং চীন, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশেল প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাবনা অনুমোদন/আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে।
- বিশ্বব্যাংক ও IFC প্রকাশিত 'Doing Business in 2006 : Creating Jobs' শীর্ষক প্রতিবেদনে Ease of Doing Business Ranking-এ অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৫ দেশের মধ্যে ৬৫তম, যেখানে প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ১১৬তম।
- "2020 Bangladesh : A Long Run Perspective Study" শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় বলা হয় ২০২০ সাল সাগাদ ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
- জুন ২০০২ থেকে জুন ২০০৬ গত এ তিন বছরে বাংলাদেশ মার্কিন কোম্পানিগুলোর সরাসরি বিনিয়োগ প্রায় শূন্য থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। আরো কয়েক শত মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অপেক্ষায় আছে।
- টাটা ২০০ কোটি ইউএস ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব দিয়েছে।
এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হয়েছে ৩৫৪৫৩ কোটি টাকা।

বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিদেশী প্রবাহের ধারা

সূত্র : World Investment Report 2005 বিনিয়োগ বোর্ড ও বাংলাদেশ ব্যাংক, *সাময়িক ** লক্ষ্যমাত্রা

ভূ-সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা

বাংলাদেশের দক্ষিণে সমুদ্রের ব-দ্বীপ বৃদ্ধি পেয়ে নতুন নতুন চর জেগে উঠছে এবং দেশের ভূ-খণ্ড সম্প্রসারিত হচ্ছে। এসব ভূ-গর্ভে সুপ্ত রয়েছে অনেক মূল্যবান খনিজসম্পদ, যার নিশ্চিত আহরণ একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তুলবে।

তথ্যপ্রযুক্তি

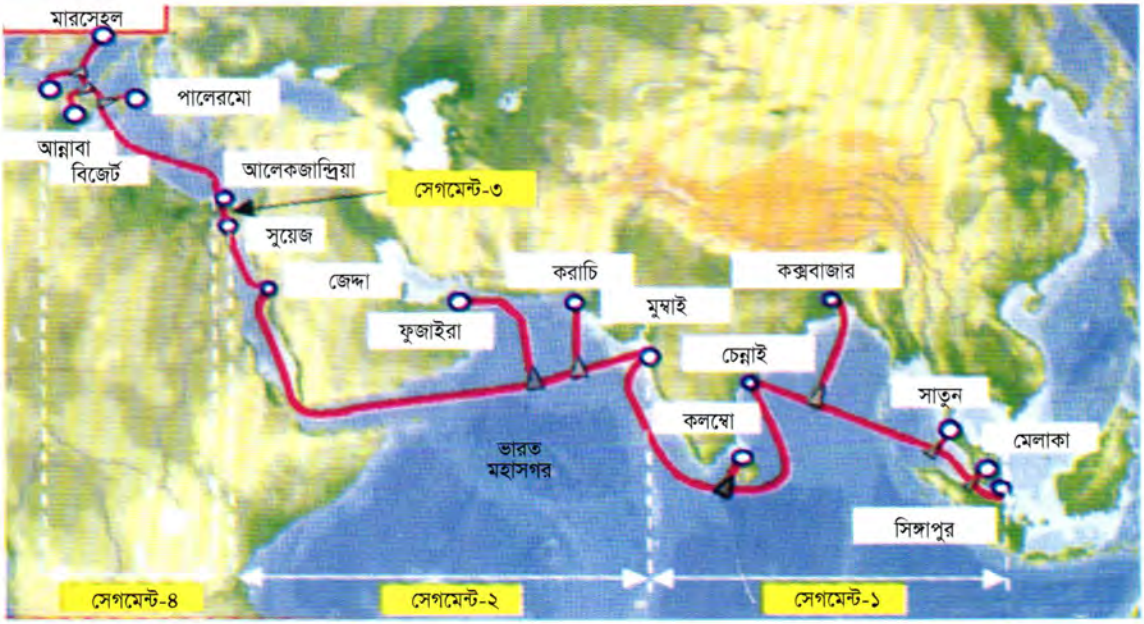

www.icsbook.info

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা শুধু স্যাটেলাইটনির্ভর ছিল যা ব্যয়বহুল, ধীরগতি ও স্বল্প ব্যান্ড উইডথ সম্পন্ন। ডিসেম্বর ২০০৫ এ SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন কেবল এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০০৬ থেকে এর কার্যক্রম চালু হয়েছে। সাবমেরিন কেবল সিস্টেমের সফল ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশে তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত নানাবিধ কর্মকাণ্ডের দ্রুত বিকাশ লাভ করবে। দেশে অপটিক্যাল ফাইবার সুবিধার ফলে ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-এডুকেশন, ও টেপলিমেডিসিন সার্ভিস চালু করা যাবে এবং অন্যান্য দেশের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ভয়েস সার্কিট বাড়ানোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা এবং এতে সকল পাবলিক ডকুমেন্টস ও ফরমস হোস্ট করার ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে জনসাধারণ সহজেই অনলাইন সুবিধা পেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইট www.bangladesh.gov.org

মোবাইল প্রযুক্তি

বিটিআরসি'র তথ্যনুযায়ী দেশের বেসরকারি পাঁচটি সেলুলার মোবাইল অপারেটর কোম্পানির এপ্রিল ২০০৬ পর্যন্ত মোট গ্রাহক সংখ্যা ১.১৬ কোটি। ফিক্সড ফোনসহ মোট টেলিফোন গ্রাহকের সংখ্যা ১.২৬ কেটি। উল্লেখ্য ফিক্সড ফোনের তুলনায় মোবাইল ফোনের গ্রাহকসংখ্যা বাংলাদেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০২ সালে মোবাইল ফোনের গ্রাহক বৃদ্ধির হার ছিল ৭২ শতাংশ এবং ২০০৫-এ ১২৩ শতাংশে উন্নীত হয়। বিটিটিবি '০৫-'০৬ অর্থবছরে জানুয়ারি '০৬ পর্যন্ত টেলিযোগাযোগ সেবার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করেছে ৬১১.৪ কোটি (প্রায়)।

সমাজকল্যাণ

শিশু পরিবার ও অন্ধকল্যাণ সমিতি ভবন, ঝিনাইদহ

দুস্থ, দরিদ্র ও অসহায় এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। তাই সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরের আওতায় বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কিশোর অপরাধ দূরীকরণ ইত্যাদি ব্যাপক কর্মসূচি পরিচালনা করছে। অধিক বয়স্ক-দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য ভাতা নিশ্চিত করতে সরকার বয়স্কদের বয়সসীমা প্রথমে ৫৭ হতে ৬০ এবং সম্প্রতি ৬৫-তে উন্নীত করে। ২০০১-০২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দকৃত ৫০ কোটি টাকার বিপরীতে মাসিক ১০০ টাকা হারে ৪,১৫,১৭০ জন বয়স্ক লোক উপকৃত হয়, যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২৬০ কেটি ৩৭ লক্ষ টাকা হয় এবং এতে উপকৃতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার জন।

www.icsbook.info

দারিদ্র্য বিমোচন

একটি বয়ন কারখানা

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ কর্মসূচিসমূহ

- দারিদ্র্য বিমোচন ও ছাগল উন্নয়ন কর্মসূচি
- পশুসম্পদ খাতে পুঁজি গঠন, আর্থিক সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান
- মৎস্য অধিদফতরের দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কার্যক্রম
- গৃহহীনদের ঋণ ও অনুদান প্রদানের জন্য গৃহায়ন তহবিল
- দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক
- আবাসন (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প
- প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা
- অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কর্মসূচি
- তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা
- সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিল

দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম

- দারিদ্র্য বিমোচন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)
- পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি
- নগর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি
- দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বগুড়া)
- সমাজ সেবা অধিদফতরের সার্বিক কার্যক্রম

বৈদেশিক ঋণের হ্রাস

UNCTAD রিপোর্ট অনুসারে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিবাচক অবস্থানে আছে। বৈদেশিক ঋণ ১৯৯০ সালে ছিল ২০%, ২০০৩ সালে তা ৫%-এ নেমে এসেছে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে।

www.icsbook.info

শিল্প ও শিল্প স্থাপন

ইপিজেডে চেইন প্রস্তুতকারী ইন্ডাস্ট্রি

একটি কার্পেট প্রস্তুতকারী ইন্ডাস্ট্রি

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রাকৃতিক লবণ

২০০১-০২ অর্থবছরে শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৫.৪৮ ভাগ, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে (Double Digit-এ) শতকরা ১০.৪৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-১) ও ডাই-অ্যামোনিয়াম র সুগার মিলস পুনরায় চালু করা হয়েছে।

বিসিক ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ক্ষুদ্র শিল্পে ৯০ হাজার ২শত ৯৭ জন এবং কুটির শিল্পে ৪২ হাজারসহ মোট ১ লাখ ৩২ হাজার ৩শত ৭৫ জন লোকের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিসিক শিল্প ইউনিটগুলোতে ১১ হাজার ৩০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং এর মধ্যে রফতানি হয়েছে ৩ হাজার ৬শত কোটি টাকার পণ্য।

ইপিজেড : জানুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত দেশের ৬টি ইপিজেড-এ মোট ২৩৪টি শিল্প চালু ছিল। যার মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৯৩৮.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ তৈরি পোশাকশিল্প ও ১০ ভাগ বস্ত্র শিল্পসমূহে মোট ১,৬৪,৫৫২ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে। এছাড়া আদমজী ইপিজেড-এ ৪টিসহ ১২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যেখানে ৮৭,৯৬৩ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ইপিজেড-এর শিল্প কারখানা হতে ১,৫৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। যা মোট রফতানির ১৮ শতাংশ।

আদমজী : জাতীয় স্বার্থে ৩০ জুন, ২০০২ আদমজী জুট মিল বন্ধ ঘোষণা করলেও ৬ মার্চ, ২০০৬ তারিখে এটিকে শিল্পপার্ক রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশের ৭ম ইপিজেড হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার প্রাক্কলিত বিনিয়োগ ৪০০ মিলিয়ন ডলার এবং প্রাক্কলিত কর্মসংস্থান প্রায় ১ লক্ষ।

লবণ শিল্প : দেশের মোট সাড়ে ১১ লাখ মেট্রিক টন লবণের চাহিদা থাকলেও ২০০৫-'০৬ উৎপাদন মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১৫ লাখ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬

চট্টগ্রাম ইপিজেড

আদমজী ইপিজেড

www.icsbook.info

কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সম্ভাবনা

বিশেষজ্ঞগণ আশা করছেন-২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ প্রায় সকল প্রকার কৃষিপণ্য বা কৃষি শস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করবে। জিডিপিতে (২০০৫-২০০৬) কৃষির বিভিন্ন উপখাতে সমন্বিত অবদান ২১.৭৭%

● BBS Labour Force Survey : ২০০২-০৩ জানুয়ারি দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৫১.৭ ভাগ কৃষিখাতে নিয়োজিত। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর মতে, মার্চ ২০০৬ পর্যন্ত দেশের মোট রফতানিতে কৃষিজাত পণ্যের অবদান শতকরা ৬.২৭ ভাগ। কৃষিখাতে ভর্তুকি ও সহায়তা হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৪৯৫৬৭৮ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।

● বন্যা ও টর্নেডোতে ২০০১-০২ অর্থবছরে ১ লাখ ২৪ হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষয়ক্ষতি হবার পরও উক্ত অর্থবছরে বোরো উৎপাদন ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ৭ লাখ মেট্রিক টন বেশি হয়েছিল।

● এছাড়াও বিগত সরকারের শুরুর দিকে বিএডিসির বীজ উইং শক্তিশালীকরণ, কৃষিবিদ-কৃষি বিজ্ঞানীদের পদোন্নতি মাঠপর্যায়ে কৃষিমন্ত্রী ও কৃষি কর্মকর্তাদের ব্যাপক সফর, ফলজ বৃক্ষরোপণ পক্ষের সূচনা, ব্লক সুপারভাইজারদের পদবি পরিবর্তন করে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকরণ, মাটির গুণগত মান পরীক্ষা, ভুট্টা ও পাটের চাষবৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সূত্র : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

স্বাস্থ্য সূচক সমূহের সাম্প্রতিক প্রবণতা

সূচকসমূহ	বিবেচ্য বিষয়	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
স্থূল জন্ম হার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	১৯.৯	১৯.২	১৯.০	১৮.৯	২০.১
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জাতীয়	৪.৮	৫.১	৪.৯	৪.৮	৫.১
বিবাহের গড় বয়স	পুরুষ	২৭.৬	২৭.৭	২৭.৭	২৭.৮	২৫.৬
	মহিলা	২০.২	২০.৩	২০.৪	২০.৪	২০.৬
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা		৪৬৭১	৪৪৩৯	৪২১৮	৩৪১১	৩৫৯০
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	জাতীয়	৬১.৫*	৬২.৭*	৬৩.৬*	৬৪.২*	৬৪.৯*
শিশু মৃত্যুহার (নবজাতক)	জাতীয়	৫৭	৫৯	৫৮	৫৬	৫৩
শিশু মৃত্যুহার (১-৪ বছর)	জাতীয়	৬৩	৫৭	৪২	৪১	৪৬
মাতৃ মৃত্যুহার	জাতীয়	৩.০	৩.২	৩.২	৩.১৫	৩.৯১**
গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার		৫১.৫	৫৩.৬	৫৩.৬	৫৩.৯	৫৩.৪
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)		৩.০	২.৬	২.৬	২.৫৬	২.৫৫

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং আস্থা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১. প্রতি হাজার জীবিত জন্মে। ২. প্রতি হাজার প্রসবে। *সমন্বয়কৃত। **আইসিডির ১০ রিভিশন অনুযায়ী

www.icsbook.info

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স)

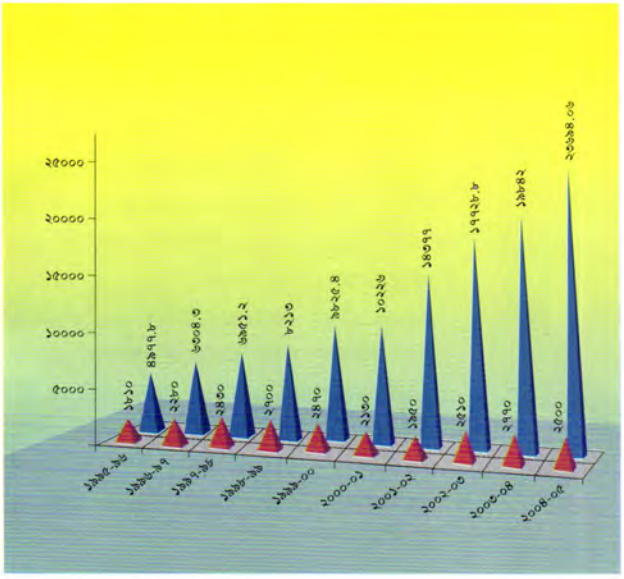

১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ৪২ লক্ষ ৭৩ হাজার জনশক্তি রফতানি হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স) প্রবাহও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮৪৮.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৪.১৩ শতাংশ বেশি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৮৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২১.৯১ শতাংশ বেশি। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ বেকার সমস্যা হ্রাস, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

রফতানি আয়ের প্রবৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০০৫-এ ২৯৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ২৭০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় শতকরা ৮.৩২ ভাগ বেশি। ২৮ মে ২০০৬ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩০৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

www.icsbook.info

মৎস্য সম্পদ

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ৬৩ শতাংশ আসে মাছ থেকে। সমুদ্র এলাকায় মৎস্য সম্পদের মাধ্যমে ১৩ লক্ষ লোকের উপজীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। মৎস্য অধিদফতরের (২০০৪-০৫) পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বর্তমানে জাতীয় আয়ের প্রায় ৭.৫২% এবং রফতানি আয়ের প্রায় ১৪.৫% আসে মৎস্যসম্পদ থেকে।

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রফতানি করে ৩৯০.২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।

White Gold হিসেবে খ্যাত বিশ্ববাজারে গলদা চিংড়ি Giant Fresh Water Prawn এবং বাগদা চিংড়ি Giant Tiger Water Prawn নামে পরিচিতি।

নোবেল পুরস্কার লাভ

দারিদ্র্য ও দুর্নীতির চক্রে আবদ্ধ বাংলাদেশ যখন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দারিদ্র্য বিমোচনের কাজের মাধ্যমে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে এবং বিশ্ব অঙ্গনে দেশের ভাবমর্যাদা উজ্জ্বল করে তখন বলা যায় আমরাও আর পিছিয়ে নেই। অর্জিত এ সম্মান দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

পোশাকশিল্প

IMF বলেছিল কোটা উঠে গেলে বাংলাদেশ ২৫ ভাগ রফতানি হারাবে। কিন্তু IMF এর এই ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ২১ ভাগ রফতানি বাড়িয়েছে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন- ২০২০ সালে মধ্যে বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পের জন্য Garments Valley-তে পরিণত হবে।

২০০৫-০৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মোট নিটওয়্যার পোশাকে ৩০.৮০% এবং ওভেন পোশাকে ১০.৭৭% রফতানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

www.icsbook.info

ঔষধ শিল্প

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বল্পোন্নত দেশ হয়েও বিগত কয়েক বছরে ঔষধ শিল্পে প্রশংসনীয় উন্নতি লাভ করেছে। খুব উন্নত প্রযুক্তির কিছু ঔষধ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার (৯৬%) ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। সর্বমোট ২৩৭টি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় ১৪০০০ ব্র্যান্ডের ৪৭০০ কোটি টাকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন করছে। ঔষধ শিল্পে Good Medicine Practice (GMP) অনুশীলনে অগ্রগতি ও উৎপাদিত ঔষধ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিধায় বর্তমানে ২৭টি কোম্পানির দেশের উৎপাদিত ১৮২টি ব্র্যান্ডের বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও কাঁচামাল জাপান, কানাডা, ইতালি, কোরিয়া, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় ৬৭টি দেশে রফতানি হচ্ছে এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে আমদানিকারক দেশের পরিবর্তে রফতানিকারক দেশের গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশেই LCD ভুক্ত একমাত্র দেশ যা অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটানোর পর রফতানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের ঔষধ শিল্পই আগামীতে বস্ত্রশিল্পের সম্ভাবনার সমান কাতারে অবস্থান করবে।

কুটিরশিল্প

নকশিকাঁথা পটচিত্র, শখের হাঁড়ি, পুতুলচিত্র, খেলনাচিত্র, বয়নশিল্প, চারু কারুশিল্প, হস্তশিল্পে এই স্বতন্ত্র ভুবনে অমিত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

www.icsbook.info

স্থাপত্য

লালবাগ কেল্লা

অনুপম স্থাপত্যকলায় সজ্জিত ঢাকায় রয়েছে সেই ঐতিহ্যবাহী সব স্থাপত্য নিদর্শন। লালবাগ কেল্লা, আহসান মঞ্জিল, হোসেনী দালান, বঙ্গভবন বা লাট হাউস, হাইকোর্ট ভবন, কার্জন হল, তারা মসজিদ, বড় কাটরা, ছোট কাটরাসহ অসংখ্য নয়নাভিরাম ভবন। বায়তুল মোকাররম, জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র ইত্যাদি। রয়েছে দর্শনীয় সার্ক ফোয়ারা, কদম ফোয়ারা, শাপলা চত্বর ইত্যাদি।

তারা মসজিদ

www.icsbook.info

প্রাকৃতিক খনিজসম্পদ

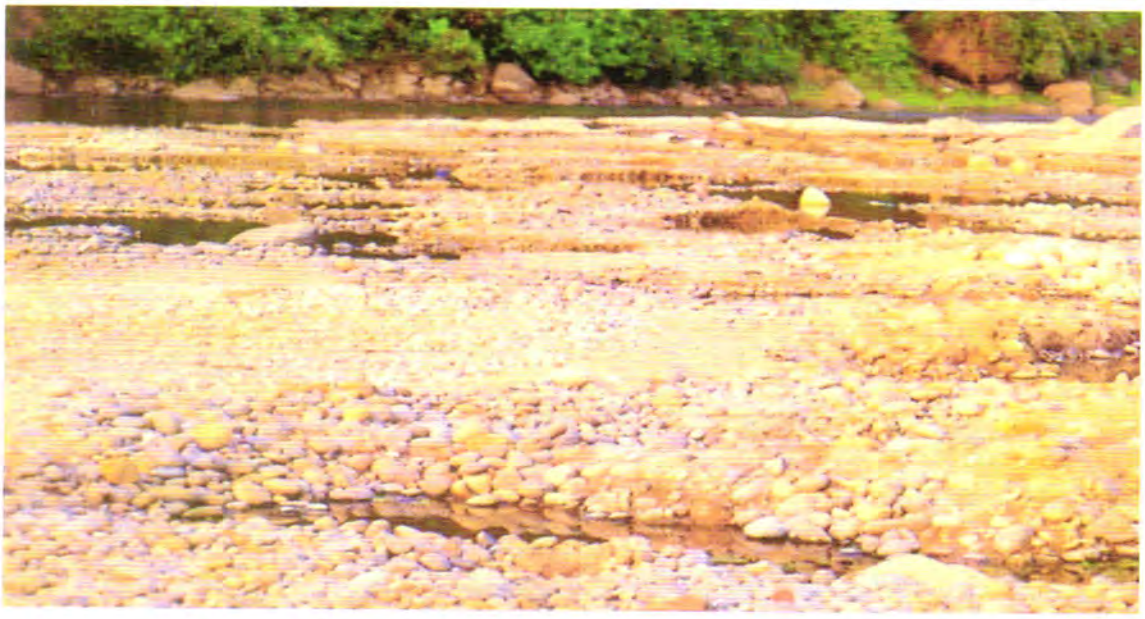

আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও বাংলাদেশের ভূ-গর্ভে লুক্কায়িত রয়েছে চুনাপাথর, তামা, শিলিকা বালু, লবণ, কঠিন শিলা, চীনামাটি ইত্যাদি অসংখ্য খনিজসম্পদ।

- নেত্রকেকোনা জেলার বিজয়পুরে প্রায় ২৬ কি. মি. দীর্ঘ এবং কয়েক মিটার প্রস্থ এলাকায় অবস্থিত খনিতে চীনা মাটির পরিমাণ আনুমানিক ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টন।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে তেজস্ক্রিয় বালি-ইলমেনাইট, জিরকন, মোনাজাইট, রিওটাইল, ম্যাগনোটাইট, লিউকক্সিন ইত্যাদি পাওয়া গেছে যা Black Gold বা 'কালো সোনা' হিসেবে খ্যাত।
- এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, হবিগঞ্জের শাহজীবাজার, জামালপুরের ঝালিঝুরিতে সিলিকা বালির সন্ধান পাওয়া গেছে।
- দিনাজপুরে মধ্যপাড়া কয়লা খনিতে সোনা এবং দীঘিপাড়া ও নওগাঁর পত্নীতলা কয়লা খনিতে রূপা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশের ফল

আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, করমচা, জামরুল, কামরাঙা, আমড়া, আমলকীসহ বাহারি রং ও স্বাদের বৈচিত্র্যে ভরপুর বাংলাদেশের ফল। ষড়ঋতুর এই দেশে প্রত্যেক ঋতুতেই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে গাছে গাছে ঝুলে পড়ে নানা জাতের ফল। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে এসব ফলের উৎপাদন গত কয়েক বছরে বেড়েছে কয়েকগুণ।

www.icsbook.info

কয়লা

বিশেষজ্ঞগণ বলেন– বাংলাদেশে যে পরিমাণ কয়লা মজুদ আছে তা উত্তোলন করতে পারলে ২০০ বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

বড়পুকুরিয়ায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫০-৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

বনজসম্পদ

২০ বছরব্যাপী (১৯৯৫-২০১০) বন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বনজসম্পদ সম্ভাবনার আরো একটি পথ খুলে ফেলে।

উপকূলীয় এলাকার ১০টি জেলা নিয়ে 'উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী' প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে এ খাতে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

দেশে ব্যাপক বনায়ন, বন সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ২০ বছরব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহা-পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশে।

www.icsbook.info

গ্যাস

একটি গ্যাসফিল্ড

গ্যাস দেশের মোট জ্বালানির প্রায় ৭০ ভাগ পূরণ করে। এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্রের ২২টিতে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮.৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ২০.৫১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

International Energy Outlook 2000 এর Workdwide look at Reserve and Production Journal এ উল্লেখ করা হয়েছে- ২০২০ সালে বাংলাদেশ হবে প্রাকৃতিক গ্যাসনির্ভর একক জ্বালানি দেশ।

মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ ও পেট্রোবাংলা যৌথ সমীক্ষা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়- বাংলাদেশে অনাবিস্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

জৈব গ্যাস

বাংলাদেশের গবাদিপশুর সংখ্যা ২,৪১,৯০,০০০ (১৯৯৬ ভিত্তি) যা থেকে প্রতিদিন প্রায় ২৪,২০,০০,০০০ কি. গ্রা. বর্জ্য উৎপন্ন হয় যা থেকে প্রতিদিন ৩.১৯X১০৯ ঘনমিটার জৈব গ্যাস উৎপন্ন করা সম্ভব।

www.icsbook.info

চিনি, তেল, চা

চিনি: বর্তমানে সরকারি খাতে ১৪টি চিনিকলে বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২.৪৪ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ১,৪০,০০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০০৬ পর্যন্ত ১,০১,৯৮৬ মেট্রিক টন উৎপাদিত হয়েছে।

তেল: ডিজিকশন নামের টেক্সাসের একটি ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বাংলাদেশে বৃহত্তম তেল খনিসহ অন্তত ১৭টি তেল খনি রয়েছে, যা কাজে লাগাতে পারলে মাথাপিছু আয় ১৪ গুণ বেড়ে যাবে।

চা: বাংলাদেশ তৃতীয় বৃহত্তম চা রফতানিকারক দেশ। উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড়ের মাটি চা উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। চা উৎপাদনে সিলেটের মাটিতে যেসব গুণাবলি রয়েছে পঞ্চগড়েও সেই গুণাবলি রয়েছে। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও রংপুর অঞ্চলে ভারতের বিখ্যাত দার্জিলিং প্রজাতির চা উৎপাদন করতে পারলে অন্যান্য কৃষি পণ্যের তুলনায় তিনগুণ লাভবান হওয়া সম্ভব। বাংলাদেশে ১৬২টি চা বাগান রয়েছে

পাট

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকলের সংখ্যা ৩৮টি এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ১০৫টি পাটকল। দেশে উৎপাদিত পাটের সিংহভাগ স্থানীয় পাটকলসমূহে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানি হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয় এর মধ্যে ৫,৫৯২.২ কোটি টাকার পাট বিদেশে রফতানি হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত ৩,৬৯০.৬ কোটি টাকার পাট বিদেশে রফতানি করা হয়েছে।

www.icsbook.info

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার আর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের গর্ব। রয়েছে নওগাঁ'র পাহাড়পুরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার। ঢাকার লালবাগ কেল্লা, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, সিলেটের চা বাগান ছাড়াও দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পর্যটন স্পট।

বিশ্ব পর্যটন শিল্পের মহাসচিব ফ্রান্সিসকো ফ্রাংগিউলি বাংলাদেশ সফরে এসে বলেন– বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাময় অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ। এখানে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য উন্নত প্রযুক্তি বা মূলধনের প্রয়োজন নেই। বরং দেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সৃষ্ট সুবিধাদি দ্বারাই এ শিল্পকে উন্নত করা যায়।

পশু-পাখি

দেশের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশুসম্পদের ওপর নির্ভরশীল। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২.৯৫ শতাংশ। ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। অধিকহারে ছাগল উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অথবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন কার্যক্রম যথাক্রমে ৩.৭৫ কোটি, ২৪.৯৬ লক্ষ ও ১.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

Calendar 2008

সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব

অপরূপ

প্রাকৃতিক নিদর্শন

ঐ আকাশ! তারই মাঝে অসংখ্য তারকারাজি, গ্রহ, উপগ্রহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, খাল-বিল, বন-বনানী। কত বিচিত্র! কত অপরূপ আল্লাহর সৃষ্টি! কত অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। এমন অনুপম, অগুইন সৃষ্টিকুল স্বতঃই ঘোষণা করছে: আমরা এক মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টার সৃষ্টি। এর পরেও কিছু কিছু অর্বাচীন মানুষ কিভাবে আল্লাহর সাথে কাউকে তুলনা করে কিংবা তারই অস্তিত্ব অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়? "আর তোমাদের ইলাহ এক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময় এবং দয়ালু। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহে, সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানে, আকাশ হতে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী পুনঃজীবিত হয় তাতে, তার মধ্যে জীব-জন্তুর বিচরণে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যেই রয়েছে নিদর্শন"। "তিনিই মহান সত্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন।" (সূরা বাকারা ১৬৩-১৬৪, ২৯)

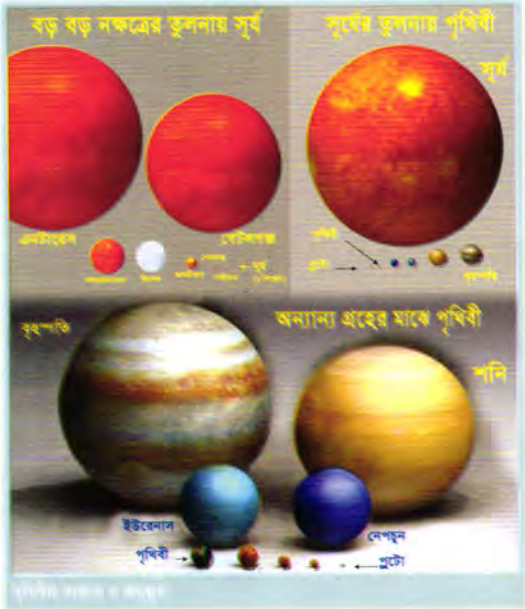

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কৌশলে আল্লাহর নিপুণ পরিকল্পনা উপস্থিত। পৃথিবীর অবস্থান ও আকার পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৌরজগতের একটি অনন্য সাধারণ গ্রহ পৃথিবী। একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এজন্য পৃথিবীতে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো, তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি। পৃথিবীর বর্তমান আকার ও অবস্থান ও প্রাণবৈচিত্র্য পরিবেশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। পৃথিবী যদি বর্তমান অবস্থা থেকে সূর্যের আরো নিকটবর্তী হতো তাহলে এর বায়ুমণ্ডল অধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠত। এর চাঁদও হতো সূর্যের নিকটবর্তী। ফলে রাতের স্নিগ্ধ জোৎস্নার পরিবর্তে বিকিরণ হতো উত্তপ্ত আলো। যা রাতের পরিবেশকেও উত্তপ্ত করত। বছর হতো কম সময়ে, ঋতুচক্রের পরিবর্তন ঘটত। এতে নিশ্চিতভাবেই ব্যাহত হতো খাদ্যচক্রের বর্তমান শৃঙ্খল, ফলে প্রাণবৈচিত্র্যের বিকাশ অনেকটা ব্যাহত হতো। অন্যদিকে যদি সূর্য থেকে আরো দূরবর্তী অবস্থানে থাকত তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কমে যেত। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অঞ্চল বরফাচ্ছন্ন থাকত। বছর হতো দীর্ঘ। পৃথিবীর আকার যদি বর্তমান অবস্থার পরিবর্তে বুধের সমান ছোট হতো তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে যেত। ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরের বিপুল বায়ুরাশিকে টেনে ধরে রাখতে পারত না, মহাকাশে বিলীন হয়ে যেত।

www.icsbook.info

দিন হতো আরো ছোট। অন্যদিকে বৃহস্পতির মত বড় হলে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেড়ে যেত এবং বর্তমানের বায়ুর উর্ধ্বমূখী বিস্তৃতি কমে মাত্র ১ কিলোমিটারে নেমে আসত। বায়ুর ঘনত্ব যেত বেড়ে এবং চাপ হতো অস্বাভাবিক পরিমাণ বেশি। এ অবস্থায় মানুষের উচ্চতা হত মাত্র ১ ফুট। তাই প্রমাণিত হয়, মহিমান্বিত রবের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনাতেই বর্তমান পৃথিবী একটি আদর্শ গ্রহ হিসেবে টিকে আছে। (উৎস : চল্লিশজন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আল্লাহর অস্তিত্ব)

"দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। তোমার দৃষ্টিকে নিক্ষেপ কর, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? তুমি বারবার তোমার দৃষ্টি ফিরাও সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে, কিন্তু কোন ত্রুটি দেখবে না"। (সূরা মুলক ৩-৪)

পৃথিবীর গতি

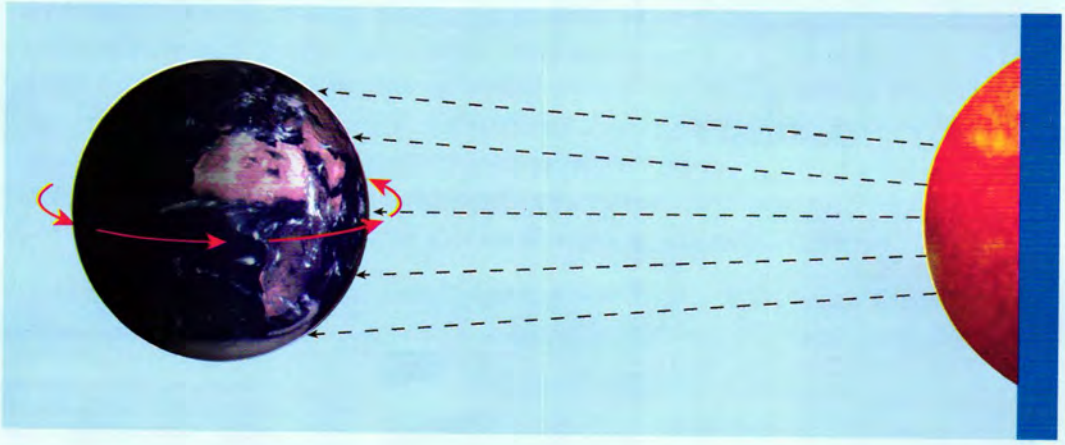

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক নামে দুটি গতি রয়েছে। পৃথিবীর যদি এই গতি দুটি না থাকতো তাহলে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। দয়াময় আল্লাহর পরিকল্পিত নিয়ম মোতাবেক এই দুই গতির ফলে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয় তা হলো: ক) আহ্নিক গতির জন্য ১. দিন ও রাত্রির আবর্তন ২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ৩. বায়ু প্রবাহ ৪. সমুদ্র স্রোত ৫. সময় গণনা ৬. পর্যায়ক্রমে জোয়ার-ভাটা এবং খ) বার্ষিক গতির জন্য ১. ঋতুর পরিবর্তন ২. দিন-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ৩. প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্রের পরিবর্তন। (সূরা ইয়াসিন ৩৯-৪০, যুমার-৫, লুকমান-২৯)

www.icsbook.info

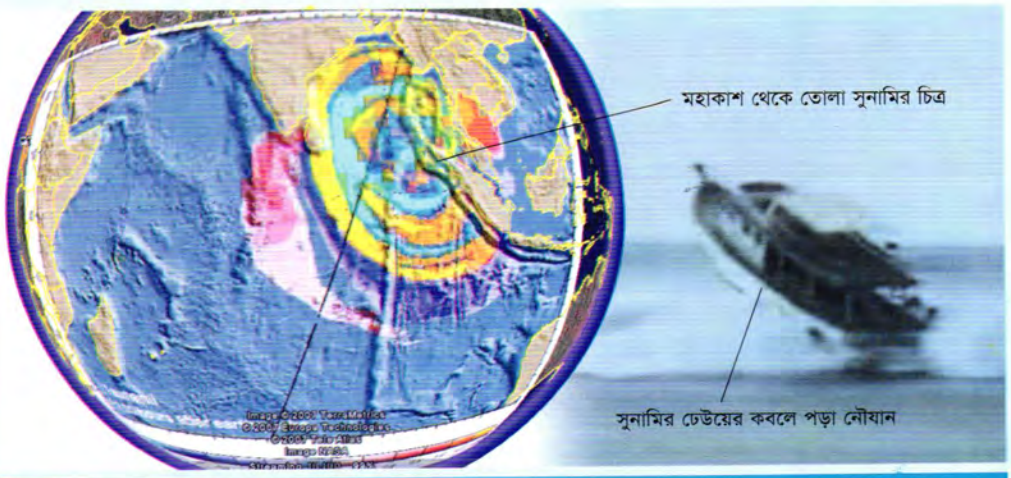

সুনামি

সুনামি একটি ভয়াবহতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেকবার সুনামি ঘটেছে। ২৬ ডিসেম্বর '০৪ ইন্দোনেশিয়ার আচহ প্রদেশের নিকট ভারত মহাসাগরে সংঘটিত ভূমিকম্পনজনিত সুনামিতে দুই লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিসহ বহু ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা ও জীব-জন্তু বিশাল ঢেউয়ের প্রবল স্রোতে ভেসে যায়।

সুনামি কী? সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ যার অর্থ প্রোতাশ্রয়ের ঢেউ বা Harbor Wave'। তবে এটি কোন সাধারণ ঢেউ নয়। এ ঢেউ কোনো জোয়ার কিংবা ভাটার কারণেও সৃষ্ট নয়। এমনকি সামুদ্রিক বায়াপ্রবাহ, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির কারণের ওপর সুনামি সৃষ্টি নির্ভরশীল নয়। তবে এসব কারণগুলো সুনামিকে অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ করে তুলতে পারে। অপরদিকে জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুনামির কোনো সম্পর্ক নেই। সুনামি এমন এক ধরনের অস্বাভাবিক ঢেউ' যা দূরবর্তী কূলে আঘাত হানতে সক্ষম। সমুদ্র তলের ভূকম্পন, ভূমিধস এবং আগ্নেয়গিরির অগ্নোৎপাতের কারণে সমুদ্রবক্ষে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের পানি ভয়াল গতিতে আন্দোলিত হয়ে প্রবল ধ্বংসাত্মক শক্তিকে চারিদিকের উপকূলে আছড়ে পড়ে। এ বিশাল ঢেউ-ই, সুনামি। মূলত এই জলোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে মহান রব বান্দাদেরকে তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। (সূরা রুম-৪)

বায়ুমণ্ডলীয় স্তর

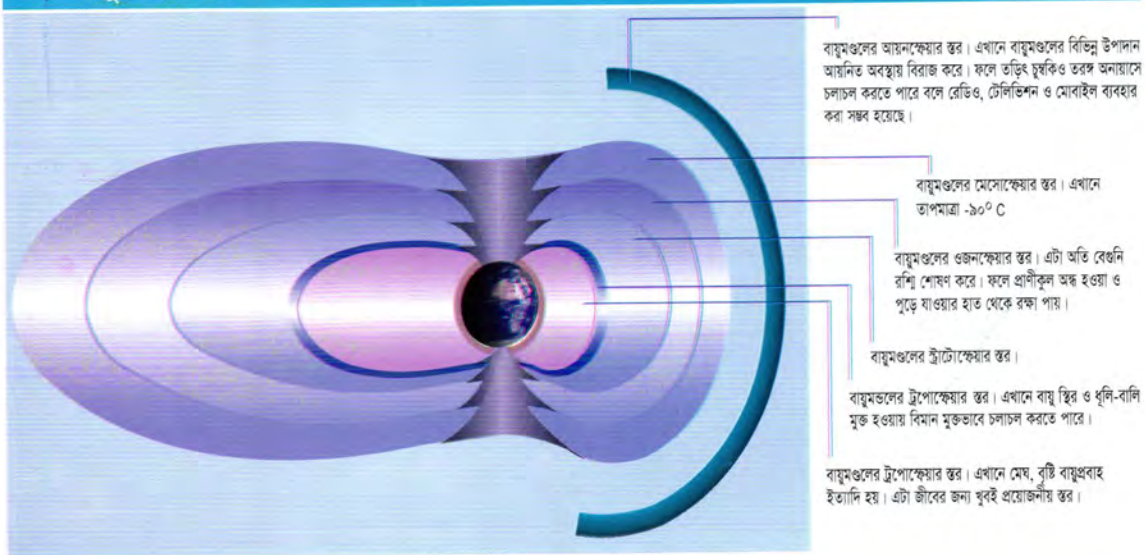

www.icsbook.info

পৃথিবীতে জিনের অস্তিত্ব ও বসবাস সম্ভব হয়েছে বায়ুমণ্ডলের কারণেই। বায়ুমণ্ডল না থাকলে দিনের বেলায় তাপমাত্রা থাকত ৭০ ডিগ্রি এবং রাতের বেলায় -১৪৫ ডিগ্রি। বায়ুমণ্ডল ভিবিন্ন উপাদান সমন্বয়ে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। সুর্য থেকে প্রয়োজনীয় আলোকরশ্মি বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে ফিল্টারের ন্যায় ছেঁকে ভূ-পৃষ্ঠে পৌছায়। আর ক্ষতিকারক রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। এর পরেও কিছু ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে যায়, যা মেরু অঞ্চল দ্বারা শোষিত হয়। উপরোক্ত কাজ ছাড়াও আধুনিক যুগে স্তরগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা চিত্রে উল্লেখ করা হল। বায়ুমণ্ডলের উপরোক্ত কার্যাবলির কথা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে অনুধাবন করা যায় যে, এই পরিকল্পিত পৃথিবীতে সৃষ্টির পেছনে কোন দয়াময় কারিগরের নিপুণ হাত রয়েছে।

পরিকল্পিত পাহাড় স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি

পৃথিবীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে ও মানুষের বাস উপযোগী করে রাখতে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত স্থান মহাপ্রকৌশলী আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন। বিশ্বমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি, গতিবিধি এবং মহাকাশের মধ্যে যেমন ভারসাম্য রয়েছে, তেমনি পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ চাপ, তাপ, ঘনত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবের ক্ষেত্রেও অপূর্ব ভারসাম্য লক্ষণীয়। তাই পরিচলন প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর অভ্যন্তরীস্থ গলিত পদার্থের ওপর পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও সমুদ্রতল সাম্য প্রতিষ্ঠা করে অবস্থান করছে অর্থাৎ পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে যতটুকু পরিমাণ উঠেছে ঠিক ততটুকু পরিমাণ পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পেরেক হিসেবে কাজ করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্থিতি বা সাম্য মতবাদটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Airy, Partt, Heskamen প্রমুখ যথার্থ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। (সূরা নাবা-৭, আম্বিয়া-৩১, নাহল-১৫)

www.icsbook.info

জোয়ার-ভাটা

আসমান ও জমিনের মালিক মহান আল্লাহ মানুষ ও সমুদ্রের অজস্র প্রাণীর জীবন নির্বাহের কৌশল হিসেবে জোয়ার ও ভাটাকে আবর্তিত করেন। সমুদ্রের কিছু অঞ্চল ব্যতীত সর্বদা মিশ্রণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সাগরে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য এই মিশ্রণ খুবই প্রয়োজনীয়। মিশ্রণের কারণেই মহাসাগরের পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার বেশি পার্থক্য হয় না। এ প্রক্রিয়ায়ই মহাসাগরের তলদেশ পর্যন্ত আল্লাহ অক্সিজেন সরবরাহ করেন। এই মিশ্রণের প্রধান প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম জোয়ার-ভাটা। এর প্রভাব মানবজীবনের ওপরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। যেমন: মৎস্য শিকার, কৃষি কাজ, লবণ সংগ্রহ ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হয় চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে। এই আকর্ষণের ফলে সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক স্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্য স্থানে নেমে যায়। উল্লেখ্য যে, জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে চাঁদের অবস্থানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সূর্য অপেক্ষা চাঁদ ছোট হলেও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব কম বলে চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি অধিক অনুভূত হয়।

দুই সাগরের মিলনস্থল

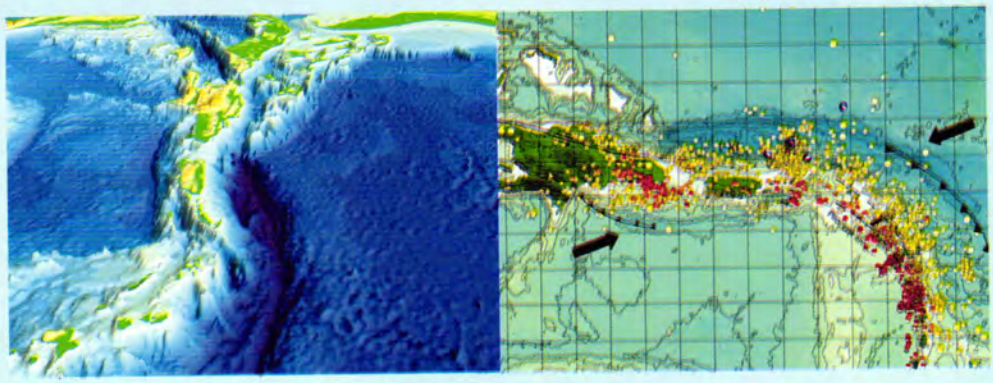

www.icsbook.info

পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ২ সাগরের মিলনস্থলে আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান। যা কার্যত দুটি সাগরকে পৃথক করে রাখে এবং স্ব স্ব সাগরের নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, ঘনত্ব ইত্যাদি স্বতন্ত্রতা বজায় রাখে। দুটি সাগরের মিলনস্থলে পানির ছোট একটি সমসত্ত্ব এলাকা গঠিত হয়, যা দুটি সাগরের বৃহত্তর এলাকার পানিকে মিশ্রিত হতে দেয় না। এই নিদর্শন জিব্রাল্টার প্রণালির কাছে আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলে লক্ষ্য করা যায়। এ দুটি সাগরের কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল উপাদানেরও বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান যা সাম্প্রতিক কালে জানা গেছে। অথচ ১৫০০ বছর পূর্বেই আল্লাহ বলেন: "তিনি (আল্লাহ) প্রবাহিত করেন দুই সাগর-যারা পরস্পর মিলিত হয় কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না" (সূরা- আর-রাহমান ১৯-২০, ফাতির-১২) "উভয় সমুদ্র সমান নয়, একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অন্যটি লোনা বিস্বাদ" (সূরা ফাতির-১২)

পানির উৎপত্তি

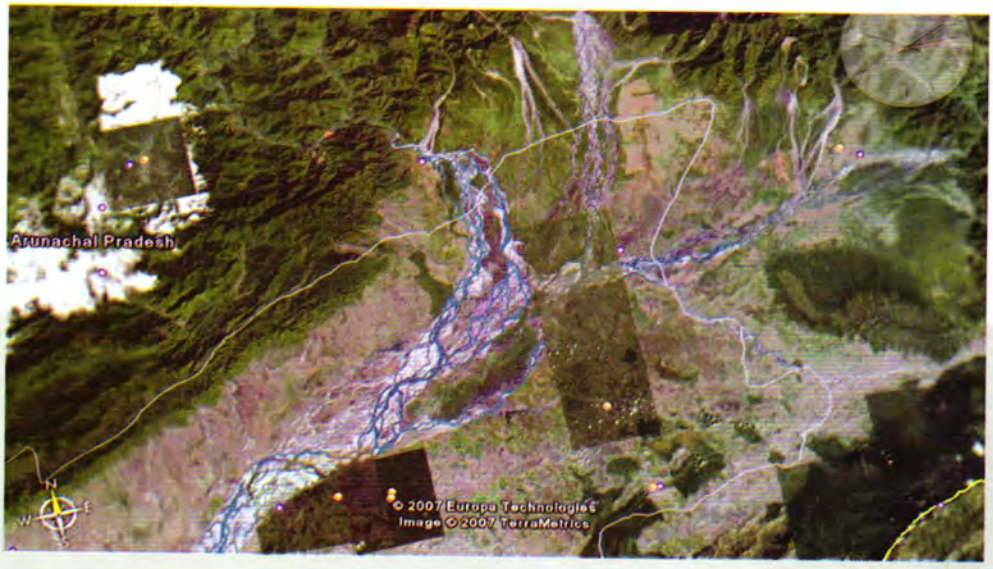

প্রতিটি জীব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান পানি। তাই পানি ছাড়া জীবের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। মানবদেহে পানির পারিমাণ ৭০%। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত যে সব ধরনের প্রাণীরই ৫০% থেকে ৯০% হলো পানি। অনেক ভূ-তত্ত্ববিদদের ধারণা যে, পৃথিবীর ভূ-ত্বকে সংরক্ষিত বিষাক্ত ও ক্ষারীয় গ্যাস হতে পৃথিবীর পানির সৃষ্টি। পৃথিবী কঠিন হওয়ার পরও ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ অব্যাহত চলছিলো বলে অনুমান করা হয়। প্রথম দিকে উৎক্ষিপ্ত জলীয় বাষ্পদ্বারা সৃষ্ট বাষ্পীয় মহাপ্লাবন ঘন মেঘের আকারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অবস্থায় বিরাজমান ছিল। এই পর্যায়ে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত থাকায় পতনশীল বৃষ্টি পতিত হয়ে আবার বাষ্পে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্ব মেঘের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ-কোটি বছর ধরে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এ অবস্থায় বাষ্পীভবন, ঘনীভবন এবং বৃষ্টি বরফপাত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে রাখে। পরবর্তীতে পৃথিবীর পৃষ্ঠে খাড়া পাহাড়-পর্বতের প্রান্তে তীক্ষ্ণ ঢালে পতিত বৃষ্টি বরফপাত শিট আকারে প্রবাহের দ্বারা মসৃণ ও নিচু হয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে গভীর খাদের সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীকে ধীর গতিতে শীতল করে। পরবর্তীতে এই সকল গভীর খাদে পানি জমা হতে থাকে। এভাবেই পানির উৎপত্তি হয় বলে প্রমাণিত। (সূরা আম্বিয়া-৩০, নূর-৪৫, নমল ৩০, বাকারা-২২)

www.icsbook.info

সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব

বৈচিত্র্যময় প্রাণীজগৎ

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে জানার ও দেখার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। অপরূপ প্রকৃতির স্নেহ-মমতায় লালিত জীবজগৎ বড়ই বৈচিত্র্যময়। অনুপম ও বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাব এই অসংখ্য প্রাণীর দেহ ও গঠনপ্রণালী, বৈশিষ্ট্য, জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি, পরিভ্রমণ প্রক্রিয়া এবং বংশ বৃদ্ধি কৌশল ইত্যাদি এক সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় পরিচালিত। এই অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মহান আল্লাহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর নামে কুরআনের কয়েকটি সূরার নামকরণও করেছেন। যেমন মৌমাছির রোগ প্রতিষেধক মধু তৈরি ও সঞ্চয়, জোনাকির নিভু নিভু আলো, নিশাচর প্রাণীর অন্ধকারে পরিভ্রমণ, বাবুই পাখির শৈল্পিক বাসা তৈরি, বীজের অংকুরোদগম, মাকড়সার জাল তৈরি এসবই আমাদেরকে মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। "অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমান ও জমিনের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই খোদাভীরু লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে" (সূরা ইউনুস-৬) "এরা কি উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখো না, তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে। পাহাড়গুলোর দিকে, কিভাবে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। যমিনের দিকে, কিভাবে একে সমতল করা হয়েছে"। (সূরা গাশিয়া ১৭-২০)

মৌমাছি

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে ৭০% হচ্ছে কীট-পতঙ্গ। অসংখ্য পতঙ্গের মধ্যে একটি অন্যতম প্রাণী হচ্ছে মৌমাছি। মৌমাছি তাদের নিজস্ব কলোনিতে বাস করে এবং এরা মানুষের অসংখ্য রোগের প্রতিষেধক মধু সরবরাহ করে তাদের তৈরি মধু ছয়কোনিকৃতির মৌচাকে সংগ্রহ করে। কিন্তু কখনো কি আমরা দেখেছি তারা কেন এই মধু ছয়কোনাকৃতির মৌচাকে সংগ্রহ করে? গণিতবিদরা এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন এবং বহু গণনার পর তারা খুব কৌতূহলজনক উপসংহার টেনেছেন। সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ধারণক্ষমতার একটি জমাঘর বানাতে গেলে সেটা ছয়কোনাকৃতির বানানোই সবচেয়ে উত্তম পন্থা, কারণ বিভিন্ন জ্যামিতিক শেপের মধ্যে ছয়কোনাকৃতি হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার এবং এর জন্যই ছয়কোনাকৃতি তৈরি করতে তিন কোনা বা চার কোনা থেকে কম মেট্রিয়াল লাগে। মৌমাছির আরেকটি গুণ হলো মৌচাক তৈরি। এদের এক একটি মৌচাকের সেল মাটি থেকে ১৩° কোণের মাপে বসানো হয়। এভাবে মৌচাকের দুপাশই সমানভাবে তৈরি করা হয়। এই ১৩° কোণের পরিমাণ মধুকে মৌচাকের ভেতর থেকে পড়ে না যেতে সাহায্য করে। তারা এটা এমনভাবে তৈরি করে যেন সেখানে সুর্যের আলো পৌঁছাতে না পারে। এখানে একটি মজাদার সত্য রয়েছে, মৌমাছিরা জন্মের পর এমনকি চোখ খোলার পর থেকেই এ শিল্প তৈরির ধারণা পায় এবং তারা এটি করতে পারে। তাদের এ স্থাপত্যশিল্প তাদের কে শিখাচ্ছে? এর উত্তর মহাগ্রন্থ আল কোরআনেই রয়েছে।

www.icsbook.info

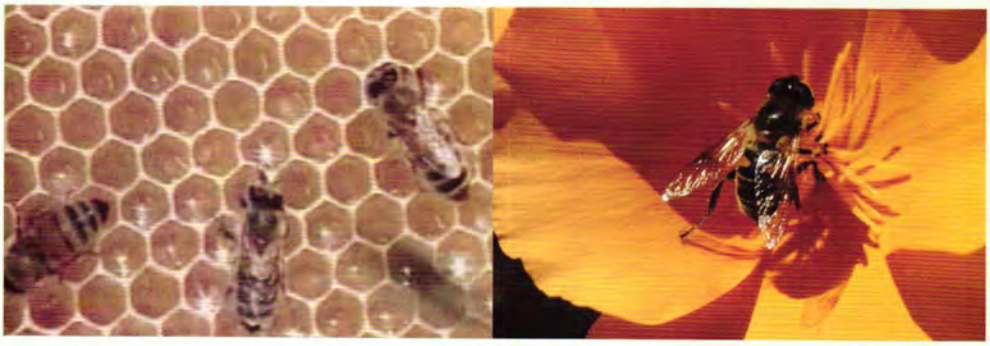

মানব হিতকারে মৌমাছি : ফুলে ফুলে বিচরণ করে মৌমাছি ফুলের নেকটার সংগ্রহ করে তা নিজের মুখের লালার সাথে মিশিয়ে মধুতে পরিণত করে। যে মধুতে রয়েছে মানুষের জন্য পুষ্টি উপাদান ও অসংখ্য রোগের ঔষধ। আদিকাল থেকে মানুষ রোগ প্রতিষেধক হিসেবে মধু ব্যবহার করে আসছে। হাদিসের বাণীও তাই বলে - "হাযা শিফাউল লিন নাস" অর্থ - মধু মানবজাতির রোগ প্রতিষেধক। অপরদিকে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মৌমাছিরা মধু ও মোম উৎপাদন করে যতটুকু সাহায্য করে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সাহায্য করে পরাগায়নে ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই ক্ষুদ্র কীট সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে মহা এক পরাক্রমশালী স্রষ্টার ইঙ্গিতে। (সূরা নহল-৬৮)

জোনাকি জ্বলে কেন?

আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টি জীবের মধ্যে ছোট একটি কীট হচ্ছে জোনাকি। অন্ধকার রাতে নদী, খাল বা পুকুরের পাড়ে জোনাকি পোকার নিভু নিভু মৃদু আলো যে মনোরম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তা দেখে মোহিত হয়নি এমন বেরসিক লোক বুঝি কমই আছে। তবে এ জোনাকি শুধু যে সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্যই জ্বলে তা কিন্তু নয়, বরং এ আলোর সাহায্যেই সে তার অন্ধকার পথে চলে, খাদ্য গ্রহণ করে এবং শিকারির হাত থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। মানুষের মতো তো টর্চ লাইট ব্যবহার করে জোনাকির পক্ষে অন্ধকার দূর করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা এই প্রাণিটির দেহে Luciferin এবং Luciferase নামক দুটি বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন যা বাতাসের অক্সিজেনের (O_2) সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে। এভাবে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব যে টিকিয়ে রেখেছেন, তা কি তাঁর অনুপম সৌন্দর্য ও ক্ষমতার পরিচয় বহন করে না! অবশ্যই যে কোন জ্ঞানবান মানুষ তা সহজেই স্বীকার করতে বাধ্য

www.icsbook.info

কবুতরের দুধ

পৃথিবীতে আল্লাহ অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করে তাদেরকে সফলভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন নানা কৌশল অবলম্বন করে। এদের মধ্যে একটি চমকপ্রদ কৌশল হচ্ছে কবুতর জাতীয় পাখির বাচ্চার খাদ্যদান প্রক্রিয়া। এ জাতীয় পাখির সদ্য প্রস্ফুটিত নবজাতক নানা শস্য গ্রহণে অক্ষম কিন্তু বাঁচার জন্য তো সুপেয় কিছু খেতে হয়। তাই কবুতর জাতীয় পাখি তার ক্রপ Crop গ্রন্থি থেকে প্রোল্যাক্টিন নামক এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ করে। যা দেখতে সাদা খিরের ন্যায় এবং প্রচুর প্রোটিন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ। এ পদার্থই পাখি তাদের বাচ্চাদের ওগরে খাওয়ায়, যা কবুতরের দুধ নামে পরিচিত। এভাবে যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি জীবকে সুকৌশলে, নিপুণভাবে যে টিকিয়ে রেখেছেন তাঁর অস্তিত্ব কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে? এভাবেই আল্লাহ প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য প্রদান করেন। (সূরা হুদ-৬)

www.icsbook.info

সামুদ্রিক সম্পদ

মানুষের জন্যে সমুদ্রে রয়েছে অজস্র সম্পদ। মহাসাগরগুলো পৃথিবীর ৭১% স্থান জুড়ে রয়েছে, তাই মহাসাগরগুলোর মধ্যে সম্পদের পরিমাণ ও আয়তনের মতই বিশাল। সামুদ্রিক সম্পদগুলোর অন্যতম হলো:

১. খজিনসম্পদ ২. খাদ্যসম্পদ ৩. স্বাদু পানি সম্পদ ৪. শক্তি সম্পদ ৫. সমুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে ঔষধ ও অন্যান্য পদার্থ ৬. সামুদ্রিক পরিবহন ইত্যাদি।

খাদ্য ও খনিজ সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই সমুদ্র সম্পদের বিশালতা সম্পর্কে সু-স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

খাদ্য সম্পদ : খাদ্যের অন্যতম উৎস হিসেবে সমুদ্রের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। সমুদ্রের পানিতে প্রায় ১,৮০,০০০ প্রকারের জীব বসবাস করে, যার মধ্যে ১৬,০০০ প্রকারের মাছ। প্রায় ১০,০০০ প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে যা আমাদের খাদ্যসহ বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২৬% এরও বেশি জৈব প্রোটিন যা মানুষ গ্রহণ করে, সমুদ্রই তার উৎসস্থল।

খনিজসম্পদ : সমুদ্রে খনিজসম্পদ মজুদের পরিমাণ সাধারণভাবে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে নিরূপণ করা হয়েছে যার পরিমাণ ৬০ থেকে ১০১৫ টন (৬০,০০০ মিলিয়ন)।

মাকড়সা

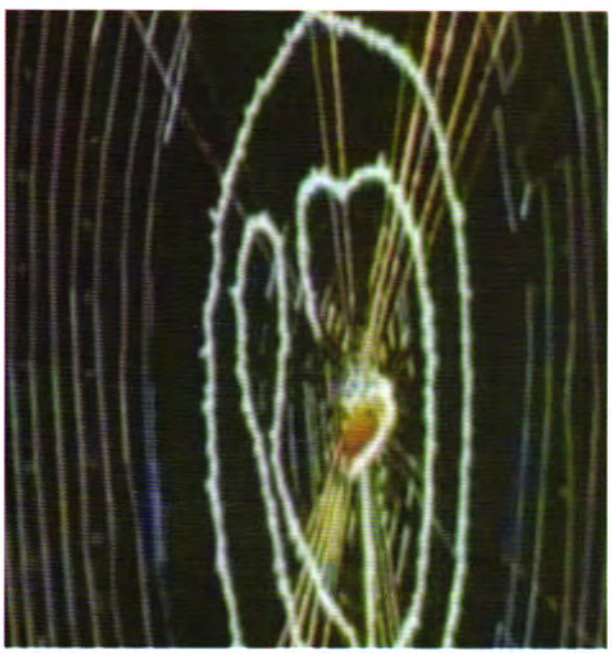

মাকড়সা জাল তৈরিতে তাদের শরীরের নিজস্ব সুতা ব্যবহার করে। এদের জালে এক ধরনের আঠালো পদার্থ লাগানো থাকে, যা শিকারকে বের হতে দেয় না। তাদের জালে কোন শিকার আটকা পড়লে তারা জালের কম্পনে তা বুঝতে পারে এবং তারা বিন্দুমাত্র দেরি না করে শিকার ধরে ফেলে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীর নামেই মহা আল্লাহ আনকাবুত নামে একটি সূরার নামকরণ করেন।

www.icsbook.info

চোখের মধ্যে আছে আলো

সময়ের ডোরে বেঁধে দেয়া পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে দিন ও রাতের মাধ্যমে। তাই সময়ের পরিক্রমায় কোন কোন প্রাণী বিচরণ করে রাতের বেলায়। কিন্তু রাতে তো সূর্যের আলো নেই, সব রাতে চাঁদের দীপ্তি নেই। তবে ঐ নিশাচর প্রাণীর কিন্তু রাতে বিচরণ করতেই হবে বাঁচার তাগিদে। তবে কি নিশাচর প্রাণীরা অন্ধকারে দিক-বিদিগ ছুটা-ছুটি করবে? না! বরং দিবালোকের মতোই এরা সুশৃংখল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরিভ্রমণ করে। এদের চোখের মধ্যে রয়েছে ট্যাপেডাম ও লুসিডাম নামক বিশেষ ধরনের বস্তু; যা এদের চোখের মধ্যে আলো উৎপন্ন করে এবং এ আলোর সাহায্যে তিমির রাতেও যেকোন বস্তু অনায়াসে দেখতে পায়। এভাবে রাতেও দিবালোকের মতো দেখার ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনিই আমাদের রব।

শুষ্ক বীজে প্রাণের সঞ্চার

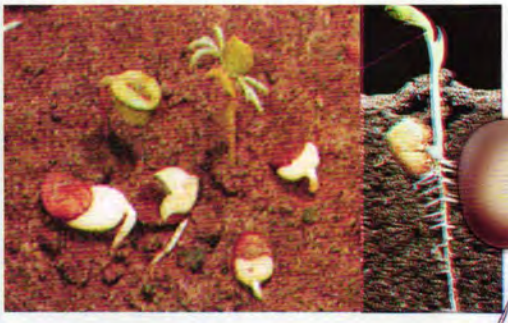

উপযুক্ত পরিবেশ পানি, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের প্রভাবে ঘুমন্ত ও প্রায় নিষ্ক্রিয় ভ্রূণের জাগরণ এবং বীজাবরণ ভেদ করে সক্রিয়ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসার নাম অঙ্কুরোদগম। অঙ্কুরোদগমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে একটি অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে-জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম।

জরায়ুজ-অঙ্কুরোদগম

জরায়ুজ অঙ্কুরোদগমে ফলের অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায়ই বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং ফলটি তখনো গাছেই লাগানো থাকে। ভ্রূণমূলটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে লম্বা ও মোটা হয়ে এ অবস্থায়ই গাছ থেকে কর্দমাক্ত মাটিতে পড়ে এবং মূল কাদায় ঢুকে চারাদিকে মাটির সাথে আটকে ফেলে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে এইরূপ অঙ্কুরোদগম হয়ে থাকে। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম না ঘটলে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে এইরূপ অঙ্কুরোদগম হয়ে থাকে। জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম না ঘটলে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় জোয়ার-ভাটার টানে বীজ মাটির সাথে আটকে থাকতে পারত না বরং জোয়ারের টানে সমুদ্রে চলে যেতন। এতে স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগম ব্যাহত হত এবং উপকূলীয় বনরাজি ধ্বংস হত।

www.icsbook.info

কিন্তু উপকূলীয় এ বনরাজি যে ধ্বংস হবে না এবং তাকে রক্ষা করার জন্য রয়েছেন এক মহান বিজ্ঞানীর এক অভিনব কৌশল। সে মহান বিজ্ঞানী রাব্বুল আলামিন। এখন প্রশ্ন আসে, যে একক স্রষ্টার ইঙ্গিতে শুষ্ক বীজ থেকে সজীব প্রাণের সঞ্চার ঘটে, সে স্রষ্টার পক্ষে কি সম্ভব নয় পুনরুত্থানের দিন মাটিতে মিশ্রিত মৃত মানবকে পুনরায় জীবিত করা? অবশ্যই সম্ভব! (সূরা বাকারা-২৮)

প্রতিরক্ষা

পানির নিচের জগতের মাছরা সবসময় শিকারি থেকে দূরে থাকে। অনেনেই ছদ্মবেশ ধারণ করে, আবার অনেকে কাঁটার আঘাতে শিকারির ক্ষতি করে। কিছু প্রজাতির মাছ রয়েছে যেমন- ইল মাছ বৈদ্যুতিক শক দেয়। অধিকাংশ অস্থিময় মাছ পানিতে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু ছেড়ে প্রজনন ঘটায়। প্রথমে ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় ও বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়। বেশির ভাগ মাছই ডিম ছেড়ে চলে যায়, বাচ্চারা নিজেরাই বড় হয়; অনেক প্রজাতির মাছ বাচ্চাকে থলে, বাসা বা নিজের মুখে বড় করে।

শিল্পী পাখির শৈল্পিক গুণ

এই অপরূপ বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিচরণ করছে অসংখ্য প্রাণী। প্রতিটি প্রাণীরই রয়েছে নির্দিষ্ট আবাস বা নীড়। তেমনি পক্ষীকুলের মধ্যে শিল্পী পাখি নামে খ্যাত বাবুই পাখিরও রয়েছে এক চমকপ্রদ বাসা বুনন কৌশল। এদেরকে নিখুঁতভাবে যে বাসা বুনতে দেখা যা তা যে কোন দক্ষ শিল্পীকেও হার মানায়। তার পাতার আঁশ দিয়ে বোনা বাসা খুবই মজবুত। যা ঝড়ে ছেড়ে না, বৃষ্টির পানিও ঢোকে না এই বাসায়। এই বাসার মধ্যে ঢোকা এবং বের হবার জন্য এরা তৈরি করে আলাদা আলাদা দরজা। ভেতরে ডিম ও বাচ্চা এবং নিজেদের থাকার জন্য করে পৃথক চেম্বার। বাসায় থেকে নিজেরা বোধ করে স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। কবি রজনীকান্ত সেন চড়ুই ও বাবুইকে নিয়ে লিখেছেন "পাকা হোক তবু ভাই পরে বাসা/ নিজ হাতে গড় মোর কাঁচা ঘর খাসা"। শৈল্পিক বাবুইর নিখুঁত বাসা তৈরিতে যে নিপুণ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তা কি স্রষ্টার অপার মহিমার সাক্ষ্য বহন করে না?

www.icsbook.info

সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব

মানুষ : এক বিস্ময়কর সৃষ্টি

মহাবিশ্বের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষ। মহাবিশ্বের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র এ মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। আল্লাহ মানুষকে এমন বুদ্ধি বিবেক, মেধা-মনন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে মানুষ মহাবিশ্বের অন্যান্য বিশাল সৃষ্টি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব চালিয়ে আসছে। ক্ষুদ্র মানুষের এমন বিস্ময়কর যোগ্যতা আর প্রতিভাই প্রমাণ করে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান। মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা, কোষ-পেশি অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ খুবই সুষম ও সুন্দরভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহিমান্বিত রবের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যেভাবে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন"। (সূরা ইনফিতার ৬-৮) "অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি"। (সূরা ত্বীন-৪)

মস্তিষ্ক (Brain)

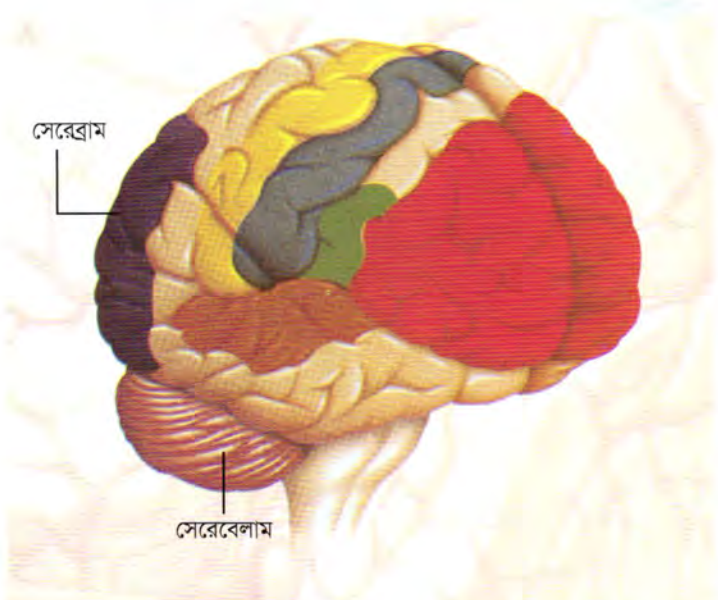

মানুষের মস্তিষ্কের গড় ওজন প্রায় ১৩০৫ গ্রাম, এতে ১০০ কোটি স্নায়ু কোষ আছে। একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার যে পরিমাণ তথ্য জমা রাখে, মানুষের মস্তিষ্ক তার চেয়ে ১ লক্ষ গুণ বেশি ধারণ করতে পারে। মস্তিষ্কের বিপাকীয় শক্তিকে যদি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে ২০ হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বালানো সম্ভব। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মাথার চুলের পরিমাণ ১ লক্ষ ২৫ হাজারটি। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ টি চুল গজায়। শরীরের মোট তাপের প্রায় ৮০% বের হয় মাথা দিয়েই। জটিল সব সমস্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানব মস্তিষ্ক প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১ কোটি গাণিতিক ক্যালকুলেশন সম্পন্ন করে, যা অনেক ক্ষেত্রে একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুততর।

www.icsbook.info

মানব হৃদপিণ্ডের দৈর্ঘ্য ৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩ ইঞ্চি। ১টি হৃদপিণ্ড দৈনিক প্রায় ৬৫০০ লিটার রক্ত পাম্প করে। সুস্থ দেহের রক্তের গতিবেগ ঘণ্টায় ৭ মাইল। হৃদপিণ্ড সংকোচন ও প্রসারণের জন্য যে শক্তি ব্যয় করে তা দ্বারা ২০০ পাউন্ডের একটি বস্তু ৪১ ফুট ওপরে ওঠানো সম্ভব।

হৃদপিণ্ড (Heart)

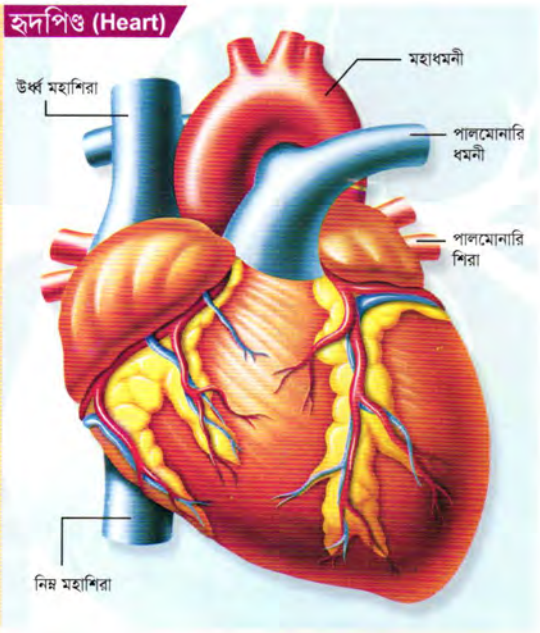

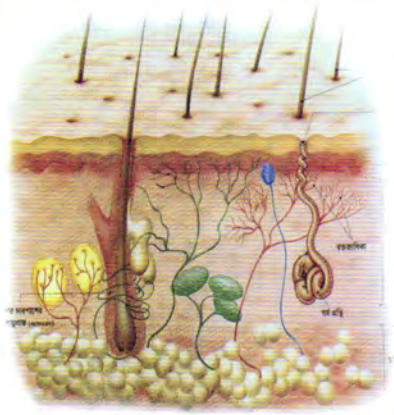

ত্বক (Skin)

ত্বক মানবদেহের বহিরাবরণ। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ রক্ষা করাই ত্বকের প্রধান কাজ। একজন মানুষর শরীরের চামড়ার পরিমাণ গড়ে ২০ বর্গফুট। মানুষের শরীরের শিরা উপশিরা সবগুলো জড়ো করলে ৫০ হাজার মাইল দীর্ঘ হবে। প্রতিবছর প্রায় ৪ কেজি ত্বক শরীর থেকে ঝড়ে পড়ে।

চোখ (Eye)

মানুষের চোখের এক পলক ফেলতে সময় লাগে ০.০৪ সেকেন্ড। পরিষ্কার আবহাওয়ায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন মানুষ পাহাড়ের চূড়া থেকে ৫০ মাইল দূরের জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি দেখতে সক্ষম। মানুষের দৃষ্টি ত্রিমাত্রিক (Three Dimentional) যা মাধ্যমে সে একটি বস্তুকে প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। রাতে ঘুমালে মানুষের ওজন প্রায় ১১ আউন্স কমে যায়। অধিকাংশ মানুষ ঘুমের মধ্যে ৪০ বার পার্শ্ব পরিবর্তন করে।

www.icsbook.info

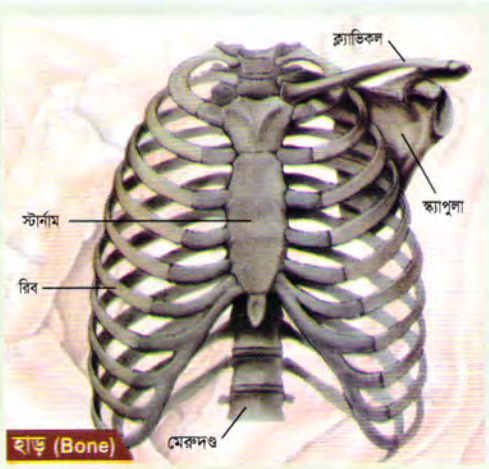

মানবদেহে ২০৬ খানা হাড় আছে। প্রতিটি হাড় স্টিলের চেয়েও শক্ত। মানবদেহের নমনীয় সব অঙ্গ (হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি) এই হাড়ের কাঠামোর মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। মানুষের হাড়ের অবকাঠামো এমনভাবে তৈরি যার কারণে একমাত্র মানুষই সোজা দাঁড়াতে পারে।

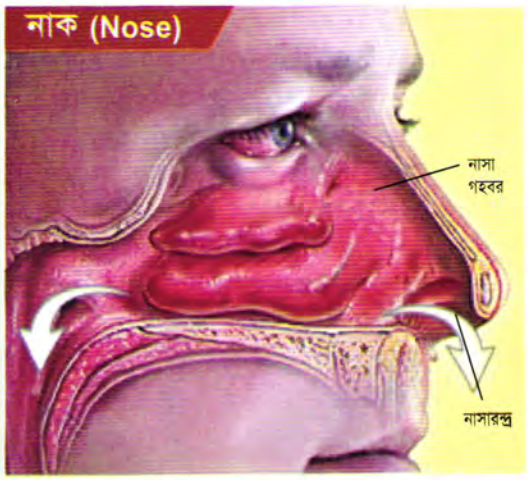

মানুষের ঘ্রাণশক্তি এতই প্রবল যে, কমপক্ষে ১০ হাজার রকমের বিভিন্ন গন্ধ অনুভব করতে পারে। নাসা গহবর বাতাসের ধূলিকণা পরিস্রুত করে এবং বাতাসকে আর্দ্র করে। নাসা গহবরের চারপাশের বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলো প্যারান্যাসাল সাইনাস নামে পরিচিত। যা মাথার ওজনকে হাল্কা ও অনুনাদের সৃষ্টি করে এবং বাতাসের শীতাপত নিয়ন্ত্রণ করে।

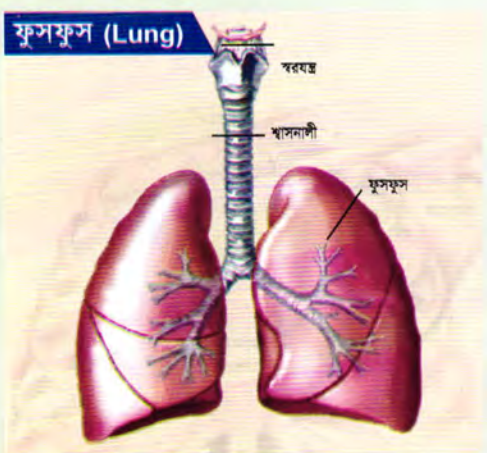

মানুষের প্রধান শ্বসন অঙ্গ ফুসফুসে ৭০০ মিলিয়ন বা ৭০ কোটির বেশি সংখ্যক বায়ুথলি থাকে। ফুসফুসের ক্ষুদ্রতম একক এ বায়ুথলির? ক্ষেত্রফলের সমষ্টি একটি টেনিস কোর্টের সমান। মানুষের নাক দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ১৪ ঘন মিটার বায়ু ফুসফুসে পৌঁছে। জীবদ্দশায় মানুষ সর্বমোট প্রায় ৫০ কোটি বার শ্বাস-প্রশ্বাস চালায়। হাঁচির ফলে সৃষ্ট শব্দের বেগ ঘণ্টায় ১৬০ কিমি।

মানুষের পরিপাকনালীর মধ্য দিয়ে ২৫ ফুট পথ অতিক্রম করতে খাদ্যবস্তুর সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। একজন স্বাস্থ্যবান লোক জীবনে ৫০ হাজার কেজি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খাদ্যবস্তু পরিপাকনালীর ক্রম সংকোচন-প্রসারণ প্রক্রিয়ার (Peristalsis) মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

www.icsbook.info

বৃক্ক (Kidney)

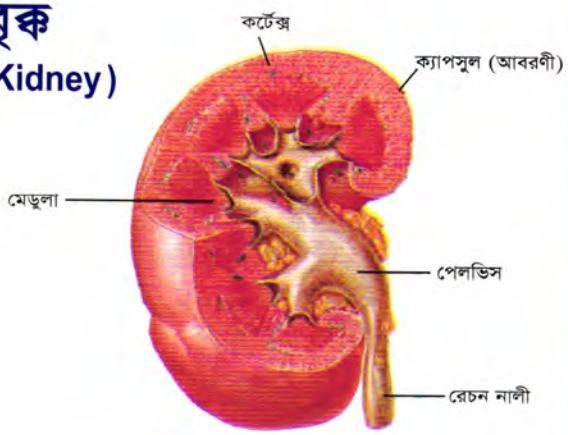

বৃক্ক মানবদেহের দ্রুত ছাঁকন যন্ত্র বিশেষ। দেহের ৮০ বর্জ্য পদার্থ বৃক্কের মাধ্যমে দেহ থেকে নির্গত হয়। বৃক্ক প্রতিদিন প্রায় ১৮০ লিটার রস পরিশ্রুত করে। দুটি বৃক্কে মোট ২০ লক্ষ রেনাল টিউব্যুল থাকে যার সম্মিলিত দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ মাইল।

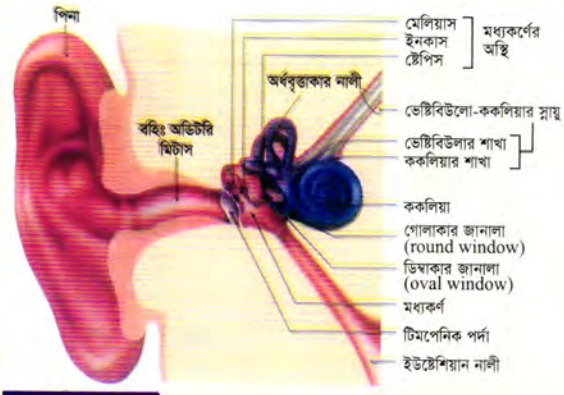

কান (Ear)

শ্রবণ ছাড়াও কানের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ হল ভারসাম্য রক্ষা করা। মানুষের ৮ম স্নায়ুটি ভেস্টিবিউলার ও ককলিয়ার এ দুটি অংশে বিভক্ত। ককলিয়ার অংশ শ্রবণ ও ভেস্টিবিউলার অংশ ভারসাম্য রক্ষায় নিয়োজিত। অন্তঃকর্ণের তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী ভেস্টিবিউলার স্নায়ুর মাধ্যমে ভারসাম্য এবং শামুকের খোলের মত ককলিয়ার অংশটি ককলিয়ার স্নায়ুর মাধ্যমে শ্রবণ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া ইউস্টেশিয়ান নালী গলবিলস্থ বায়ুচাপের মাধ্যমে বাইরের বাতাসের চাপ হতে কানের পর্দাকে রক্ষা করে

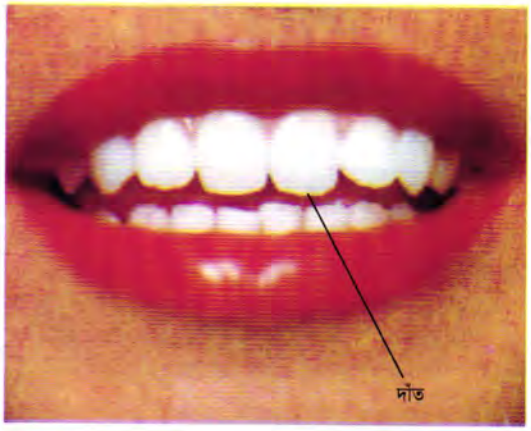

দাঁত

খাদ্যবস্তুকে পরিপাকের উপযোগী ক্ষুদ্র আকারের রূপ দেয় দাঁত। দাঁতের বাইরের সাদা অংশের নাম এনামেল যা শরীরের সবচেয়ে শক্ত অংশ। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাদ্যকণা মুখগহবরের নিঃসরণের সাথে মিশে যে এসিডের সৃষ্টি করে তা এনামেলকে ক্ষয় করার জন্য যথেষ্ট। তাইতো রাসূল (সা). দাঁত মাজতে বা মিসওয়াক করতে এত গুরুত্ব দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, দাঁতের সাহায্যে জীবাশ্মের বয়স নির্ণয় করা যায়। দাঁতেরই শুধু পাল্প গহবর রয়েছে, যার মধ্যে অবস্থিত স্নায়ুর কারণে দাঁত খাদ্যবস্তুকে অনুভব করতে পারে।

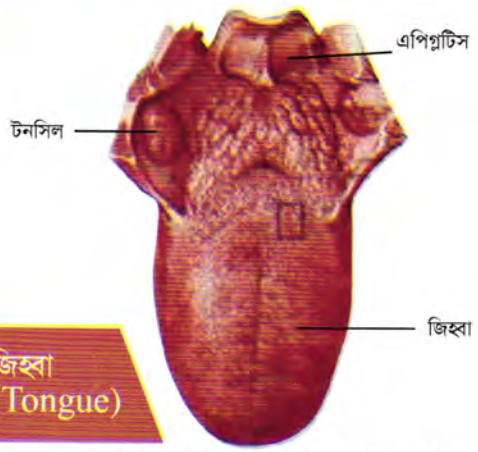

জিহ্বা (Tongue)

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জিহ্বা বের করে লক্ষ্য করলে জিহ্বার গায়ে ক্ষুদ্র উঁচু উঁচু অংশ দেখা যায়। পেছনের দিকে যা আরও বেশি সুস্পষ্ট। এগুলোই পাপিলা, যা চারপাশে taste bud লোকে ধারণ করে। জিহ্বার taste bud গুলো চার ধরনের স্বাদ গ্রহণে সক্ষম। তা হলো- জিহ্বার অগ্রভাগ মিষ্টি, এরপর লবণ পার্শ্বভাগ টক এবং পেছনের অংশ তেতো স্বাদ অনুভূতি গ্রহণ করে। খাদ্য মধ্যস্থ রাসায়নিক বস্তু তরল অবস্থায় taste? এর সংস্পর্শে আসলেই খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ সম্ভব। তাই তরল খাদ্য সরাসরি ও শুদ্ধ খাদ্য মুখগহবরের লালা সিক্ত হবার পরই কেবল স্বাদ অনুভব করা সম্ভব হয়।

www.icsbook.info

Calendar 2009 আগামীর বাংলাদেশ

জনবহুল একদেশ বাংলাদেশ। উর্বর পলিবাহিত মৃত্তিকার চারদিকে সবুজের সমারোহ, মৃত্তিকার নিচে অফুরন্ত খনিজ প্রাচুর্য, আর আকাশ সীমায় বিপুল রুপালি মেঘের পাল- যা সারা বছর অকৃপণভাবে মৃত্তিকাকে সিঞ্চন করছে। এভাবে জলে-স্থলে-আকাশে-অন্তরীক্ষে প্রকৃতির সকল উৎস এদেশকে দান করার জন্য উন্মুখ। অপব্যবহারের কারণে এক সময় এগুলোকে অভিশাপ হিসেবে দেখা হলেও ভবিষ্যতে বিপুল সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এ সম্পদ। আগামীর বাংলাদেশে সম্ভাবনার এ দ্বারসমূহ কিভাবে উন্মুক্ত হবে আমাদের ভাবনা তা নিয়েই। আগামীকে গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমাদের এবারের পরিবেশনা।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে সুন্দর এক ভবিষ্যত উপহার দিতে হলে দেশের সকল কার্যক্রম একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আলোকে পরিচালিত হতে হবে। এজন্য প্রয়োজন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মহা পরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান)। এ প্ল্যান নিতে হবে দেশের সকল বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং রাজনীতিবিদদের মতামতের ভিত্তিতে যাতে দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও এ পরিকল্পনা পরিবর্তন না হয়। এ পরিকল্পনা ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার কারণে এক ক্ষেত্রের উন্নয়ন অন্য ক্ষেত্রের জন্য ক্ষতিকর কিংবা বাহুল্য বিবেচিত হবে না। যেমন উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। আবার শিল্পবর্জ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই শিল্প বিকাশের সাথে সাথে শিল্পবর্জ্যের প্রতিস্থাপন আগেই নির্ধারিত থাকবে। রাজধানীর ওপর চাপ কমাতে জেলায় জেলায় উন্নত নগরায়ন করতে হবে। সে সব নগরে থাকবে উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। শিক্ষায় দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব ডিসিপ্লিনের যতটুকু চাহিদা রয়েছে সেই সংখ্যক যোগ্য মানবসম্পদ তৈরির পরিকল্পনা থাকবে। আগামী পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা কত হতে পারে, তাদের আবাসন কোথায় হবে এবং তাদেরকে কিভাবে যোগ্য মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায় তার পরিকল্পনা থাকবে। প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির জগতের সকল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উপায় খুঁজতে হবে। এভাবেই সমন্বিত প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা জাতিকে উপহার দিতে পারব একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ। আর এটা করতে হবে আমাদেরকেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ সে জাতির পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের পরিবর্তন না করে। (সূরা রা'দ - ১১)

আগামীর শিল্প

বিপুল জনশক্তির এই দেশে অদূর ভবিষ্যতে দ্রুতই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটবে। মধ্যপ্রাচ্য, জাপান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় উৎপাদনের জন্য যেখানে জনশক্তির ঘাটতি রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে উদ্বৃত্ত বিপুল জনশক্তি। এছাড়া রয়েছে কাঁচামাল, নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ এবং উৎপাদনোপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে যে কোন শিল্পের বিকাশই এখানে সম্ভব। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান যেখানে ১৭.৩১ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২৯.৭৭ শতাংশ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৭ শতাংশ অবদান রাখে। আশা করা যায় আগামী এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান হবে ৪৫ শতাংশ এবং মোট কর্মরত জনশক্তি হবে ৩৭ শতাংশ।

www.icsbook.info

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে সুতা-সুতি বস্ত্র পৃথিবীব্যাপী রফতানি হত। মসলিনের খ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া। চিনি ছিল অন্যতম প্রধান শিল্প। এছাড়া জাহাজ, কার্পেট, কাগজ ধাতব শিল্প অলঙ্কার ইত্যাদিতে গৌরবময় শিল্প সভ্যতার অধিকারী ছিল বাংলাদেশ। কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যে মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত ছিল। এদেশ থেকে আদা, মরিচ, লাক্ষা, মম, গন্ধ গোকুল, ঔষুধ, ঘি, হরীতকী, চালসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রফতানি হত। সারা পৃথিবীতে এসব পণ্য সোনা এবং রুপার বিনিময়ে আদান প্রদান করা হত। বৃটিশদের আগমনের পর বাংলাশের এই সমৃদ্ধি দূরীভূত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আবারও সেই ঐতিহ্য ফিরে এসেছে যা অচিরেই বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। দেশের শিল্পের ইতিহাসে গার্মেন্টস শিল্প এখন সারা পৃথিবীতে নিজস্ব বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে এখন জাহাজ, অলঙ্কার, বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য, মসলা, হারবাল সামগ্রী, ঔষধ ইত্যাদি রফতানি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন কারুকার্যময় অলঙ্কার, কারুশিল্পসহ অন্যান্য পণ্য রফতানিতে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আগের ঐতিহ্য ফিরে পাচ্ছে।

নির্মানাধীন জাহাজ

জাহাজ শিল্প : ১৭ শতকে মাস্তুল ও পাল তোলা যে জাহাজগুলো সারা দুনিয়ার সাগর মাতিয়ে বেড়াত তা ছিল বাংলাদেশের তৈরী। ইতোমধ্যে জাহাজ আবার সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা আগামী দশকে গার্মেন্টস শিল্পকে ছাড়িয়ে যাবে। দক্ষ প্রকৌশলী ও সহজলভ্য শ্রমশক্তি ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালে এ খাতে ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্ডার পাওয়া সম্ভব হবে।

চা : বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান চা রফতানিকারক দেশ। চা-এর গুণাগুণ ও মান বৃদ্ধি করতে পারলে আগামী দুই দশকে চা রফতানির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ৮-১০ গুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

চামড়া : বিশ্বের চামড়ার বাজারের ৩%, গবাদিপশুর ২% এবং ছাগলের ৪% বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রতি বছর এখন প্রায় ১৫ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হচ্ছে যা ২০২০ সাল নাগাদ ৫০ কোটি বর্গফুট ছাড়িয়ে যাবে। আগামী ৫ বছরে এ খাতে ১ বিলিয়ন ডলার রফতানি করা সম্ভব হবে।

পাট ও পাটজাত পণ্য : বিশ্বব্যাপী সিনথেটিক ফাইবারের বদলে প্রাকৃতিক আঁশের কদর বেড়ে যাওয়ায় 'সোনালি আঁশ' খ্যাত পাটের সুদিন আসছে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীতে মোট রফতানির মধ্যে পাটখাতের অবদান ৩% থেকে বেড়ে ৫-৬% উন্নীত হবে।

www.icsbook.info

কৃষিজাত পণ্য ও মসলা : সুলতানি ও মোগল আমলে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের মসলাদ্রব্য রফতানি করা হতো। কয়েক শতাব্দী পর আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিভিন্ন ব্রান্ডের খাদ্যপণ্য ও মসলা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় রফতানী হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার সিংহভাগ বাংলাদেশ থেকেই রফতানি করা সম্ভব হবে।

রকমারি মসলা

সিমেন্ট শিল্প : ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সিমেন্ট কোম্পানি চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য স্থানে তাদের কারখানা প্রতিস্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট রফতানি শুরু হয়েছে। আগামী দশকে শিল্পায়ন, যোগাযোগ, এবং নগরায়নের প্রয়োজনে এখাতে বিপুল চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ১০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়সহ বিপুল জনশক্তির জীবিকা নির্বাহে সহায়ক হবে।

সিমেন্ট ফ্যাক্টরি

ঔষধ শিল্প : বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে বেশ কিছু কোম্পানি ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার ৬২টি দেশে এবছর ৫ বিলিয়ন টাকার ঔষধ রফতানি করেছে। আগামী দশকে এ খাতে রফতানির পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে।

হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য : দেশের মোট রফতানির মধ্যে হিমায়িত খাদ্যের পরিমাণ ৫% যার পরিমাণ ৭০ কোটি ডলার। গত দশকে মৎস্য ও চিংড়ি রফতানি গড়ে ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-এর জুলাইতে বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৯.৪৭%। আগামী দুই দশকে হিমায়িত খাদ্যের রফতানির পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

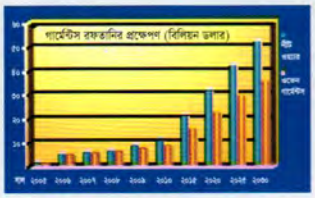

গার্মেন্টস শিল্প : দেশের রফতানি আয়ের ৭৫% পোশাক শিল্পের অবদান। বর্তমানে ৩০ লক্ষ মানুষ এ শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। এদের পরিবারের সংখ্যা হিসাব করলে প্রায় দু'কোটি মানুষ সরাসরি এ খাতের সুবিধা ভোগ করছে। 'মসলিনের' এ দেশ থেকে ২০৩০ সালে ওভেন ও নিটওয়্যার রফতানির পরিমাণ ৯৫ বিলিয়ন ডলার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১ কোটি লোকের।

সিরামিক শিল্প : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট কোম্পানি মিলে বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হলেও সিরামিক শিল্পে টিকতে না পারলেও বাংলাদেশে টবিল ওয়্যার, স্যানিটারি ওয়্যার এবং ইনসুলেটর রফতানিতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ সালে এই খাতে ৪০ কোটি ডলারের রফতানি হতে পারে।

প্রকাশনা শিল্প : বর্তমানের ধারা অব্যাহত থাকলে ইউরোপ-আমেরিকায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আগামীতে এ শিল্পে কয়েক হাজার কোটি ডলারের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং : স্থানীয় পর্যায়ে মেশিনারিজ পার্টস ও ভোক্তাসামগ্রী উৎপাদনের জন্য অসংখ্য ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে এবং রফতানিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দুই দশকে বিশ্ববাজারে এ খাতের প্রয়োজনীয় চাহিদা সরবরাহের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে বাংলাদেশ।

ইলেকট্রনিক্স : দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ মোবাইল বাজার হিসেবে বাংলাদেশে কোটি কোটি মোবাইল, টেলিকম এবং ইলেকট্রনিক্স গৃহসামগ্রীর চাহিদা পূরণে এ্যাসেম্বিং প্রতিষ্ঠান খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীতে কয়েক বিলিয়ন ডলারের রফতানি আয় সম্ভব হবে।

www.icsbook.info

হেলিপ্যাড ভবনে অবতরণরত হেলিকপ্টার

যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। সড়ক পথের বহু উপযোগিতা সৃষ্টির সাথে সাথে পরিবহনও হবে নিত্যনতুন, বহুমাত্রিক ও উভয়চর বৈশিষ্ট্যের, যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। যোগাযোগব্যবস্থা, মানুষের বাসস্থান, অফিস-আদালত-কলকারখানা এই ত্রিবিধ বিষয় একটি সমন্বিত ধারায় পরিচালিত হবে। যানজট নিরসন ও সময়ের সদ্ব্যবহার করতে মানুষ তখন আকাশপথেও যোগাযোগের সহজ ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। সহজ, হালকা ও সস্তা হেলিকাপ্টার, জেপলিন বা বিমানের প্রচলন হবে এবং উঁচু ভবনের হেলিপ্যাডগুলো বাণিজ্যিক পরিবহনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। পরিবহন বাসের ন্যায় নগরবাসী এবং আন্তঃজেলার সাধারণ মানুষ একস্থান হতে অন্য স্থানে এসব নভোপরিবহন চলাচল করবে। রাজধানী ও বড় বড় শহরের পাশে আধুনিক ও স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের (শিল্প, প্রশাসন, আবাসিক, কূটনৈতিক জোন, শিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদি) অনেক শহরতলি গড়ে উঠবে যার অধিবাসীগণ এসব আধুনিক পরিবহনের মাধ্যমে যাতায়াত করবে। বিপুলসংখ্যক প্রবাসী এবং পর্যটকদের দেশে আসা যাওয়ার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সড়ক, রেল ও নৌপথে আরো আধুনিক মানসম্পন্ন পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। আন্তঃজেলায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে, এলিভেটেড কার পার্কিং, নগর অভ্যন্তরে আন্ডারওয়ে, আন্ডারপাস, ফ্লাইওভার, ইলেকট্রিক ট্রেন, মনোরেল, ট্রাম লাইন ইত্যাদি নির্মিত হবে। পাহাড়ি এলাকার মত 'রোপওয়ে'-এর উন্নত ভার্সন শহরাঞ্চলের ভবনগুলোতে দেখা যাবে। পাশাপাশি ভবনগুলোতে লেভেল টু লেভেল স্পেস করিডোর চালু হবে। যাতে সময়, শ্রম, যানজট অনেকাংশে কমে যাবে। নিরাপত্তার জন্য সিসি টিভিসহ আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভার ঘটবে। বড় বড় শহরগুলোতে ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক ফুট বাইক ব্যবহৃত হবে যাতে ফুটপাথ দিয়েই যেকোন ব্যক্তি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারবে।

আগামীর গাড়ি : কম্পিউটার সিগন্যাল ও রাস্তার ট্রাকিং এর মাধ্যমে চালক ছাড়াই গাড়ি চালু হবে এবং যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। গাড়িগুলো সৌরশক্তি অথবা বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিচালিত হবে।

বিদ্যুৎচালিত পডকার বা পার্সোনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট

স্থাপত্য ও অবকাঠামো

আগামীতে স্থাপত্য ও অবকাঠামো রীতিতে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন। ইনটেলিজেন্ট বিল্ডিং বা বুদ্ধিমান ভবন হবে সর্বত্র। তা হবে অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত, বহু উপযোগিতায় ভরপুর। নান্দনিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে নানা প্রয়োজন পূর্ণ করবে। সেখানে থাকবে হলোব্রিক ওয়াল, অত্যাধুনিক তাপ প্রতিরোধক ছাদ, বৃষ্টির পানির ব্যবহার, ক্রস ভেন্টিলেশন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সিসিটিভি, অটো এলার্মিং, সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারসহ সুউচ্চ ভবনগুলোকে হেলিপ্যাড স্থাপন, বর্জ্য বিদ্যুৎ আহরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

ঢাকার একটি ইন্টেলিজেন্ট ভবন

www.icsbook.info

আগামীর কৃষি

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যশস্যের জোগান দেয়াই হবে দেশের কৃষির মূল চ্যালেঞ্জ। ২০২৫ সালে প্রতি হেক্টরে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে ৪.৬ মে. টন এবং ২০৫০ সালে চাহিদা পূরণের জন্য হেক্টরপ্রতি উৎপাদন করতে হবে ৯ মে. টন। অথচ বর্তমানে বছরে উৎপাদিত হচ্ছে ৩.৩ মেট্রিক টন। এ পরিমাণকে বাড়িয়ে ৪.৬ মেট্রিক টন করা কঠিন হলেও দেশে বর্তমান উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০৫০ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে প্রয়োজন : ১) চাষাবাদকে শিল্পায়নের আওতায় আনা ২) হাইব্রিডের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ও সঠিক নীতি গ্রহণ ৩) ভূমি ব্যবহার নীতিমালা তৈরি ৪) খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং ৫) ব্যাপকভাবে পরিবেশবান্ধব জৈবসার, কীটনাশক ও কৃষিবান্ধব পোকার ব্যবহার।

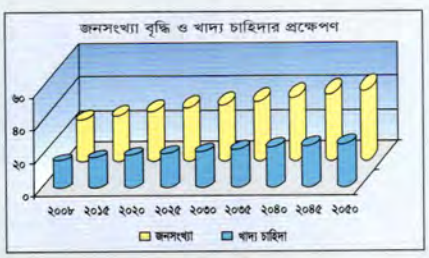

কৃষি শিল্পায়ন : অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের কৃষিকে শিল্পায়নের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ কনসেপ্ট অনুসারে দেশের হাওর, বিল, ফসলের মাঠ নিয়ে গড়ে উঠবে এক একটি কৃষিশিল্প এলাকা। জমির স্বত্বাধিকারী কৃষকরা হবেন এসব শিল্পের শেয়ার হোল্ডার। প্রাথমিক পুঁজির জন্য সামর্থ্যবান কৃষকরা এখানে বিনিয়োগ করতে পারবেন। ফসলের প্রতিটি মৌসুম শেষে কৃষকরা তাদের লভ্যাংশ তুলে নিতে পারবেন। আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষিবিদ থাকবেন এসব শিল্প খামারে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প : বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে ফলের জ্যুস, ডেইরি, পোলট্রি, মৎস্য, ভোজ্যতেল, পাম চাষ, মিঠা পানির রিঠামাছ, মুক্তা চাষ, উপকূলীয় অঞ্চলে শুঁটকি ও ব্লাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। যেসব কারণে এদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশলাভ করবে : ১. যথেষ্ট কাঁচামালের জোগান, ২. প্রতিবছরের বন্যা ও নদীবাহিত পলিমাটি ৩. আবহাওয়া ও পরিবেশগত সুবিধা ৪. যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং ৫. জমির বহুমুখী ব্যবহার।

রিমোট সেন্সিং : এছাড়া জাপানে উদ্ভাবিত স্যাটেলাইট ভিত্তিক রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা তুলনা করে প্রয়োজনীয় বীজ, সার, সেচ ইত্যাদি পরিমাণমত প্রয়োগের মাধ্যমে আগামী দশকে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

কম্পিউটার নির্ণয় করবে উদ্ভিদের রোগ ও উৎপাদন : বাংলাদেশে উদ্ভাবিত হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ নির্ণয়ের প্রযুক্তি। পাতা দেখে কম্পিউটার বলে দেবে ঠিক কী কী বাহ্যিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে ওই উদ্ভিদটি। এতে কম্পিউটার আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সেন্সরকে কাজে লাগিয়ে ধান গাছের পাতার বিভিন্ন রোগ নির্ণয় প্রায় ৮০-৮৫% সফলতা লাভ করা যায়। সফটওয়ারের মাধ্যমে ডাটা বিশ্লেষণ করে সনাক্ত করা রোগ নির্ণয়ে ভুলের সম্ভাবনা কম। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

আমন উৎপাদন : একই জমিতে পানির নিচের আমনের বাম্পার ফলনের জন্য প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যা উত্তরবঙ্গে পরীক্ষামূলক প্রচলন শুরু হয়েছে। এটা সফল হলে প্রায় ১/৫ ভাগ আমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

সাশ্রয় হবে হাজার কোটি টাকা : প্রতি বছর বাংলাদেশে ২৩ লাখ ২৮ হাজার মে. টন ইউরিয়া ব্যবহৃত হয়। যার মূল্য ১,৩০০ কোটি টাকা। কিন্তু একই পরিমাণ জমিতে জীবাণু সার ব্যবহৃত হবে ৬,৫০০ মে. টন, যার মূল্য ৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ জীবাণু সার ব্যবহার করলে রাষ্ট্রের প্রতি বছর প্রায় ১,২৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

www.icsbook.info

যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন আগের যেকোন সময়ের তুলনায় এগিয়ে যাচ্ছে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে। আগামীর বাংলাদেশও এর থেকে পিছিয়ে থাকবে না। বর্তমানে প্রতি বছর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে বের হয়ে আসছে ১০০০০ ছাত্র-ছাত্রী। এছাড়াও অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্বল্পমেয়াদি কোর্সসমূহ থেকেও বিপুল জনশক্তি কম্পিউটার ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শিক্ষা গ্রহণ করছে। এসব দক্ষ তথ্য প্রযুক্তিবিদ ছাড়াও শিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষের মাঝে আইটি বিষয়ক ব্যবহারিক ও সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের আগামী দিনের সকল শিক্ষিত তারুণ্য যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞান নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিতে পারবে বলে আশা করা যায়।

WI-MAX,WI-FI, 3G প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সর্বাধুনিক Google phone

সম্ভাবনাময় আইটি খাত : ১. হার্ডওয়্যার, ২. সফটওয়্যার, ৩. নেটওয়ার্ক, ৪. আইটি সংযুক্ত সেবা (আউট সোর্সিং, ভ্যালু এ্যাডেড সার্ভিস, এ্যানিমেশন, 3D আর্কিটেকচারাল ভিজুয়্যালাইজেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডাটা এন্ট্রি সার্ভিস, ISP, ট্রেনিং সেন্টার), ৫. কলসেন্টার এবং ৬. টেলিকমিউনিকেশন (ল্যান্ডফোন, মোবাইল ফোন, ট্রান্সমিশন, বৈদেশিক সেবা, পে-ফোন সেবা, ইন্টারনেট সেবা, WI-MAX, WI-FI, 3G সার্ভিস, e-Banking (ATM, POS), ই-গভর্নমেন্ট সেবা, e-Commerce রেডিও-এফ এম, এ এম, টেলিভিশন ইত্যাদি)।

হার্ডওয়্যার : এখাতে সর্বাধিক সংখ্যক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। বিশেষ করে ব্যক্তিগত ও কর্পোরেট ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হার্ডওয়্যার সামগ্রীর সরবরাহকারী, সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পাবে। কম্পিউটার সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কোম্পানিও গড়ে উঠবে। তাছাড়া টেলিকমিউনিকেশন খাতে নতুন প্রযুক্তি এ খাতকে আরো প্রবৃদ্ধি এনে দেবে। ২০২৫ সালে হার্ডওয়্যার খাতে কোম্পানির সংখ্যা ৬০০০ ছাড়িয়ে যাবে।

সফটওয়্যার : সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রির উন্নয়নের জন্য টেকনিক্যাল জনশক্তি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। সম্প্রতি আই সি টি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় দক্ষ জনশক্তির প্রাপ্তি সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসা বাণিজ্যিক অফিসসমূহে অটোমেশন কার্যক্রম চালুর আগ্রহ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে আর্থিক ও শিক্ষা সেক্টরের পাশাপাশি গার্মেন্টস ও অন্যান্য শিল্পেও সফটওয়্যার আমদানির পরিবর্তে দেশীয় কোম্পানি দ্বারা তৈরির হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যা আগামীতে সফটওয়্যারের মানকে আরো উন্নত করবে এবং বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে। ২০২৫ সাল নাগাদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে কয়েক হাজার কোটি টাকার সফটওয়্যার রফতানি সম্ভব হবে।

টেলিকমিউনিকেশন– সম্ভাবনাময় দিক : ১) বিশ্বের সর্বাধিক প্রবৃদ্ধির দেশ, ২) টেলিডেন্সিটি ২৩.২৪%, ৩) কল চার্জ কম, ৪) ফিক্সড লাইন বেসরকারীকরণ, ৫) গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত মোবাইল টেলি কভারেজ ও ৬) ফাইবার অপটিক ব্যবহার। প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যায়, আগামী ২০২৫ সালে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ও টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়াবে যথাক্রমে প্রায় ১২.৩৪ কোটি ও ৩০ লক্ষ জনে। ২০২৫ সালে এ খাতে কর্মসংস্থান ১২০০০০ জনে পৌঁছাবে। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দেশে সর্বাধুনিক ওয়াই-ম্যাক্স, ওয়াই-ফাই, জি-থ্রি, এনএফটি-র কারণে আগামী ৫ বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে।

www.icsbook.info

আগামীর স্বাস্থ্য

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। আগামী দুই দশকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটতে পারে: ১) প্রতিটি জেলাশহরে ১টি করে মেডিক্যাল কলেজ ও Nuclear Medicine Centre স্থাপিত হবে, ২) বাংলাদেশে ইপিআই টিকা দান কর্মসূচি সফল হবে এবং পোলিওর মত অন্যান্য রোগও নির্মূল হবে, ৩) স্বাস্থ্যসেবার বাণিজ্যিকীকরণ হবে, পাশাপাশি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাস্থ্যসেবাও বিস্তৃতি ঘটবে, ৪) স্বাস্থ্য শিক্ষায় দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে-বিদেশে গবেষণা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে উল্লেখযোগ্য হারে, ৫) স্বাস্থ্য সেবায় আইসিডিডিআরবি-র বিশ্বব্যাপী অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার পেতে পারে, ৬) আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবিত যন্ত্রাংশ এ দেশেই পাওয়া যাবে, ৭) ইউনানী ও হারবাল পদ্ধতির চিকিৎসার ক্ষেত্রে শিক্ষা, ঔষধ উৎপাদন ও বিপণনের কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান এবং সেবাকেন্দ্রের বিস্তার হবে খুব দ্রুত।

প্রাণশক্তি : ধর্মীয় নৈতিকতার কারণে দেশের জনগণের স্বাস্থ্যমান উন্নত পর্যায়ে থাকবে। মাদকাসক্তির পরিমাণ কমবে এবং এইডস-এর ভয়াবহ আক্রমণ থেকে জাতি অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক নিচে থাকবে। দেশের জনগণের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় (শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি) এন্টি ডায়াবেটিক ও এন্টি কোলেস্টেরল উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকায় বড় বড় রোগের প্রকোপ কম থাকবে।

ন্যানো প্রযুক্তি : ন্যানো অর্থ ১ সে.মি.-এর ১ বিলিয়ন ভাগ। এ ধরনের ন্যানো রোবট মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যাবে। দেহের অভ্যন্তরে এগুলো রক্তে ভেসে ভেসে দেহের অভ্যন্তরীণ ক্ষত দূর করবে বা ক্ষতিকর কোষ ধ্বংস করবে এবং রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসবে।

অর্থনৈতিক সূচক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দশকগুলোতে বিশ্বের মানচিত্রে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর মাঝে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাচ ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক চিত্রের সমীক্ষা প্রকাশ করে। বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক শক্তির ৭টি বৃহৎ দেশের বাইরে আরো ৪টি দেশকে তারা শক্তিধর হিসেবে গণ্য করে। সংক্ষেপে যাদেরকে BRIC বলা হয়। BRIC সম্পর্কে গোল্ডম্যান এর সমীক্ষা সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় এ ক্ষেত্রে তাদের পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। তারা আরো ১১টি দেশকে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তির দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। যে সব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনার সূচক ঈর্ষনীয় তা এখানে দেখানো হলো।

www.icsbook.info

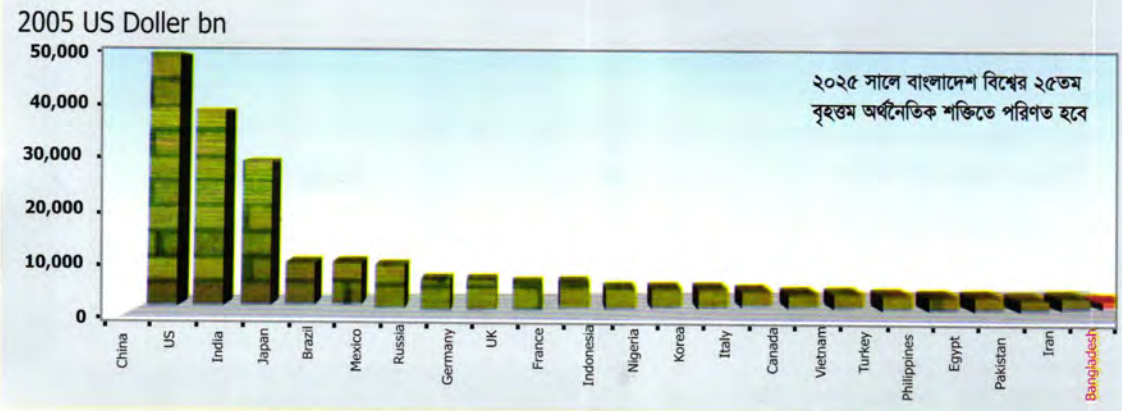

ছক থেকে দেখা যায় বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার বর্তমানের ৫% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ৫.৫% এবং ২০৫০ সালে আবার ৫% এ স্থির হবে। অথচ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর জিডিপির হার বর্তমানের ২.৫%-৪% থেকে ২০৫০ সালে আরো কমে যাবে।

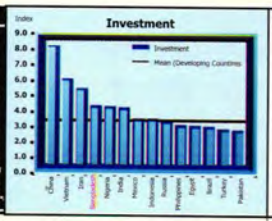

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঈর্ষনীয় সাফল্যের ধারায় বাংলাদেশের অবস্থান জি-৭ এর বাইরে চতুর্থতম অর্থাৎ বিশ্বের ১১তম বৃহত্তম বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হবে।

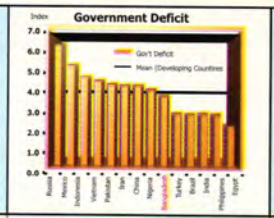

সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ এন-১১ দেশসমূহের গড় পরিমাণের নিচে থাকবে। যাতে সরকারি ব্যয় কমে যাবে এবং ঋণের পরিমাণও কম হবে।

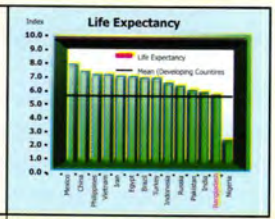

ছকে দেখা যাচ্ছে জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে এবং অন্যান্য দেশের গড় মানের সমানুপাতিক হবে।

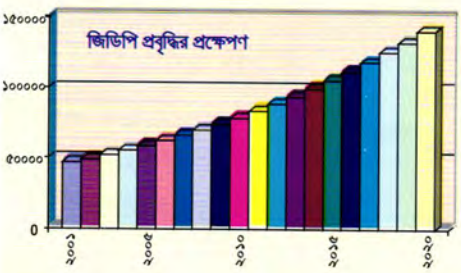

জিডিপি : বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ ২০০১ সালে ছিল ৩৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। প্রক্ষেপণ থেকে দেখা যায় যে আগামী ২০৫০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ৪৫০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এই পরিমাণকে আরো বাড়ানো সম্ভব।

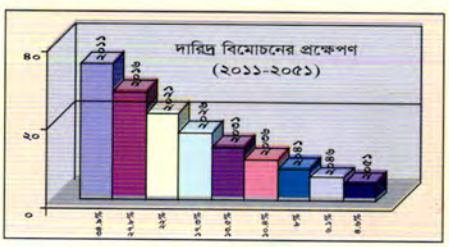

উপরোক্ত সূচকগুলোর সবগুলোই নেয়া হয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণামূলক নিবন্ধ থেকে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজন সৎ, দক্ষ এবং দেশপ্রেমিক নাগরিকের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস এবং এ কাজকে এগিয়ে নেবেন মৌলিক মানবীয় গুণাবলি, ইসলামী নৈতিকতা ও জবাবদিহির মানসিকতা সম্পন্ন যোগ্য ও দক্ষ একদল নেতৃত্ব। ইসলামী ছাত্র শিবির বিগত তিন দশক ধরে জাতিকে এ ধরনের নেতৃত্ব ও নাগরিক উপহার দিয়ে যাচ্ছে। সৎ, যোগ্য ও দক্ষ ও খোদাভীরু সেই নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করে আমরা দেশের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারবো।

www.icsbook.info

ভবিষ্যতের শিক্ষা

জাতীয় উন্নয়ন বলতে মানবসম্পদ উন্নয়ন বোঝায়। মানুষ হল জাতীয় সম্পদের প্রধানতম উপাদান। মানবসম্পদ উন্নয়নের ধারণা আসে নব্বই দশকে। মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। তাই শিক্ষার মানবৃদ্ধি, সম্প্রসারণ ও সার্বজনীন করার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অন্যতম খাত হচ্ছে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ। দেশের সুদূরপ্রসারী উন্নয়নের জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগের বিকল্প নেই। শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৫-২০১৪ পর্যন্ত শিক্ষা দশক ঘোষণা করে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২০১৫ সালের মধ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি-র লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষার গুণগত মানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির পদক্ষেপ সমূহ: সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত পদক্ষেপ নেয়া হবে। যেমন : ১) বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার, ২) শিক্ষার সকল স্তরে বাধ্যতামূলক নৈতিক শিক্ষা প্রদান, ৩) দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন, ৪) জবাবদিহিতামূলক ও সামাজিক দায়িত্বানুভূতি সম্পন্ন কোর্স চালু, ৫) ব্যবহারিক শিক্ষায় বাস্তবিক ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন, ৬) মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে নিশ্চিত করা, ৭) শিক্ষা খাতে ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত জিডিপির কমপক্ষে ৫%-এর বেশি বরাদ্দ রাখা, ৮) শিক্ষা উপকরণের মান বৃদ্ধি ও সহজলভ্য করা এবং ৯) দেশ ও আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের পরিকল্পনামাফিক ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারণ।

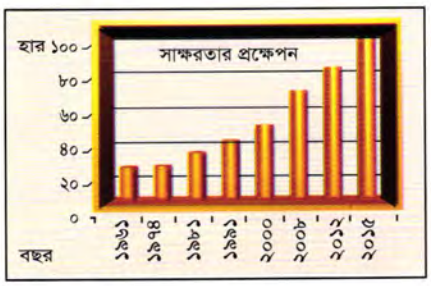

নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে :

১) মসজিদভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের বিস্তৃতি, ২) পাড়ায়, মহল্লায় গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ, ৩) ছাত্র সংগঠন সমূহের উদ্যোগী ভূমিকা, ৪) কমমুখী শিক্ষার সহজপ্রাপ্তির সুযোগ তৈরি, ৪) এইচএসসি উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে একজন স্বাক্ষর মানুষ তৈরির প্রচেষ্টা ইত্যাদি। ১৯৬১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার হার এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর পূর্ণ স্বাক্ষরতার প্রক্ষেপণ দেখানো হল।

ভবিষ্যতের শিক্ষা উপকরণ : শিক্ষা উপকরণগুলো আরো আধুনিক, সুদৃশ্য এবং প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে। ইতোমধ্যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজলভ্য ল্যাপটপ পৌঁছে দেয়ার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্কুলের সাথে সহযোগিতামূলক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ইতোমধ্যে সহজলভ্য ইন্টারনেট সংযোগের কাজ শুরু হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার পাশাপাশি দ্রুত তথ্য আদান প্রদান ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের পাঠদানে সরাসরি অংশ নেবে। পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বুক আরো নান্দনিক, আধুনিক, সচিত্র ও তথ্য সমৃদ্ধ হবে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিজ্ঞান সিরিজের মত আরো শিক্ষা উপকরণ ও প্রকাশনা বের হবে।

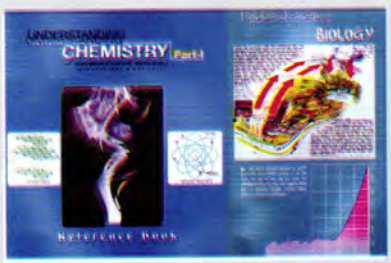

ছাত্রশিবিরের প্রকাশিত সাইন্স সিরিজ ১-১২ খণ্ড
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের অনন্য প্রকাশনা

www.icsbook.info

কৃষি শিক্ষা : কৃষি শিক্ষা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে গণ্য হবে, যা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে উৎসাহমূলক ও সচেতনাবৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামভিত্তিক তথ্য সেন্টার থেকে পরিচালিত হবে। এর ফলে কৃষক ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের যে কোন স্থানে অবস্থিত কৃষি বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে বীজ, সার, সেচ, মাটি, কীটনাশক, মৌসুম, পানি, বন্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান তাৎক্ষণিকভাবে লাভ করে তা প্রয়োগ করতে পারবেন। এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে একটি ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন শুরু হবে।

জ্বালানি ও খনিজসম্পদ

বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি বিদেশী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি ছিল বহুকাল থেকেই। জ্বালানি ও খনিজের বিপুল মজুদের সঠিক উত্তোলন ও ব্যবহার আগামীতে দেশের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারবে। বিদেশী কোম্পানিকে লিজ দেয়ার পরিবর্তে দেশীয় কোম্পানিকে সুযোগ দিতে পারলে এ সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

	বছর			
	২০০৪-০৫	২০০৫-০৭	২০০৮-১২	২০১৩-২০
উৎপাদন ক্ষমতা মেগাওয়াট	৫,০২৫	৬৪৪১	৯,৬৬৬	১৭,৭৬৫
সর্বোচ্চ চাহিদা মেগাওয়াট	৩,৭৪৩	৫,৩৬৮	৭,৮৮৭	১৪,৬০০
ট্রান্সমিশন লাইন কি.মি.	৪,০৩৮	৪,৮৯৮	৭,১৮০	৮,৩৯৬
সরবরাহ লাইন কি.মি.	২,৪২৮৩২	২,৬৬,৩৭৫	৩,৪৫,৫৩০	৪,৭৭,৫৫৮
গ্রাহক সংখ্যা মিলিয়ন	৮,৮৪	৯,০৩	১২.৭৫	২০.৭৬
গ্রাহক প্রতি উৎপাদন কি.ও.ঘন্টা	১৫৮	১৯০	২৬০	৪৫০
বৈদ্যুতিক ব্যবহারের পরিমাণ	৩৮%	৪৭%	৬৫%	১০০%
বিনিয়োগের পরিমাণ (বিলি. ডলার)	০	১১৫	৩০৭	৫৭৫

বিদ্যুৎ চাহিদা ও উৎপাদন : শিল্পের বিকাশ, নগরায়ন এবং ফসিল জাতীয় জ্বালানির মজুদ হ্রাসের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। ছকে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্ষেপণ দেখানো হল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যা করা হবেঃ ১) গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ২) পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৩) বাংলাদেশে নব আবিষ্কৃত জ্বালানিবিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার, ৪) সৌর বিদ্যুৎ, ৫) উপকূলীয় অঞ্চলে বায়ুশক্তির ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ৬) বিদ্যুৎশক্তি পুনঃব্যবহার প্রযুক্তি আবিষ্কার ৭) বজ্র্য বিদ্যুৎ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

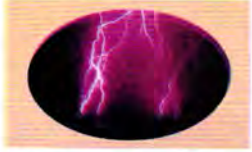

ভবিষ্যতে বর্জ্য থেকে আহরণের মাধ্যমে অফুরন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিত্র

কয়লা : বড়পুকুরিয়া কয়লা খনিতে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানের কয়লাখনি রয়েছে। আগামী ২০ বছর বাংলাদেশ এ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। এছাড়াও ফুলবাড়িয়ার কয়লাও ব্যবহৃত হবে।

গ্যাস : মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড এবং ভারতে মোট কমার্শিয়াল এনার্জির যথাক্রমে ৫০%, ৪৩%, ৩১%, ২৫% ও ৮% আসে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। যেখানে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের এই শেয়ারের পরিমাণ ৭০% এই দিক থেকে গ্যাস নির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান অনন্য। প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে বিদ্যুৎ তৈরি ও অন্যান্য সেক্টরে তেলের ওপর নির্ভরতা কমেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এবং যার ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য।

সামুদ্রিক খনিজ : বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং সমুদ্রের তলদেশে অফুরন্ত খনিজের সম্ভার রয়েছে। শুধুমাত্র কক্সবাজার সৈকতের বালি থেকে ম্যাগনেটাইট, জিরকন, ইলমেনাইটসহ 'কালো সোনা' উত্তোলন করে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার আয় করা সম্ভব। এছাড়াও সমুদ্রের তলদেশে তেল, গ্যাস ও মূল্যবান ধাতুসহ বিপুল পরিমাণ খনিজ সামগ্রী রয়েছে। যা এখনো অস্পৃশ্য অবস্থায় রয়েছে।

সিএনজি : নিচের তালিকায় দেখা যাচ্ছে ২০০৮ এর আগস্ট পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সিএনজি চালিত গাড়ির সংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান নবম। ২০০৩ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দশম। অর্থাৎ জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সাশ্রয়ী নীতি অবলম্বনের ফলে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

Locations	Number of CNG Vehicles
Argentina	1,690,000
Pakistan	1,650,000
Brazil	1,510,000
Europe	812,000
Iran	611,500
India	354,000
Colombia	251,700
China	200,000
Bangladesh	150,000
USA	116,000
Ukraine	120,000
Russia	95,000
Bolivia	84,100
Egypt	81,400
Venezuela	44,100
Canada	12,100

www.icsbook.info

পর্যটন শিল্প

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে ব্যাপকভাবে। ইবনে বতুতা, হিউ য়েং সান প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত পর্যটকদের বিস্ময় উদ্রেককারী এই জনপদ আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে। পর্যটনের জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে ঃ ১. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান ২. ঐতিহাসিক স্থান ৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল এবং ৪. আধুনিক স্থাপনা।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। নয়নাভিরাম দৃশ্যের সুনিপুণ কারুকার্য মুগ্ধ করে প্রত্যেক প্রকৃতিপ্রেমীর হৃদয়কে। সারা বিশ্বের মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো দৃশ্যগুলি অসংখ্য পর্যটককে আকৃষ্ট করার মতই। বিশ্বের দীর্ঘতম ও অভঙ্গুর কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন এবং পদ্মানদী বিশ্বের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করায় আগামীতে বিপুল সংখ্যক পর্যটক এসব স্থান ভ্রমণ করতে আসবেন। এছাড়াও কুয়াকাটা, পার্বত্য চট্টগ্রামের অনন্য পাহাড়ি অঞ্চলসহ অসংখ্য বিল হাওর প্রকৃতি প্রেমীদের আকৃষ্ট করবে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ : "নারিকেল জিঞ্জিরা" নামে খ্যাত এই দ্বীপটি বাংলাদেশের অতি সুন্দর প্রাকৃতিক সম্পদ।

কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত : যেখান থেকে সূর্য উদয় এবং অস্ত দেখা যায়।

সুন্দরবন : পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন। আয়তন ৬০১৭ বর্গ কি./

কক্সবাজার সৈকত : এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং অভঙ্গুর সমুদ্র সৈকত। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৫ কি.মি.।

www.icsbook.info

আধুনিক স্থাপনা : অত্যাধুনিক প্রযুক্তির স্থাপনাগুলো পৃথিবীর স্থাপত্য শিল্পীদের আগ্রহের বিষয়ে পরিগণিত হয়েছে।

জাতীয় সংসদ ভবন: আমেরিকান স্থপতি লুই কানের নকশাকৃত কোন কলাম ও বিম ছাড়া জাতীয় সংসদ ভবন পরিদর্শনের জন্য বিপুলসংখ্যক বিদেশী স্থাপত্য প্রকৌশলী গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ভাসানী নভোথিয়েটার: অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। এছাড়া বিশ্বের মধ্যে ১১তম দীর্ঘ যমুনা সেতু পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত হাড্রিঞ্জ ব্রিজ ও লালন শাহ সেতু অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নিদর্শন ধারণ করে আছে।

জাতীয় সংসদ ভবন

ভাসানী নভোথিয়েটার

পদ্মা নদী : নদীর ওপরে নির্মিতব্য ৭ কিলোমিটার সেতু উপমহাদেশের বৃহত্তম সেতু হিসেবে আবির্ভূত হবে।

বাংলাদেশের একমাত্র জলপ্রপাত মাধবকুন্ড

এছাড়াও বিখ্যাত চলনবিল, পাথর সমৃদ্ধ জাফলং, অসংখ্য মাঝারি আকারের টিলাসমৃদ্ধ ফয়েজলেক প্রভৃতি অপরূপ সৌন্দর্যের স্থানগুলি হাজারো পর্যটকের নয়ন জুড়ায় প্রতিনিয়ত।

ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থান : ষাট গম্বুজ মসজিদ, পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, ময়নামতি, লালবাগ কেল্লা, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, কক্সবাজারের বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী চন্দনপুরা মসজিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল, ঢাকার আহসান মঞ্জিল, বাংলার প্রাচীন রাজধানী ঈশা খাঁর সোনারগাঁ, বগুড়ার সম্রাট অশোক নির্মিত ৪৫ ফুট উঁচ্চ মহাস্থানগড় প্রভৃতি ধারা বয়ে আছে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহ্যকে। এ সকল নিদর্শন পর্যটকদের মনের খোরাক জোগায় আজও।

www.icsbook.info

জনসংখ্যাই জনসম্পদ

বাংলাদেশের জনসংখ্যা এখন ১৫ কোটি। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দেশসমূহের অন্তর্গত। বলা হতো, অধিক জনশক্তিই দেশের দরিদ্র্যতা, অশিক্ষা, অপুষ্টি এবং অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এ জনসংখ্যাই জনসম্পদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের জনশক্তি বিদেশে রফতানি করে আয় হচ্ছে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা যা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশ জনশক্তি রফতানি করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং বিভিন্নমূখী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আগামী দিনে এই জনশক্তি দেশের উন্নয়নে কিভাবে ভূমিকা পালন করবে আমরা তা দেখব।

রেমিট্যান্স: প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে ২০২৩ সালে এর বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ১২০ বিলিয়ন ডলারে। অচিরেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান খাত হবে রেমিট্যান্স।

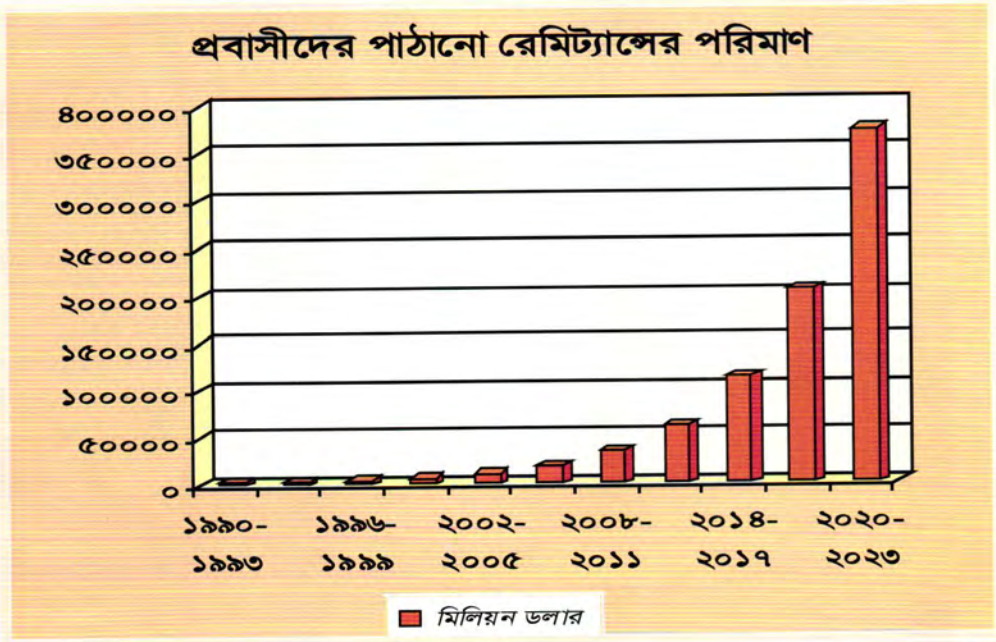

ভবিষ্যতে রেমিট্যান্সের অবদান

১. বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ইকনোমিক প্রসপেক্টাস (জিইপি)-র মতে বার্ষিক ৬% হারে দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে।
২. রেমিট্যান্স মানুষের ক্রয়মতা বৃদ্ধি ও জীবন মান উন্নত করছে।
৩. গৃহস্থালি ও শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করছে।
৪. অবকাঠামো উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য সেবায় সরাসরি অবদান রাখছে।
৫. দেশের জিডিপি-তে রেমিট্যান্সের অবদান ৬%।
৬. রফতানি খাতে এর সরাসরি অবদান ৪২ শতাংশ।
৭. মসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানা, স্কুল-কলেজ-হাসপাতালসহ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজে মানুষের সম্পৃক্ততা বাড়ছে।

www.icsbook.info

ভবিষ্যতের প্রবাসী : বর্তমানে প্রায় এক কোটির মত জনশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে এ বছর শেষ পর্যন্ত জনশক্তি রফতানির পরিমাণ ১০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে। দেশে বর্তমানের ১০০টি ট্রেনিং সেন্টার বৃদ্ধি করে ১৫০০টি করা হচ্ছে। এতে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চ বেতনে জনশক্তি রফতানির পরিমাণ বেড়ে যাবে। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ৩ কোটি লোক বিভিন্ন দেশে কাজ নিয়ে যাবেন। এর সাথে বর্তমানের প্রবাসী যোগ করলে মোট সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় চার কোটিতে।

বিভিন্ন বছরে জনসংখ্যা রফতানির পরিমাণ

সাল	১৯৭৬	১৯৮৬	১৯৯৫
	৬০৮৭	৬৮৬৫৮	১৮৭৫৪৩
সাল	২০০৪	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
	২৭২৯৫৮	৫৬৩৫৮৪	৯৮১১০২

অফিস ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক পরিবর্তন হবে। আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন সামগ্রীর ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। স্থান ও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিভিন্নমুখী ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্পোরেট অফিস ব্যবস্থাপনায় ভার্চুয়াল পদ্ধতি চালু হবে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে আউটসোর্সিং এবং হাইটেক প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবসা চালু হবে ব্যাপকভাবে। এসব অফিসের জন্য একটি ল্যাপটপের মাধ্যমেই সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। ই-মেইল আইডির মাধ্যমে কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন সম্ভব হবে। পরবর্তীতে এসব ব্যবসার ঠিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ই-মেইল আইডি পরিবর্তন করেই সম্পন্ন করা যাবে।

আগামীর অফিস

বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য অফিস টেবিল যা ছাতার মতো ভাঁজ করা যাবে

www.icsbook.info

বাংলাদেশের আয়তন

পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম জনশক্তির দেশ বাংলাদেশ। অথচ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বিপুল এই জনশক্তির আবাসন, নগরায়ন এবং অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির জন্য যে শিল্পায়ন হচ্ছে তাতে প্রতি বছর ৬৬ লাখ হেক্টর জমি কমে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডের মত সমুদ্র থেকে জমি উদ্ধার বিষয়ে সচেতনতা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে তালপট্টির মত বিশাল দ্বীপ বাংলাদেশের অধিকারে নেয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দি নিউইয়র্ক টাইমস-এর ভাষ্যমতে বাংলাদেশের নদী বিধৌত পলিমাটি সাগরে জমা হয়ে ধীরে ধীরে আরো জমি জেগে উঠবে। দেশীয় গবেষকদের ধারণা অনুযায়ী পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী সম্মিলিতভাবে যে পলি বহন করে তাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো গেলে আগামী ৫০ বছরে দেশের বর্তমান আয়তনের আরো প্রায় অর্ধেক আয়তনের ভূমি উদ্ধার করা সম্ভব। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কবলে পড়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ডুবে যাওয়ার যে আশঙ্কা রয়েছে তা থেকে উদ্ধার পেতে আগামীতে আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে সাগরবক্ষে জমি উদ্ধার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, এটা আশা করা যায়। ছবিতে স্যাটেলাইট চিত্রে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমি উদ্ধার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের কিছু উজ্জ্বল দিক : ১. বাংলাদেশ উৎপাদন সক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বের ১৪তম দেশ। এক্ষেত্রে হিসেব করা হয়েছে স্বল্প সুযোগ এবং উপাদান নিয়ে বেশি উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাপকে। ২. ব্রিটিশ হাইকমিশনের পর্যালোচনায় বিশ্বের আর্থিক সমস্যার চাপ মোকাবেলা করার শক্তি বাংলাদেশের রয়েছে। ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ২০০৮ সালের সারা বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং ও শেয়ার সেক্টরে ধস নামলেও বাংলাদেশ এ ঝড়ের তাণ্ডব থেকে মুক্ত ছিল। ৩. বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা রয়েছে, যার জন্য ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধিতে অসহনশীলতা বাড়লেও বাংলাদেশ দক্ষতার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পেরেছে। ৪. ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বাংলাদেশের সর্বপর্যায়ের জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষম। এবং এ ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করতে পেরেছে। ধারণা করা হচ্ছে আগামীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের যেকোন স্থানে সহযোগিতার হাত প্রসার করতে সক্ষম হবে। ৫. আইসিডিডিআরবি'র মতো আন্তর্জাতিক মানের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যালয় এ দেশে স্থাপিত হতে পারে। ৬. ব্যাপক সংখ্যক প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেশা যেমন, রাস্তার পাশে হকার, মুড়ি, ছোলা, পান-বিড়ি বিক্রেতা চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনীতির গতিকে টিকিয়ে রাখছেন, পৃথিবীতে এটা অনন্য।

www.icsbook.info

মূল্যবোধের অর্থনীতি

আগামী বাংলাদেশে ইসলামী অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হবে। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য "তোমাদের সম্পদ যেন শুধুমাত্র ধনীদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয় (সূরা হাশর-৭)" এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থনীতির ক্রম অগ্রসরমান প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশেও এর সুস্পষ্ট সাফল্য বিদ্যমান। কল্যাণকামী এই অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে যাকাত, যা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের অংশ। ২০০৮ সালের বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ১ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে কর্মসংস্থানমূলক দারিদ্র্য বিমোচনে ২০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এর উপকারভোগের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ২০ লক্ষ। অথচ ছক থেকে দেখতে পারি ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ প্রায় ৯০০০ কোটি টাকার উপরে, যা বাজেটের এক দশমাংশ। অর্থাৎ দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা বর্তমান বস্তুবাদী অর্থনীতির তুলনায় সরাসরি ৪ গুণের বেশি। এক্ষেত্রে বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনের গড় হার বাৎসরিক ১.৫% হলেও যাকাতের মাধ্যমে তা দাঁড়াবে ৬%-এর উপরে। বাংলাদেশে যথাযথভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন না হলেও ভবিষ্যতে বেসরকারী ও সরকারী উদ্যোগে তা করা গেলে যাকাত গ্রহীতা স্বাবলম্বী হয়ে আবার যাকাত দাতায় পরিণত হবেন। ফলে দারিদ্রের হার (বর্তমানে দারিদ্রের হার ৪৫%) পৌনপুনিক হারে হ্রাস পেতে থাকবে। এভাবে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে পরিণত করা সম্ভব। এর পাশাপাশি দান, সদকা, ওয়াকফ ইত্যাদি কল্যাণমুখী কাজে জনগণের আন্তরিক অংশগ্রহণ দারিদ্র বিমোচনকে আরো ত্বরান্বিত করবে।

যাকাত পণ্য	আদায়যোগ্য যাকাত মিলিয়ন টাকায়	
	১৯৯৮-এর হিসাব	২০০৪-এর হিসাব
কৃষি পণ্যের উশর	১৩৯৭৪.৩	২৪,০০০.০
পশুর যাকাত	৮৮.২	১২০.৩
মৎস্যজাত পণ্যের উশর	১০৮২.০	১,৫০০.০
উৎপাদিত ও ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত	৬০৪৬.৮	১১,০০০.০
খনিজ সম্পদের যাকাত	১৮৮৯.০	৩,০০০.০
রেমিট্যান্সের যাকাত	১৭৩১.৭	৪,২০০.৫
ব্যাংক সঞ্চয়ের যাকাত	১১৯২৮.৯	২১,৮১০.০
শেয়ার ও সিকিউরিটির যাকাত	১৬৯৬.০	৩০,০০০.০
মোট	৩৮৪৩৬.৯	৯৫,৬৩০.৮

ইসলামী অর্থব্যবস্থার উচ্চ প্রবৃদ্ধি ঃ ইসলামী অর্থনৈতিক এই বৈশিষ্ট্য জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে এবং এর প্রবৃদ্ধির হারও যথেষ্ঠ আশাব্যঞ্জক। অর্থনীতির মেরুদন্ড ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ধারাবাহিক সাফল্যে দেশী-বিদেশী সূদী ব্যাংকগুলোও ইসলামী ব্যাংকিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আগামী দশকে ইসলামী বীমা, সিকিউরিটিজ এবং করেসপন্ডেন্ট খাতে ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো শীর্ষস্থানে থাকবে। ফলে 'মৌলবাদী' অর্থনীতির অপপ্রচার গৌন হয়ে 'মূল্যবোধের' এ অর্থনীতিই আগামীর বাংলাদেশকে পরিচালিত করবে বলে আশা করা যায়।

স্বাবলম্বী অর্থনীতি: বাজার দখলের দেশী-বিদেশী প্রচেষ্টা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও সম্প্রতি জনগণের সচেতনতায় গার্মেন্টস শিল্প এবং পোল্ট্রি শিল্প ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ধারণা করা যায় ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণমুক্ত হবে এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা অর্জন করবে এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি সার্বভৌম দেশে পরিণত হবে।

তথ্যসূত্র ঃ এ ক্যালেন্ডারের সকল তথ্য দেশ-বিদেশী বিভিন্ন জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, ইন্টারনেট এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও সংগঠন প্রকাশিত বুকলেট এবং বিশিষ্ট লেখকদের বই থেকে নেয়া হয়েছে। কিছু তথ্য ঐসব প্রকাশনা, বই ইত্যাদি থেকে গবেষণা করে বের করা হয়েছে। এতে 'হবে' বা 'করবে' জাতীয় ব্যবহৃত শব্দে আমরা আল্লাহ্ সাহায্যের প্রত্যাশী।

www.icsbook.info

২০১০
খোলাফায়ে রাশেদা

খোলাফায়ে রাশেদা। সত্যপথের চার খলিফা। মাত্র ত্রিশ বছরের শাসনকাল। ইতিহাসে যা চিরভাস্বর। পরবর্তী প্রতিটি সভ্যতায় যার প্রভাব অপরিসীম। মানবকল্যাণ ও শাসনব্যবস্থায় এ অনুপম নমুনা।

হযরত আবু বকর (রা)

পরিচিতি : প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। কুনিয়াত: আবু বকর। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু তাইমা শাখায় ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: উসমান (আবু কুহাফা), মাতা: সালমান (উম্মুল খায়ের)। তার উপাধি: আতিক (মুক্ত), সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী)। পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি নিজ কন্যা আয়িশা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর সাথে বিয়ে দেন।

জাহিলি যুগে সামাজিক অবস্থান : একজন নেতৃস্থানীয় হিসেবে কুরাইশদের দিয়াত (রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ) আদায় সংক্রান্ত সকল মামলার রায় প্রদান করতেন এবং দিয়াতের আদায়কৃত অর্থ তাঁর কাছে জমা থাকতো।

ইসলামগ্রহণ ও খিলাফত : পুরুষদের মধ্যে প্রথম (৬১০ খ্রিষ্টাব্দে) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, আহযাব, হুনাইন, তাবুকসহ প্রতিটি যুদ্ধেই রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন। রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর ১১ হিজরির ১৩ রবিউল আউয়াল (জুন ৬৩২ খ্রি:) ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মদিনায় রাসূল (সা)-এর রওজার পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

গুণাবলি: হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সদালাপী সত্যবাদী, আমানতদার, সুবক্তা ও স্পষ্টভাষী। তিনি কখনো মূর্তিপূজা ও মদ্যপান করেননি। আরবদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বংশবিশারদ।

অবদান: তাঁর খিলাফতকালে প্রথম কুরআন মাজিদ সংকলিত হয়। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর সঞ্চিত ৪০ হাজার দেরহাম তিনি ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেন। নিজ অর্থে অসংখ্য মুসলিম দাস-দাসী মুক্ত করেন। তিনি মদিনায় হিজরতের সময় রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন। তাবুক অভিযানে তিনি নিজ গৃহের সমুদয় সম্পদ রাসূল (রা)-এর হাতে সোপর্দ করেন।

হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতের মানচিত্র। ইনসেটে তাঁর ব্যবহৃত তরবারী।

হযরত উমর (রা)

পরিচিতি : কুনিয়াত আবু হাফস, উপাধি: আল ফারুক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। কুরাইশ বংশের 'আদি শাখায় ৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: খাত্তাব, মাতা: হানতামা। পেশা: ব্যবসা। তিনি নিজ কন্যা হাফসা (রা)-কে রাসূল (সা)-এর সাথে বিয়ে দেন।

জাহিলি যুগে সামাজিক অবস্থান : তিনি ছিলেন সবচেয়ে কমবয়সী কুরাইশ নেতা। কুরাইশদের দূতায়ালির দায়িত্ব পালন করতেন। একজন কুস্তিগির হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল।

ইসলাম গ্রহণ ও খিলাফত : নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের জিলহজ মাসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, আহযাব, হুনাইন, তাবুকসহ প্রতিটি যুদ্ধেই রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন। খলিফা হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর ১৩ হিজরির ২৩ জমাদিউস সানি (২৪ আগস্ট ৬৩৪ খ্রি:) খেলাফত লাভ করেন। ইসলামের তিনি দ্বিতীয় খলিফা। ২৩ হিজরি জিলহজ মাসে (৩ নভেম্বর ৬৪৪ খ্রি:) ৬৩ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

গুণাবলি : তাঁর হস্তাক্ষর ছিলো খুবই সুন্দর। তিনি ভাল ভাল আরবি কবিতা একবার শুনেই মুখস্থ করতে পারতেন। ব্যক্তি চরিত্রে কঠোরতা থাকা সত্ত্বেও সরলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য সবাই তাঁকে খুব পছন্দ করতেন।

www.icsbook.info

অবদান : তাঁর ইসলামগ্রহণের পর মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শক্তি-সাহস বৃদ্ধি পায়। ফলে রাসূল (সা) মুসলমানদেরকে নিয়ে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কাবাগৃহে নামাজ আদায় শুরু করেন। তাবুক যুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের সময় তিনি তাঁর সহায়-সম্পদের অর্ধেক রাসূল (সা)-এর হাতে তুলে দেন। তিনিই প্রথম মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন। তিনি হিজরি সনের প্রবর্তন করেন।

হযরত উসমান (রা)

পরিচিতি : কুনিয়াত- জাহেলি যুগে আবু আমর, ইসলামগ্রহণের পর আবু আবদুল্লাহ। কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখায় ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : আফফান, মাতা : আরওয়া বিনতে কুরাইজা (বাইদা বিনত আবদুল মুত্তালিব)। উপাধি: যুন নুরাইন। বদর ছাড়া উহুদ, আহযাব, হুনাইন, তাবুকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি রাসূল (সা)-এর দুই কন্যা রুকাইয়া (রা) ও তাঁর মৃত্যুর পর উম্মে কুলসুম (রা)-কে বিবাহ করেন।

জাহিলি যুগে সামাজিক অবস্থান : দানশীল ব্যবসায়ী ছিলেন। মূর্তিপূজা ও মদ্যপান অপছন্দ করতেন।

ইসলামগ্রহণ ও খিলাফত : তিনি প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। উমর (রা) এর শাহাদাতের পর তিনি ২৩ হিজরির জিলহজ্জ মাসে খিলাফত লাভ করেন। ৩৫ হিজরির ১৮ জিলহজ্জ ৮১ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

গুণাবলি : তিনি ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল। তাঁর দানশীলতা কিংবদন্তিতুল্য। নম্রতা, উদারতা, বিচক্ষণতা, গভীর জ্ঞান, অন্তরের মহত্ত্ব ইত্যাদি ছিলো তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অবদান : খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে তিনিই দু'বার হিজরত করেন। চরম পানির সংকটকালে মদিনায় দুটি কূপ ক্রয় করে সর্ব সাধারণের জন্য ওয়াকফ করে দেন। বাইয়াতে রিদওয়ানের সময় রাসূল (সা)-এর দূত হিসেবে কুরাইশদের নিকট গমন করেন। তাবুক যুদ্ধের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি এক ক্বিরাতে পবিত্র কুরআন পাঠের ব্যবস্থা করেন, তা ৬টি অনুলিপি করে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ইসলামের ইতিহাস তিনিই প্রথম নৌযুদ্ধের সূচনা করেন।

হযরত আলী (রা)

পরিচিতি : কুনিয়াত আবু তোরাব, উপনাম : আবুল হাসান। কুরাইশ বংশের হাশিম শাখায় ৬০০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : আবু তালিব, মাতা : ফাতিমা বিনতে আসাদ। **উপাধি :** আসাদুল্লাহ। তাবুক অভিযান ব্যতীত বদর, উহুদ, আহযাব, হুনাইনসহ সকল যুদ্ধেই রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। তিনি রাসূল (সা)-এর চাচাতো ভাই এবং তিনি তাঁর কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেন। বাল্যকাল থেকেই মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ইসলমগ্রহণ ও খিলাফত : তিনি বালকদের মধ্যে প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। উসমান (রা)-এর শাহাদাতরে পর তিনি ৩৫ হিজরি জিলহজ্জ মাসে খিলাফত লাভ করেন। ৪০ হিজরির ২১ রমজান ৬৩ বছর বয়সে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

গুণাবলি : বাল্যকাল থেকে স্বাভাবগত দিক থেকে রাসূল (সা)-এর সামঞ্জস্য ছিলেন। চিন্তাশীল, লাজুক, স্বল্পভাষী, হাস্যোজ্জ্বল ছিলেন। কবি, সাহিত্যিক ও বাগ্মী হিসেবে তিনি খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপন করতেন। অত্যাচারীকে পছন্দ করতেন না, মজলুমকে সাহায্য করতেন।

অবদান : মুসলমানদের চরম দুর্দিনে শী'বু আবি তালিবে ৩ বছর রাসূল (সা)-এর সাথে অন্তরীণ ছিলেন। রাসূল (সা)-এর হিজরতের রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর কক্ষে নিদ্রা যান এবং রাসূলের (সা) নিকট গচ্ছিত আমানত প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির লেখক ও কাতিবে অহি ছিলেন। বদর যুদ্ধের ময়দানে তিন মল্লযোদ্ধার অন্যতম ছিলেন। খাইবার যুদ্ধে অসীম বীরত্বের পরিচয় দেন। আরবি ব্যাকরণ প্রবর্তনে তাঁর অবদান অপরিসীম। পূর্ববর্তী তিন খলিফার খিলাফতকালে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মদিনা থেকে রাজধানী কুফায় স্থানান্তর করেন।

www.icsbook.info

খোলাফায়ে রাশেদীনের
নির্বাচন পদ্ধতি

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধরণের নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের ভোট অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত করা হয়। রাজতান্ত্রিক কাঠামোতে পারিবারিক অথবা গোত্রগত সিদ্ধান্তে রাজা নিযুক্ত হয়। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে রাজতান্ত্রিক কিংবা একনায়কতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খলিফা নির্বাচন করা হত। এক্ষেত্রে প্রধানত দুটি পদ্ধতি দেখা যায়। প্রথমত: বিজ্ঞ ও তাকওয়াবান লোকদের পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফার নাম চূড়ান্ত করা। দ্বিতীয়ত: জনসমক্ষে তাঁর নাম ঘোষণা করা এবং সবাই তাঁর হাতে আনুগত্যের বাইয়াত নেয়। **চার খলিফার নির্বাচন পদ্ধতি-**

প্রথম খলিফা : রাসূল (সা)-এর ইন্তেকালের পর মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একটি সম্মেলনে হযরত উমর (রা) খলীফা হিসেবে আবু বকর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং সকলেই তা গ্রহণ করে তাঁর হাতে বাইয়াত নেন।

দ্বিতীয় খলিফা : হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের বিষয়টি শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি খলিফা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞ মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সে আলোকে সিদ্ধান্ত দেন। এই পদ্ধতিতে হযরত উমর (রা) নির্বাচিত হন।

তৃতীয় খলিফা : হযরত উমর (রা) তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই একজন উপযুক্ত খলিফা নির্বাচিত করার জন্য জনমতের উপর ছেড়ে দেন এবং ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম বলে যান। এই ছয়জন বিশিষ্ট মুহাজির সাহাবী আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে হযরত উসমান (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেন এবং জনগণ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে।

চতুর্থ খলিফা : হযরত উসামন (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ খলিফা হিসেবে হযরত আলী (রা)-কে মনোনয়ন দেন এবং সকলে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, খিলাফতের বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নরগণ খলিফার পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করতেন।

www.icsbook.info

খোলাফায়ে রাশেদার বিজয়াভিযান

খলিফা হযরত আবু বকর (রা)

শাসনকাল :৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ। মেয়াদ : ২ বছর ৩ মাস ১১ দিন

	বিজয় অভিযানসমূহ	সাল	সেনাপতি
রিদ্দার অভিযান	সিরিয়া অভিযান	৬৩২	উসামা ইবনে যায়েদ (রা)
	কুদায়া গোত্র বিজয়	৬৩২	উসামা ইবনে যায়েদ (রা)
	দক্ষিণ জর্ডানের আবের এলাকা	৬৩২	উসামা ইবনে যায়েদ (রা)
	বুজাখাহ ও বুতাহ	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	ইয়ামামা বিজয়	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	ইয়ামান ও হাদরামাউত	৬৩৩-৬৩৪	মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া (রা)
	আরব ও সিরিয়া সীমান্ত	৬৩৩-৬৩৪	আমর ইবনুল আস (রা)
	সিরিয়া সীমান্ত	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)
	বাহরাইন	৬৩৩-৬৩৪	আলা ইবনে হাযরামী (রা)
	ইয়ামানের নিম্নাঞ্চল	৬৩৩-৬৩৪	সুয়দ ইবনে মোকাররেন (রা)
	মাহরাহ	৬৩৩-৬৩৪	আরফাজা ইবনে হায়সামা (রা)
	আম্মান	৬৩৩-৬৩৪	হুজাইফা ইবনে মুহসিন (রা)
	দুমাতুল জান্দাল	৬৩৩-৬৩৪	খলিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
পারস্য অভিযান	ইয়ামামা বিজয়	৬৩৩-৬৩৪	সুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা)
	আনবার	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, মোসান্না ও কাকা (রা)
	আইনুত তামার যুদ্ধ	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, মোসান্না (রা)
	হাসিদ অভিযান	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, মোসান্না (রা)
	মুদাইয়া ও ফিরাদ অভিযান	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, মোসান্না (রা)

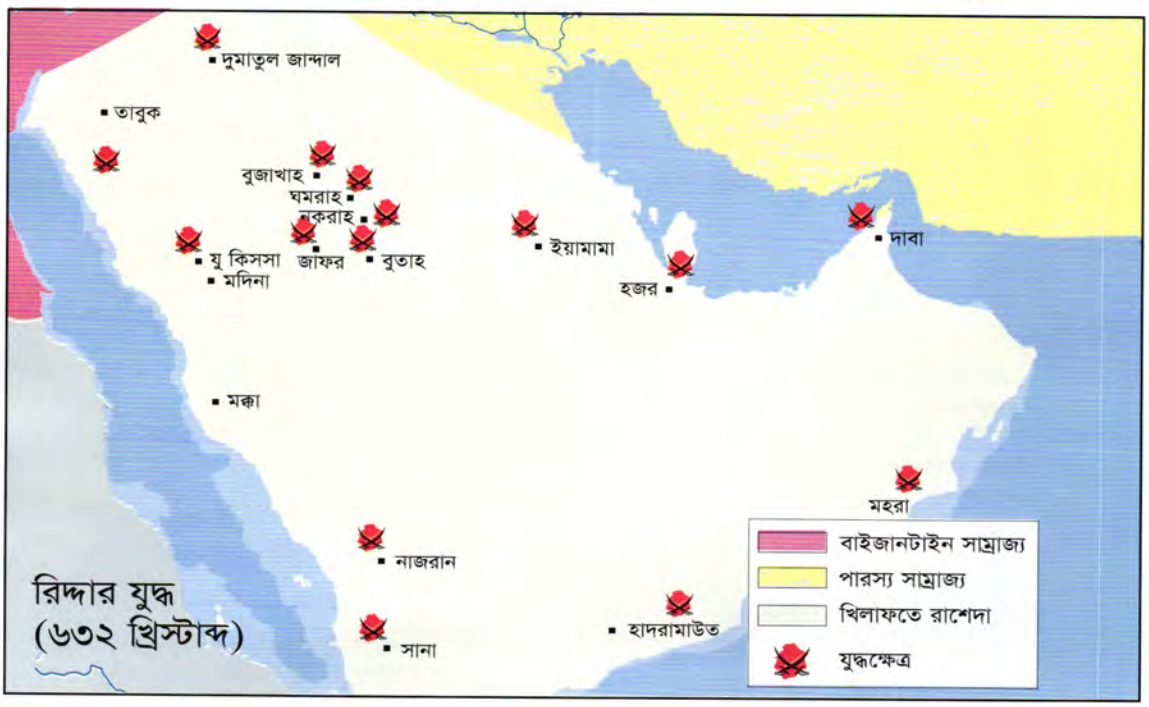

www.icsbook.info

খলিফা হযরত উমর (রা)

শাসনকাল : ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ । মেয়াদ : ১০ বছর ৬ মাস

	বিজয় অভিযানসমূহ	সাল	সেনাপতি
রোম অভিযান	সিরিয়া বিজয়	৬৩৫	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	দামেস্ক ও জর্ডান, ফিহল বিজয়	৬৩৫	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু উবায়দা ও সুরাহবিল (রা)
	হিমস ও বালাক্ক	৬৩৫	সুরাহবিল (রা)
	ইয়ারমুক, এশিয়া মাইর ও মারআস	৬৩৬	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	জেরুজালেম, আজনাদাইন, গাজা	৬৩৭	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	সাবতিয়া, নাবলুস, আসওয়া	৬৩৭	আমর ইবনুল আস (রা)
	বিহরন, ইয়াফা	৬৩৭	আমর ইবনুল আস (রা)
	ফোরাত তীরবর্তী	৬৩৭	আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	তাকরিব ও মসুল	৬৩৭	আবদুল্লাহ ইবনুল মুতিম
	পূর্ব আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান	৬৩৭	আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
	জাযিরা, আর্মেনিয়া ও সাইলিসিয়া	৬৩৮	আবু উবায়দা (রা)
	হিত ও কারকিজা	৬৩৮	উমর ইবনে মালিক ইবনে উতবা (রা)
মিসর	হলিওপরিসের, ব্যাবিলন দুর্গ	৬৩৯	আমর ইবনুল আস (রা)
	আলেকজান্দ্রিয়া ফুস্তাত নগর	৬৪১	আমর ইবনুল আস (রা)
	উত্তর আফ্রিকার বারকা ও ত্রিপোলি	৬৪৩	আমর ইবনুল আস (রা)
পারস্য বিজয়	নামারিক, সেতুর, বুয়াইব যুদ্ধ	৬৩৪	আবু উবায়দা (রা)
	কাদিসিয়া	৬৩৫	সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)
			খালিদ ইবনে আরতাফ ও কাকা (রা)
	মাসবাজান বিজয় (ইরাক)	৬৩৫	দিদার ইবনুল খাত্তাব (রা)
	মাদায়েন, জালুলার	৬৩৭	সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও কাকা (রা)
	নাহাওয়ান্দ	৬৪২	নু'মান ইবনে মুকাররিম (রা)
	আজারবাইজান, সিজিস্তন, খোরাসান	৬৪৩	নু'মান ইবনে মুকাররিম (রা)

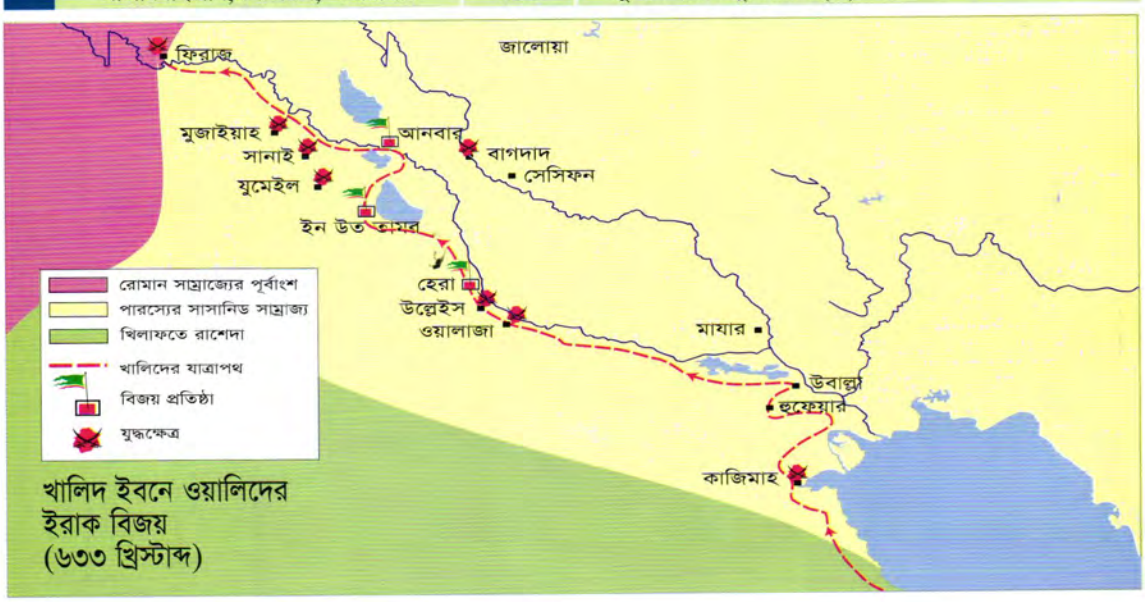

খালিদ ইবনে ওয়ালিদের ইরাক বিজয় (৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ)

www.icsbook.info

খলিফা হযরত উসমান (রা)

শাসনকাল : ৬৪৪- ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ । মেয়াদ : ১২ বছর

বিজয় অভিযানসমূহ	সাল	সেনাপতি
আজারবাইজান বিজয়	৬৪৬	খালিফা ইবনে ওয়ালিদ (রা)
আলেকজান্দ্রিয়া	৬৪৭	আমর ইবনুল আস (রা)
সাইপ্রাস বিজয়	৬৪৯	মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফইয়ান (রা)
তাবারিস্তান (ইরাক)	৬৫২	সা'দ ইবনে আস (রা)
খোরাসান বিজয়	৬৫২	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
আবারশহর (ইরাক)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
সারাখাস (তুর্কিস্তান)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
তুস বিজয় (ইরাক)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
নাসা বিজয়	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
মারী বিজয় (সন্ধি)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
বিলাদুন নোবাহ (সুদান)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
তিউনিসিয়া বিজয়	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
যাতুস সাওয়ারী বিজয়	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
আলবাব ও বুলাঞ্জার বিজয়	৬৫৪	সাঈদ ইবনুল আস (রা)
যুজাজান্দ বিজয় (ইরান)	৬৫৪	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
ফারিয়ার বিজয়	৬৫৪	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)
তুখারিস্তান বিজয়	৬৫৪	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)
বলক (আফগানিস্তান)	৬৫৪	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)
খোরাসান বিজয়	৬৫৪	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)

খলিফা হযরত আলী (রা)

শাসনকাল : ৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ । মেয়াদ : ৪ বছর ৯ মাস

অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূরীকরণে ব্যস্ত থাকায় তাঁর খেলাফতকালে নতুন কোন দেশ বা শহরে মুসলিম বিজয়ভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

যুদ্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পলায়ন না করা ।
২. আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ ।
৩. যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের আহবান অথবা সন্ধি প্রস্তাব ।
৪. যুদ্ধকালীন সময়ে নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের ওপর কোন প্রকার হামলা বা ক্ষতিসাধন না করা ।
৫. নিরস্ত্র এবং বেসামরিক জনগণের ওপর আক্রমণ না করা ।
৬. ফসলের ক্ষতি, গাছকাটা বা স্থাপনা ধ্বংস না করা ।
৭. যুদ্ধ পরবর্তী লুটতরাজ, হিংসার বশবর্তী হয়ে ক্ষতিসাধন না করা ।
৮. যুদ্ধবন্দীদের প্রাপ্য মর্যাদা দান করা ।
৯. গনিমতের মাল কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন ।
১০. আহত বা বন্দীকে হত্যা না করা ।

তৎকালীন ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র

তরবারি, বর্শা, তীর-ধনুক, শিরোস্ত্রাণ, বর্ম, মানজানিক বা বড় পাথরের গুলতি, দাবাবা, খাবুর (দেয়াল ভাঙার জন্য)

www.icsbook.info

www.icsbook.info

খোলাফায়ে রাশেদার বিজয়াভিযান

হযরত আবু বকর (রা)

- ইসলামকে ভয়াবহ দুর্যোগ ও কঠিন বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন।
- যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এবং ভণ্ড নবীদের কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।
- বৈদেশিক বিজয় সূচনার যুগ।
- ১৭টি গভর্নর শাসিত অঞ্চলে ভাগ করেন।

গভর্নরদের দায়িত্ব ছিল:

১. সেনাপতি, সৈন্যদের বেতন, পেনশন, পরিবার কল্যাণ।
২. নামাজের ইমামতি, খুতবা প্রদান।
৩. রাজস্ব আদায়, হিসাব সংরক্ষণ।
৪. আইন শৃংখলা বজায় রাখা, শরীয়ত অনুযায়ী বিচার।
৫. আক্রমণ মোকাবেলা।
৬. জনকল্যাণমূলক কাজ।

হযরত উমর (রা)

- রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।
- মজলিসে শূরা গঠন করেন।
- আটটি প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন।
- খলিফা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কোন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন না।
- সমালোচনার জন্যে সকলের উন্মুক্ত স্বাধীনতা দেন।
- প্রত্যেক জেলায় বিচারালয় স্থাপন করেন।
- বিচারের নিয়ম কানুন, নীতিমালা লিপিবদ্ধ করেন
- আহদাস নামক পুলিশ বিভাগ চালু করেন।
- সবাইকে একই আইনের আওতাভুক্ত করেন।
- প্রথম ভূমি জরিপ ও আদম শুমারির প্রবর্তন করেন।
- স্বাধীন, স্বতন্ত্র বায়তুল মাল (রাজস্ব বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করেন।
- সুনিপুণ সামরিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন।
- বিজিত অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেন।
- বহু সরকারি ভবন, সামরিক দুর্গ, ছাউনি ব্যারাক নির্মাণ করেন।
- রাস্তা, ব্রিজ, মেহমানখানা, সরাইখানা, মসজিদ নির্মাণ ও খাল খনন করেন।
- ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তন করেন।
- হযরত আলী (রা) এর পরামর্শে হিজরি সনের প্রবর্তন করেন।

হযরত আবু বকর (রা) নামাঙ্কিত একটি স্মারক প্লেট

www.icsbook.info

হযরত ওসমান (রা)

- সিরিয়া, দামেস্ক, জর্ডান, ফিলিস্তিন মিলে একটি বিশাল প্রদেশ করেন।
- সেনাধ্যক্ষের একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন।
- কোমল ও নরম মনের মানুষ হলেও শাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদিতে কঠোর ছিলেন।
- প্রশাসনের সংশোধনের জন্যে একটি কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন।
- মদিনায় ও নজফে পুলিশ চৌকি নির্মাণ ও মিষ্টি পানির জন্য পুকুর খনন।
- মসজিদে নববী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
- রাখাল ও প্রহরীদের জন্য খামার তৈরি করেন।
- হযরত উমরের প্রবর্তিত সামরিক ব্যবস্থা আরো উন্নত করেন।
- হযরত উসমান (রা) অর্থব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী করেন।
- কুরআন সঙ্কলনের মাধ্যমে তিনি ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম অবদান রাখেন।
- হযরত উসমান (রা) গভর্নর ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পত্রে যে মূলনীতি লিখেন তা হলো:-

"শাসকগণ শুধু মাত্র কর আদায়কারী নন, জনসাধারণের অভিভাবক। যিম্মিদের প্রাপ্য দিতে হবে। আদায়ও করতে হবে। সর্বদা চুক্তি রক্ষা করতে হবে।"

মহাবীর সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর শিরোস্ত্রাণ

শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

- আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব, আইনের শাসন।
- সাম্য ও ন্যায়বিচার।
- আমানতদারিতা, জবাবদিহিতা।
- শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- পদ ও ক্ষমতার লোভহীনতা।
- আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার্
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা।
- অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা।
- বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলোর বিলোপ সাধন।

রাজস্ব বিভাগ

- রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করা হতো।
- খিলাফত আমলে দুই প্রকার রাজস্ব ধার্য করা হতো- স্থায়ী: যাকাত, উশর, খারাজ ও জিজিয়া। অস্থায়ী: শুল্ক, কর ও গনিমতের মাল।

হযরত আলী (রা)

- হযরত আলী (রা) সরকারি কর্মচারীদের অপচয় ও ব্যয়বাহুল এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপারে অনেক অনিয়মতান্ত্রিকতা কঠোর হস্তে দমন করেন। বায়তুলমাল থেকে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায় করার জন্য কর্মচারীদের বিশেষভাবে কড়াকড়ি করতেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকার

- খিলাফত আমলে সংখ্যালঘুদের ওপর অন্যায়ভাবে কোন অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়নি। জিজিয়ার পরিমাণ ছিল একেবারে নগণ্য। তাদের পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। সকল অমুসলমানদের সহানুভূতির চোখে দেখতেন। রাষ্ট্রের কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাদের বার্ধক্য ভাতা দানের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে অমুসলমানদের উপাসনাসমূহ, গির্জা রক্ষা করা হতো।

www.icsbook.info

আধুনিক রাষ্ট্র ও ইসলামী খিলাফতের তুলনা :

বিষয়	আধুনিক রাষ্ট্র	ইসলামী খিলাফত
বৈশিষ্ট্য	ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী।	আদর্শিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী।
মূলভিত্তি	জনগণের সার্বভৌমত্ব, সেকুলারিজম ও পুঁজিবাদ।	তাওহিদ বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব রিসালাত ও খেলাফাত তথা জনগণের প্রতিনিধিত্ব।
সার্বভৌমত্বের ধারণা	জনগণের সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয়।	আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক	ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা অথবা পূর্ণাঙ্গ ধর্মহীনতা।	ধর্ম তথা দ্বীন একই সূত্রে গ্রথিত।
আইনের উৎস	পার্লামেন্ট, অধ্যাদেশ অথবা রাজতান্ত্রিক ফরমান।	কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।
ভোট	অধিকার হিসেবে গণ্য হয়।	আমানত ও অধিকার হিসেবে গণ্য হয়।
জবাবদিহিতা	শাসকগণ জনগণের নিকট জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ	শাসকগণ আল্লাহর নিকট এবং জনগণের কাছে জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ।
আইনসভার ক্ষমতা	যে কোন সময়ে যে কোন আইন জারি করতে পারে।	শরীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে না।
বিচারব্যবস্থা	শাসনব্যবস্থার কর্তৃক থেকে যায়।	আইন ও শাসন ব্যবস্থা ছিল পৃথক।
অর্থব্যবস্থা	মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীন পুজিঁবাদীদের মর্জিমত নিয়ন্ত্রিত হয়।	যাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার ফলে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয়।
প্রশাসনিক নীতিমালা ও পদ্ধতি	পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, কায়েমি স্বার্থ ও লালফিতার দৌরাত্ম্যে প্রশাসন জর্জরিত।	জবাবদিহির অনুভূতি থাকায় এ ধরনের সমস্যা ছিল না, প্রশাসন ছিল কল্যাণমুখী।
ব্যক্তি স্বাধীনতা	ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুপস্থিত। ধর্মীয় ব্যাপারে অসহনশীল।	মত প্রকাশের, চলাফেরার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, বাকস্বাধীনতাসহ সব ধরনের ভালো কাজের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল।
আইনের শাসন	বিভিন্ন ধরনের কালাকানুন ও বর্ণবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়।	সকল মানুষকে আইনের চোখে সমান ধরা হতো।

মানবাধিকার

- যিম্মি প্রজাদের অধিকার রক্ষা।
- দাস মুক্তিকরণ।
- সৃষ্টজীবের প্রতি দরদি মনোভাব।
- শাসকগোষ্ঠী জনগণের প্রভু নয় প্রতিনিধি ছিলেন।
- যুদ্ধবন্দীদের অধিকার রক্ষা।

নারী অধিকার

- পৃথিবীর ইতিহাসে নারীরা প্রথম মর্যাদার আসন পায়।
- তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। হযরত উমর (রা) তার মেয়ে হাফসার পরামর্শে সকল মুজাহিদের চার মাস অন্তর ছুটির ব্যবস্থা করেন।
- পাত্র নির্বাচনে নারীর সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
- নারী নির্যাতন বন্ধ হয়।
- যৌতুক প্রথা কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

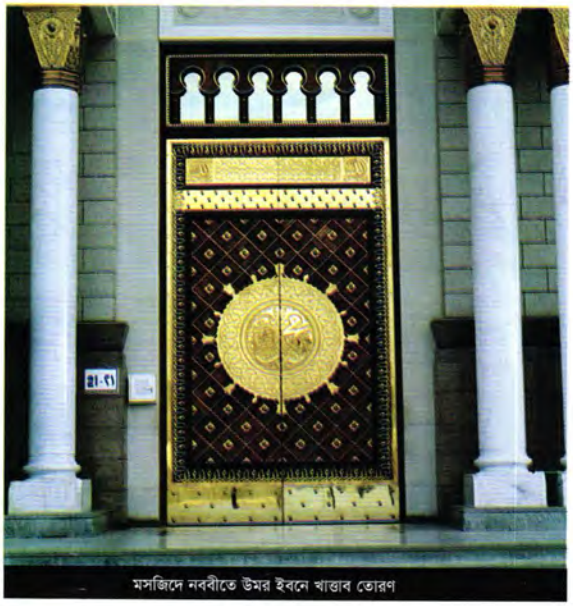

মসজিদে নববীতে উমর ইবনে খাত্তাব তোরণ

www.icsbook.info

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

- বিচার বিভাগ।
- প্রতিরক্ষা/ সামরিক বিভাগ।
- প্রশাসন বিভাগ।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অযথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়া।
- চুক্তি ও অঙ্গীকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন।
- সন্ধিকামিতা।
- শত্রুরাষ্ট্রের বিরোধিতায় একেবারে অন্ধ হয়ে ন্যায়-নীতি বিসর্জন না দেয়া।
- শত্রুভাবাপন্ন নয় এমন শত্রুর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ।

শিক্ষাব্যবস্থা

- শিক্ষকদের মর্যাদা সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।
- রাজস্ব বিভাগে শিক্ষা খাতের জন্য আলাদা বাজেট নির্ধারণ করা হতো।

বিচার বিভাগ

- হযরত আবু বকর (রা) এর সময়ে বিচার বিভাগ প্রশাসন হতে আলাদা ছিল না। হযরত উমর (রা) এর আমলে তা আলাদা হয়ে যায়।
- কাজিদের উচ্চ বেতন ছিল। তবে তাদের কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে অনুমতি দেয়া হতো না।
- বিচারের রায় হতো কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক। এর বাইরে ইজতিহাদ করতেন।
- বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল।

প্রতিরক্ষা বিভাগ

- খলিফা ছিলেন মূল পরিচালক।
- হযরত উমর (রা) এর সময় সৈন্যদের নিবন্ধন এবং বেতন নির্ধারণ করা হয়।
- সেনাবাহিনীর ৫টি ডিভিশন ছিলো। মুকাদ্দাস (সব চাইতে অগ্রবর্তী), কলব (অতঃপর), মায়মানা (ডানদিকে), মায়মারা (বামদিক), সাকা (পেছনে)

www.icsbook.info

হাদীস সঙ্কলনের ইতিহাস

কুরআনের সাথে মিশে যাবার ভয়ে রাসূল (সা) হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপরেও শেষদিকে কাউকে কাউকে কিছু নির্দেশাবলি লেখার অনুমতি দেন। তৎকালীন আরববাসীদের মুখস্থ করার ক্ষমতা ইতিহাস বিখ্যাত। রাসূল (সা) এর ওফাতের পর সাহাবীদের বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীস সঙ্কলিত হওয়া শুরু হয় এবং ১০০ হিজরিতে তা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

মক্কায় সংরক্ষিত পুরাতন হাদীসগ্রন্থ

১ম যুগ : রাসূল (সা) এর যুগ থেকে হিজরি ১ম শতকের শেষ পর্যন্ত। এ যুগের প্রায় ১৫টি সংকলন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি ১. সহীফায়ে সাদেকাহ : আমর ইবনুল আস (রা) সঙ্কলিত গ্রন্থে ১ হাজার হাদীস ছিল। ২.সহীফায়ে সহীহা : আবু হুরাইরা (রা) এর রেওয়াতে হাম্মাম (রা) সঙ্কলিত ১৩৮টি হাদীস, এর হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামেস্কের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে। ৩. সহীফায়ে আলী (রা)।

২য় যুগ : হিজরি ২য় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এ যুগের প্রখ্যাত হাদীস সঙ্কলনকারীগণ হলেন: ১. মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব, ২. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ), সঙ্কলিত গ্রন্থ মুয়াত্তা।

৩য় যুগ : হিজরি ২য় শতকের শেষার্ধ হতে চতুর্থ শতক পর্যন্ত সময়কাল। এ সময়ে : ১. রাসূল (সা), সাহাবা ও তাবেয়ীদের হাদীসগুলোকে পৃথক করা হয়। ২. নির্ভরযোগ্য হাদীস সঙ্কলন করা হয়। ৩. হাদীসের শ্রেণীবদ্ধ গবেষণার সূচনা করা হয়। এসময়েই আসমাউর রিজাল, উসুলে হাদীস ও সিহাহ সিত্তাহ সঙ্কলিত হয়। হাদীস শাস্ত্রের কয়েকটি শাখার উৎপত্তি হয়।

৪র্থ যুগ : হিজরি ৫ম শতক থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত। বিখ্যাত সঙ্কলনগুলো ১. মিশকাতুল মাসাবিহ-ওয়ালিউদ্দিন খতিব তাবরিজি। ২. রিয়াদুস সালেহিন-ইমাম আবু যাকারিয়া ইবনে শারাফুদ্দিন নববী। ৩. মুনতাকাল আখবার মাজুদুদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়া। ৪. বুলগুল মারাম।

হাদীস বর্ণনাকারী বিখ্যাত সাহাবীগণ

সহস্রাধিক হাদীস বর্ণনাকারী

আবু হুরাইরা (রা) ৫৩৭৪টি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ২৬৬০টি, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ২২১০টি, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ১৬৩০টি, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ১৫৬০টি, আনাস ইবনে মালিক (রা) ১২৮৬টি, আবু সাঈদ খুদরী (রা) ১১৭০টি ।

৫০০-১০০০ হাদীস বর্ণনাকারী

আমের ইবনুল আস (রা), আলী (রা), উমার ফারুক (রা)।

১০০-৫০০ হাদীস বর্ণনাকারী

আবু বকর (রা), উসমান (রা), উম্মে সালমা (রা), আবু মূসা আল আশআরী (রা), আবু জর আল গিফারী (রা), আবু আয়ূব আল আনসারী (রা)।

www.icsbook.info

রাবিদের স্তর

১ম স্তর- প্রখর স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের আধিক্যতা।

২য় স্তর - প্রখর স্মৃতিশক্তি কিন্তু শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের স্বল্পতা।

৩য় স্তর - কম স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের আধিক্যতা।

৪র্থ স্তর - কম স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের স্বল্পতা।

৫ম স্তর - দুর্বল ও অপরিচিত রাবি।

নির্ভরযোগ্য রাবির গুণাবলি

বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও ইসলাম।

হাদীস সংগ্রহে রাবিদের ত্রুটি

যে তিন ধরনের ত্রুটির কারণে হাদীস সঙ্কলকগণ রাবিদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না, তা হলো : ক) ন্যায়পরায়ণতা সম্পৃক্ত ত্রুটি- মিথ্যা, মিথ্যার অপবাদ, ফিসক, বিদায়াত ও অপরিচিত। খ) স্মৃতিশক্তি সম্পর্কিত ত্রুটি- মারাত্মক ভুল, স্মরণশক্তির স্বল্পতা, অবহেলা, অধিক ধারণা ও অনুমান এবং নির্ভরযোগ্য রাবির বিপরীত বর্ণনা, গ) বুদ্ধিমত্তাহীন বর্ণনাকারীর বর্ণনা।

একটি দূর্লভ প্রাচীন হাদীসগ্রন্থ

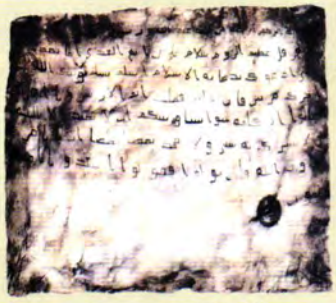

রাসূল (সা) কর্তৃক প্রেরিত চিঠি

আল হাদীস হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। জীবনের প্রতিটি কথা, পদক্ষেপ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, চরিত্র-মাধুর্য সবকিছুই যেখানে লিপিবদ্ধ। মানুষের জন্য যা এক অনুপম নিদর্শন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটা পাওয়া যায় না। তাইতো মানবতার একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে গেলেন তিনি। তিনিই হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনিই ছিলেন মানবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ। তাঁরই মুখনিসৃত অমূল্য বাণী, কর্মমুখর জীবনের বর্ণনা, স্বভাব-চরিত্র ও বিভিন্ন কাজের অনুমোদন সম্বলিত যে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার আল-হাদীস, তা নিয়েই আমাদের এবারের পরিবেশনা।

হাদীসের প্রকারভেদ

www.icsbook.info

হাদীসশাস্ত্রের কয়েকটি শাখা

১. ইলম আসমাউর রিজাল : রাবিদের জীবনী।
২. ইলম মুসতালাহুল হাদীস : হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের শাস্ত্র।
৩. ইলম গরিবুল হাদীস : কঠিন শব্দগুলোর আভিধানিক বিশ্লেষণ।
৪. ইলম তাখরিজিল আহাদিস : বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও উৎস নির্ণয় সংক্রান্ত।
৫. ইলম আহাদিসুল মাওদুআহ : জাল হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা।
৬. ইলমুন নাসিখ ওয়াল মানসুখ : হাদীস গ্রহণ ও রহিতকরণ সংক্রান্ত।
৭. ফিকহুল হাদীস : হুকুম আহকাম সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্য বিশ্লেষণ।
৮. ইলমুত তাওফিক বাইনাল আহাদিস: হাদীসের বক্তব্যের পারস্পরিক বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।

হাদীসগ্রন্থের প্রকারভেদ

১. আল জামি': আটটি বিষয় সম্বলিত গ্রন্থসমূহ। যেমন- বুখারী, তিরমিযী
২. সুনান : ফিক্‌হ কিতাবের ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ।
৩. মুসনাদ : প্রত্যেক সাহাবী বর্ণিত হাদীসগুলো একই স্থানে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ হাদীসগ্রন্থ।
৪. মু'জাম : শিক্ষকদের নামের ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ হাদীসগ্রন্থ।
৫. মুসতাদরাক : গ্রন্থকারের শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত হাদীসের সঙ্কলন, যা তিনি গ্রন্থবদ্ধ করেননি।
৬. মুসতাখরাজ : অন্য কিতাবের হাদীসগুলো নিজ সনদে বর্ণিত সঙ্কলন।

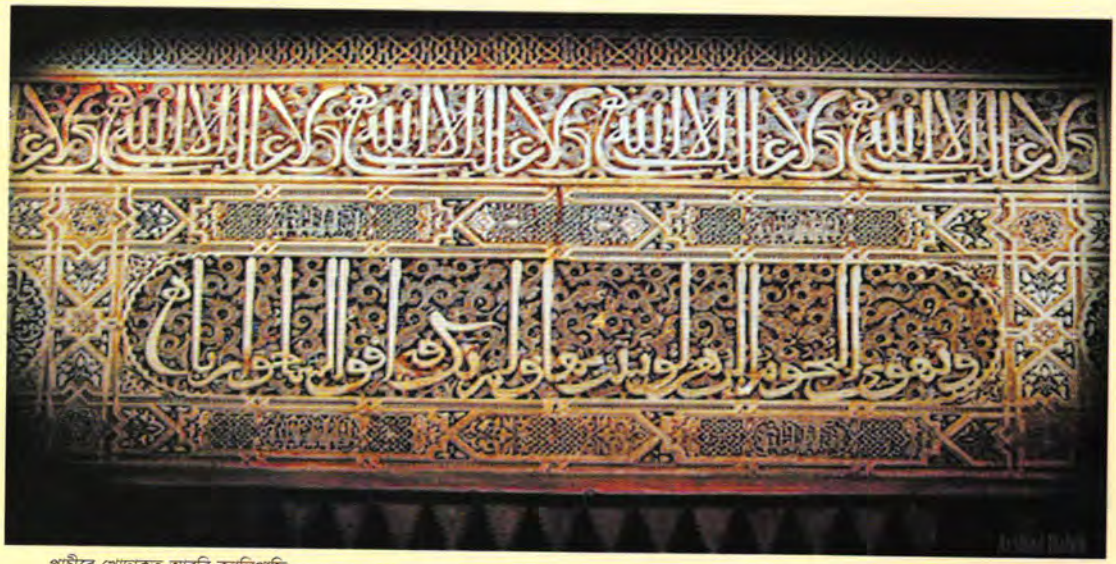

প্রাচীরে খোদাকৃত আরবি ক্যালিগ্রাফি

ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ-এর বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যসমূহ	বুখারী	মুসলিম	নাসায়ী	আবু দাউদ	তিরমিযী	ইবনে মাজাহ
নাম	মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী	মুসলিম ইবন হাজ্জাজ	আহমদ ইবন শুআইব	আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশযাস	মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্-তিরমিযী	মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ
জন্ম	১৯৪ হিজরি	২০৪ হিজরি	২১৫ হিজরি	২০২ হিজরি	২০৯ হিজরি	২০৯ হিজরি
মৃত্যু	২৫৬ হিজরি	২৬১ হিজরি	৩০৩ হিজরি	২৭৫ হিজরি	২৭৯ হিজরি	২৭৩ হিজরি
হাদীস সংখ্যা	৭,২৭৫	১২,০০০	৫,২৭০	৪,৮০০	৪,৪১৫	৪,৩৩৮
রাবির অবস্থা	১ম স্তরের	২য় স্তরের	১ম ৩ স্তরের	১ম ৪ স্তরের	সকল স্তরের	সকল স্তরের
বিশুদ্ধতার ধরন	বর্ণনাকারীদের পরস্পর সাক্ষাতের শর্তারোপ	বর্ণনাকারীর পরস্পর একই যুগের হওয়াই যথেষ্ট মনে করেছেন	সহীহ, হাসান ও জয়ীফ হাদীস বিদ্যমান।	সহীহ, হাসান ও জয়ীফ হাদীস বিদ্যমান।	সহীহ, হাসান ও জয়ীফ হাদীস বিদ্যমান। রাবিদের দুর্বলতা চিহ্নিত	সহীহ, জয়ীফ ও মওযু সব রকমের হাদীস বিদ্যমান
বিষয়ের ব্যাপ্তি	জামি	জামি	সুনান	সুনান	জামি/সুনান	সুনান

www.icsbook.info

হাদীসের পরিশুদ্ধ উপস্থাপন

- হাদীসের মূল ধারার বর্ণনাকারীদের মধ্যে সাহাবীরা ছিলেন অগ্রগণ্য
- সাহাবীগণের যুগে ইচ্ছাকৃত ভুলের কোন প্রকার সম্ভাবনা ছিল না
- অনিচ্ছাকৃত মিথ্যা বলা থেকেও তাঁরা ছিলেন পবিত্র
- সাহাবীগণ আক্ষরিকভাবে হাদীস বর্ণনা করতেন
- সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন, ভয়ে কেঁপে উঠতেন
- পরিপূর্ণ নির্ভরতা নিশ্চিত করার জন্য অধিকাংশ সাহাবী হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকতেন

ইবাদত

- যে স্বেচ্ছায় সালাত বর্জন করল সে কুফরি করল। -সহীহ্ বুখারী
- আল্লাহর দ্বীন সহজ, সরল। যে কেউ এ দ্বীনকে কঠিন বানাবে তার ওপর তা চেপে বসবে, কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, সামর্থ্য মতো কাজ করো, সু-সংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল, সন্ধ্যা ও শেষ রাতে আল্লাহর সাহায্য চাও। -সহীহ্ বুখারী

মদিনা শহরের প্রাচীন অবকাঠামো

আচরণ ও ভালো কাজ

- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতে নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের দলভুক্ত হবেন। -তিরমিযী
- পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পরের পেছনে লেগো না, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাক। কোন মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা হালাল নয়। -বুখারী ও মুসলিম
- প্রতিটি ভাল কথা ও ভাল কাজই হলো সদকা। -সহীহ্ বুখারী
- তোমরা আগুন থেকে বাঁচো, তা একটা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও। -বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের পথ নির্দেশ করে, সে ঠিক ততটাই বিনিময় পায়, যতটা ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পেয়ে থাকে। -সহীহ্ মুসলিম
- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সবচেয়ে উত্তম, ঈমানের দৃষ্টিতে সেই পূর্ণাঙ্গ মুসলিম। তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। -তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিলমোহর

স্বাস্থ্য সচেতনতা

- স্বভাবগত কাজ হল ৫টি: খাতনা করা, (নাভীর নিচের) লোম ফেলা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের নিচের পশম ফেলা। -সহীহ্ বুখারী
- পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। -বুখারী ও মুসলিম
- তোমরা যখন জবেহ করবে, ভাল পন্থায় করবে। অবশ্যই তোমাদের ছুরির ধার তীক্ষ্ণ করবে এবং জবাইকৃত পশুকে আরাম দেবে।
-বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, তাঁর সমস্ত শরীর হতে গোনাহ্সমূহ ঝরে পড়ে। এমনকি তাঁর নখের নিচ হতেও।
-বুখারী ও মুসলিম
- দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে দুনিয়ার বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে: তা হলো দৈহিক স্বাস্থ্য ও অবসর কাল। -সহীহ্ বুখারী

www.icsbook.info

অর্থনৈতিক সম্পর্ক- লেনদেন

- তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার সামনে পণ্যের দাম বাড়িও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় করো না। -সহীহ্ মুসলিম
- যে শরীর হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিণ্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য। -আহমদ, দারেমী, বায়হাকী
- যে জেনেশুনে সুদের টাকা খায় তার অপরাধ ৩৬ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। -বুখারী ও মুসলিম
- উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। কারণ ওপরের হাত হল দানকারীর আর নিচের হাত হল ভিক্ষুকের। -বুখারী ও মুসলিম
- উপঢৌকন গ্রহণ করো, যতক্ষণ তা উপঢৌকনের পর্যায়ে থাকে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তা যতক্ষণ ঘুষে পরিণত হবে তখন তা গ্রহণ করবে না। -তাবরানী

হাদীসগ্রন্থের পাঠাগার

ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত প্রাচীন মসজিদের দেয়াল

আধুনিক জীবনে হাদীসের প্রভাব

Virtue is Gold -একটি সর্বজনবিদিত কথা। সকল ধর্মীয় বিশারদ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, মানবতাবাদী বিশ্লেষকগণ যুগ যুগ ধরে এ শিক্ষাই দিয়ে আসছেন। এর উপর ভিত্তি করেই সামাজিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও মানবজাতির অস্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। আধুনিক গবেষকগণ এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক গুণাবলিকে Virtue হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলত এই Virtue বা গুণাবলির আধার হলো আল কুরআন। আর এই সকল Virtue যে ব্যক্তির জীবনে পূর্ণরূপে বিদ্যমান তিনি হচ্ছেন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। এই গুণাবলিকে আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, যা আজ হাদীস হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত। রাসূলের জীবনের এই গুণাবলিগুলো অর্জন ও পরিপালন যে কোন মানুষের জন্য অপরিহার্য। হাদীসের মাধ্যমে আমরা এ রকম বহু গুণাবলির নির্দেশনা পাই।

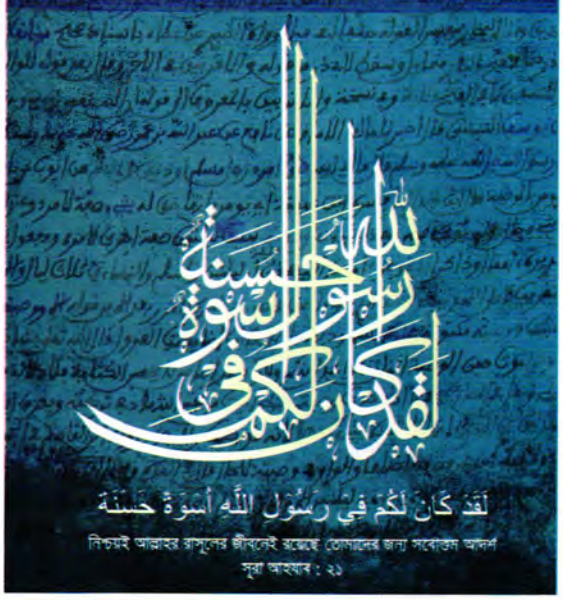

নিরাপত্তা

- আগুন হচ্ছে তোমাদের ভয়ানক শত্রু। তোমরা ঘুমানোর সময় এটা নিভিয়ে দাও। -বুখারী ও মুসলিম
- আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, কৃপণতা করা, অবৈধভাবে অন্যের মাল দাবি করা এবং কন্যাসন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা হারাম করেছেন। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অতিরিক্ত চাওয়া এবং সম্পদ বিনষ্ট করা অপছন্দ করেছেন। -বুখারী ও মুসলিম
- যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে সেই সর্বোত্তম মুসলিম। -সহীহ্ বুখারী

www.icsbook.info

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পুরাতন হাদীসগ্রন্থ

সামাজিক শৃঙ্খলা

- যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা অবশ্যই দুর্ভোগে নিপতিত হয়। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে তারা ভয় ভীতি ও সন্ত্রাসের শিকার হয়। -মুসনাদে আহমাদ
- গোটা দুনিয়ার ধ্বংস আল্লাহর কাছে একজন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার চাইতেও হালকা ব্যাপার। -তিরমিযী থেকে মিশকাতে
- কোন পুরুষ কোন ভিন্ন মহিলার সাথে নির্জনে একত্র হলে শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত থাকে। -তিরমিযী থেকে মিশকাতে

হেরা গুহা- রাসূল (সা) এর প্রতি প্রথম অহি নাযিলের স্থান

মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত একটি হাদীস

মানবাধিকার

- যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না। -বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে ভক্ষণ করে, আর তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়। -বায়হাকী
- কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দুই ব্যক্তির মামলা পেশ করা হবে। তারা হলো দুইজন প্রতিবেশী। -মিশকাত শরীফ
- মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন। -সহীহ মুসলিম

কাঠের ওপর খোদাইকৃত আরবি ক্যালিগ্রাফি

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- কোন জাতির সাথে যার সন্ধি হয়েছে তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন পরিবর্তন জায়েজ নয়। অথবা এটাও জায়েজ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। -আবু দাউদ
- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান রাসূল (সা) সম্পর্কে বলেন, তিনি কখনও ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। -সহীহ বুখারী
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাসূল (সা) দূত পাঠিয়ে নব্য মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেন।
- মদিনা সনদের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা নিশ্চিত করেন। এ মদিনা সনদই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

হাদীসের নির্ভুলতার তুলনামূলক পরীক্ষা

● যাচাই করা : সাহাবীগণ তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তা যাচাই করতেন। ● মূল বক্তব্যদাতাকে প্রশ্ন করা : সত্যাসত্য যাচাইয়ের বিষয়ে সন্দেহ হলে সাহাবাগণ নবী (সা) কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন। ● অন্যান্যদেরকে প্রশ্ন করা : বক্তব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য অন্য কেউ শুনেছেন কিনা এবং কিভাবে শুনছেন তার খোঁজ করতেন। ● বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তুলনা করা : কোন সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য রাবীকে একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন করতেন। ● বর্ণনাকারীদের শপথ করানো : বর্ণনা বা সাক্ষ্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনে বর্ণনাকারী বা সাক্ষীকে শপথ করানো হতো। ● অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষা : হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত বক্তব্য কখনোই কুরআনের বিপরীত হতে পারে না।

www.icsbook.info

রাসূলের কতিপয় বাণী

- তোমাদের কেউ যেন মহামহিম আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে। -সহীহ মুসলিম
- তোমরা আমার সন্তুষ্টি সর্বহারা ও দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা, তাদের কারণেই তোমরা আল্লাহর সাহায্য ও রিযিক পেয়ে থাকো। -আবু দাউদ
- তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। -বুখারী ও মুসলিম

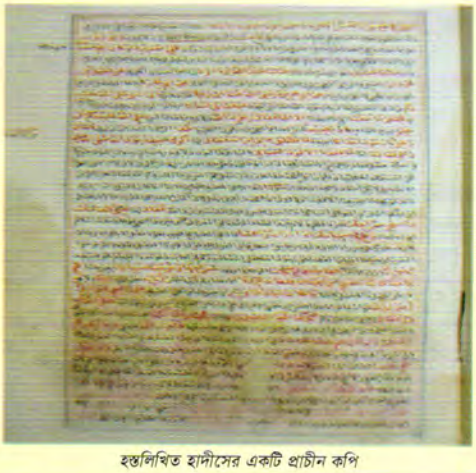

হস্তলিখিত হাদীসের একটি প্রাচীন কপি

- যার অনেক সম্পদ আছে প্রকৃতপক্ষে সে ধনী নয়, বরং যে মনের দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সে ধনী। -বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ
- যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -আবু দাউদ, তিরমিযী
- আমার উম্মতকে জানিয়ে দাও যে, তাদেরকে প্রভূত ধনসম্পদ, পদমর্যাদা, বিজয়, ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং পৃথিবীতে আধিপত্য ও প্রতিপত্তি দান করা হবে। যারা এগুলোর সাহায্যে দুনিয়াবি স্বার্থের লোভে আখিরাতের কাজ করবে, সে আখিরাতের প্রতিদান থেকে কোন অংশই পাবে না। -তিরমিযী
- আমি তোমাদের ব্যাপারে তিনটি ভ্রষ্টতার ব্যাপারে শঙ্কিত: পানাহারের চাহিদাজনিত, যৌন চাহিদাজনিত এবং স্বেচ্ছাচারজনিত ভ্রষ্টতা। -মুসনাদে আহমাদ
- বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে নফসের প্রবৃত্তির হিসাব গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে। আর দুর্বল সেই ব্যক্তি, যে নফসের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার আল্লাহর কাছেও ভাল কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। - তিরমিযী
- আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি: সংঘবদ্ধ থাকা, দায়দায়িত্বশীলের কথা মানা, তাঁর আনুগত্য করা, হিজরত করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অবশ্যই যে সংঘবদ্ধ জীবন হতে এক বিঘত সরে গেলো সে নিজ কাঁধ হতে ইসলামের রজ্জুকে খুলে ফেললো। -সহীহ বুখারী
- ধ্বংসাত্মক জিনিস হচ্ছে ৩টি: জিদ ও একগুঁয়েমি, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং আত্মম্ভরিতা। -বাইহাকী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুধ মা হালিমা (রা) এর গৃহ

- মানুষ যখন নিজের বুদ্ধি নিয়ে গর্বিত হয়, তখন সেটাই তার মূর্খতার জন্য যথেষ্ট। -তিরমিযী
- যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাকে জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা শূকরের কাঁধে স্বর্ণ ও মণি মুক্তার হার ঝুলানোর শামিল। -ইবনে মাজাহ
- যে ব্যক্তি অন্যকে কুস্তিতে ধরাশায়ী করলো সে শক্তিমান নয়; বরং শক্তিমান হলো সেই; যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম। -বুখারী ও মুসলিম
- দুনিয়ায় তুমি একজন মুসাফির কিংবা পথচারীর মত অবস্থান কর। -সহীহ বুখারী
- আদম সন্তানেরা বলে, 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ' অথচ তার সম্পদ ততটুকুই যতটুকু সে খেয়ে হজম করেছে, পরিধান করে শেষ করেছে, আর দান সদ্‌কা করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করেছে। -তিরমিযী

প্রাচীন হাদীস গ্রন্থের একটি দুর্লভ কপি

- মানুষের বাজে কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। -তিরমিযী
- হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তাকওয়া, হেদায়েত, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করি। -সহীহ মুসলিম
- জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে রাখা হয়েছে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে। -সহীহ বুখারী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি দুর্লভ সিলমোহর

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত একটি হাদীস

www.icsbook.info

হৃদয়গ্রাহী হাদীস

রাসূল (সা)-এর বাণী যেন হৃদয় ছুঁয়ে যায়- যা শান্তি, সাম্য আর মানবতার জয়গানে ভরপুর। তাঁর কর্মধারা ছিলো সব মানুষের জন্য, ছিলো না কোন বিশেষ শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর জন্য। তিনি ন্যায়বিচারের এক চিরন্তন প্রতীক। তাঁর অসংখ্য বাণী থেকে বাছাই করা কিছু অমূল্য বাণী নিয়ে আমাদের এই সঞ্চয়ন।

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى

সে কখনো নিজের থেকে কোন কথা বলে না, বরং তা হচ্ছে ওহী যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।
সূরা নজম : ৩-৪

- যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। -সহীহ্ বুখারী
- ঈমানের সত্তরের বেশি কিংবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে; তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর নিম্নতম হলো চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। -সহীহ্ বুখারী
- তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। -বুখারী ও মুসলিম
- জালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলাই উত্তম জিহাদ। -আবু দাউদ ও তিরমিযী
- যে ব্যক্তি এক বিঘৎ পরিমাণ জমিতেও জুলুম করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত স্তবক জমিন পরিয়ে দেবেন। -বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না। -বুখারী ও মুসলিম
- এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের পাঁচটি অধিকার রয়েছে- সালামের জবাব দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করা, জানাজায় উপস্থিতি, দাওয়াত কবুল করা ও হাঁচির জবাব দেয়া। -বুখারী ও মুসলিম
- যে অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটিও গোপন রাখবেন। -সহীহ্ মুসলিম
- এক বেদুঈন রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করলো, কেয়ামতের দিন কবে আসবে? রাসূল (সা) বললেন, যখন আমানতদারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। বেদুঈন ব্যক্তিটি বলল, কিভাবে আমানতদারিতা বিনষ্ট হবে? রাসূল (সা) বললেন, যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা অযোগ্য লোকদের হাতে আসবে। -সহীহ্ বুখারী
- তিনটি বিষয়ে তোমাদেরকে শপথ করে বলছি, তোমরা তা গেঁথে নাও: দানের কারণে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না, এমন কোন মজলুম নেই, যে জুলুমে ধৈর্য ধারণ করে অথচ আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন না এবং কোন ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দিয়েছে আর আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন না এমনটা হয় না। -তিরমিযী
- মেসওয়াক করতে অলসতা করো না, কেননা এটি মাড়ির দাঁত উজ্জ্বল রাখে এবং ব্যবহারে স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায়, ব্যথা দূর করে। -সহীহ্ মুসলিম
- তোমরা রাতে ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দিও, দরজাগুলো বন্ধ করে দিও, পানপাত্রের মুখ ঢেকে রেখ, খাবার ও পানীয় দ্রব্যগুলো ঢেকে রেখো। ঢাকবার কিছু না পেলে অন্তত একটি কাঠি হলেও আড়াআড়িভাবে তার ওপর রেখো। - সহীহ্ বুখারী
- তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলবে না। প্রস্রাব করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে না। ডান হাতে শৌচকার্য করবে না। - সহীহ্ বুখারী

আধুনিক মদিনা শরিফের প্রাচীন ছবি

হাদীস কেন মানবজীবনে প্রয়োজন

- হাদীস থেকে নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের বাস্তব এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়
- হাদীস থেকে একজন মুসলমান দূরে থাকার অর্থ ইসলাম থেকে নিজেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে নেয়া
- হাদীস এক ধরনের অহি, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা
- হাদীস পুরোপুরি না বুঝলে কুরআন বুঝা ও অনুসরণ করা যায় না
- কুরআনের আয়াতের অগ্রাধিকার বুঝতে হাদীস জানা আবশ্যক
- আল কুরআনে রাসূল (সা) এর অনুসরণ এবং তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

বি: দ্র: স্থান সঙ্কুলানের অভাবে সনদ বাদ দিয়ে শুধু মতন, সূত্রসহ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

www.icsbook.info

2006
বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান
চিকিৎসাবিজ্ঞান
চিকিৎসা বিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কার
January
February
হাসপাতাল

www.icsbook.info

2006

বিজ্ঞানে মুসলিমানদের অবদান

স্থাপত্য

www.icsbook.info

www.icsbook.info

2006
বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান
মহাকাশ । জ্যোতির্বিদ্যা । রসায়ন । পদার্থবিদ্যা । গণিত । ভূগোল
মহাকাশ ও জ্যোতির্বিদ্যা
রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা
ভূগোল
১৪১৩ বাংলা
September
১৪২৭ হিজরী
FRI SAT SUN MON TUE WED THU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
October
FRI SAT SUN MON TUE WED THU
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

গণিত

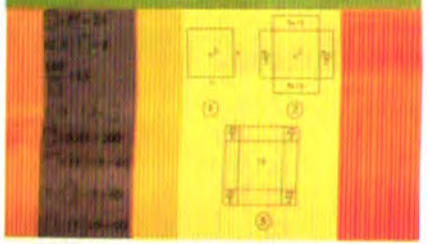

দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি

কাগজ ৭৯৪ সালে ইউসুফ বিন ওমর বাগদাদে উন্নতমানের কাগজ উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে 'শাম্পিয়াস' নির্মিত প্রথম কাগজ মিল প্রতিষ্ঠা করেন।

কাঁচ ইবনে ফিরনাস পাথর থেকে কাঁচ তৈরী করেন। তিনি তার বাড়িকে নভোমণ্ডলের রূপে সজ্জিত করেন যেখান থেকে তারকা, মেঘ এমনকি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করা যেত।

পানি উত্তোলক যন্ত্র মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে খ্যাত আল জাযারী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ফোরাত নদী থেকে পানি উত্তোলনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। তিনি পানি ঘড়ি, ওজু করার কলসহ পঞ্চাশ রকমের যন্ত্র তৈরী করেন।

পেন্ডুলাম ইবনে ইউনুস মিশরে ফাতেমী রাজত্বের সময় প্রথম পেন্ডুলাম আবিষ্কার করেন।

ঘড়ি আব্বাসী শাসনামলে প্রথম ঘড়ি তৈরী করেন। খলিফা হারুন-অর-রশীদ তৎকালীন ফ্রান্সের সম্রাট শার্লেমেইনকে এ ধরনের একটি ঘড়ি উপহার দেন।

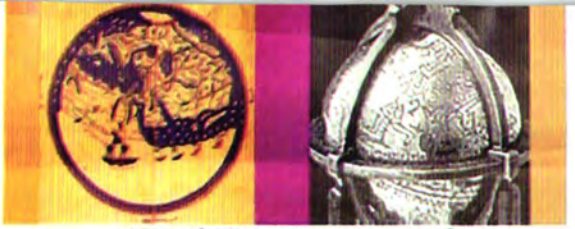

টেলিস্কোপ আবুল হাসান প্রথম টেলিস্কোপ তৈরী করেন যাতে একটি টিউব এর সাথে আয়নাগুলির সংযুক্ত ছিল।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
BANGLADESH ISLAMI CHHATRASHIBIR

20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November

FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December

FRI	SAT	SUN	MON	TUE	WED	THU
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

নোবেল পুরস্কার লাভ
পোশাক শিল্প
কুটিরশিল্প
2007
May
June
July
August
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
Bangladesh Islami Chhatrashibir

সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ
প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ
গ্যাস
তেল
চিনি
চা
পাট
বাংলাদেশের ফল
কয়লা

...উৎপাদন ২৫০-৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে।

...সিংহভাগ স্থানীয় পাটকলসমূহে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হয়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ৫০ লক্ষ বেল পাট উৎপাদিত হয় এর মধ্যে ৫,৫৯২.২ কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানি হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ডিসেম্বর ২০০৫ পর্যন্ত ৩,৬৯০.৬ কোটি টাকার পাট বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।

বনজ সম্পদ

২০ বছরব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বনজ সম্পদ সম্প্রসারণে আরো একটি পথ খুলে দেবে।
উপকূলীয় এলাকার ১০টি জেলা নিয়ে "উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী" প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে এ খাতে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।
দেশে বনজ সম্পদ রক্ষণ, বন সংরক্ষণ, বনজসম্পদের ঘাটতি পূরণ, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ২০ বছরব্যাপী (১৯৯৫-২০১৫) বন মহা-পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ।

পশু-পাখি

দেশের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ জনগোষ্ঠী সরাসরি ও শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ আংশিকভাবে পশু সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২.৯৫ শতাংশ। ব্ল্যাকবেঙ্গল ছাগল দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। অধিকহারে ছাগল উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছাগল, ভেড়া ও হাঁস-মুরগির উন্নয়ন কার্যক্রমে যথাক্রমে ৩.৭৫ কোটি, ২৪.৯৬ লক্ষ ও ১.৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

সুন্দরবন

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার আর বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন রয়েছে বাংলাদেশে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার আমাদের গর্ব। রয়েছে নওগাঁ'র পাহাড়পুরে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার। ঢাকার লালবাগ কেল্লা, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, সিলেটের চা বাগান ছাড়াও দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য পর্যটন স্পট।

বিশ্ব পর্যটন শিল্পের মহাসচিব ফ্রান্সিসকো ফ্রাংগিয়ালি বাংলাদেশ সফরে এসে বলেন, বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাময় অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ। এখানে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য উন্নত প্রযুক্তি বা মূলধনের প্রয়োজন নেই। বরং দেশের বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সৃষ্ট সুবিধাদি দ্বারাই এ শিল্পকে উন্নত করা যায়।

2007

September

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

October

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
Bangladesh Islami Chhatrashibir

www.shibir.com

www.icsbook.info

সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব

অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন

ঐ আকাশ! তারই মাঝে অসংখ্য তারকারাজি, গ্রহ, উপগ্রহ জ্যোতিষ্কমন্ডলী, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, খাল-বিল, বন-বনানী। কত বিচিত্র! কত অপরূপ আল্লাহর সৃষ্টি! কত অপরূপ প্রাকৃতিক নিদর্শন এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে। এমন অনুপম, অগুণন সৃষ্টিকুল স্বতঃই ঘোষণা করছেঃ আমরা এক মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টার সৃষ্টি। এর পরেও কিছু কিছু অর্বাচীন মানুষ কিভাবে আল্লাহর সাথে কাউকে তুলনা করে কিংবা তারই অস্তিত্ব অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায়? "আর তোমাদের ইলাহ এক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময় এবং দয়ালু। নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তুসমূহে, সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানে, আকাশ হতে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী পুনঃজীবিত হয় তাতে, তার মধ্যে জীব-জন্তুর বিচরণে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যেই রয়েছে নিদর্শন"। "তিনিই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সাত আসমানে বিন্যস্ত করলেন, তিনি সবকিছুর জ্ঞান রাখেন"। বাকারা ১৬৩-১৬৪,২৯

পৃথিবীর আকার ও অবস্থান

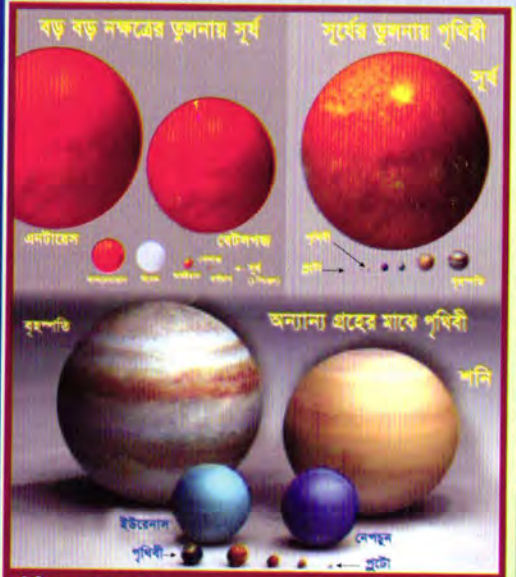

মহাবিশ্বের সৃষ্টি কৌশলে আল্লাহর নিপুণ পরিকল্পনা উপস্থিত। পৃথিবীর অবস্থান ও আকার পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সৌরজগতের একটি অনন্য সাধারণ গ্রহ পৃথিবী। একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এজন্য পৃথিবীতে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তথা নির্দিষ্ট পরিমাণ আলো, তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি। পৃথিবীর বর্তমান আকার ও অবস্থান এ প্রাণ বৈচিত্র্য পরিবেশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। পৃথিবী যদি বর্তমান অবস্থা থেকে সূর্যের আরো নিকটবর্তী হতো তাহলে এর বায়ুমন্ডল অধিক উত্তপ্ত হয়ে উঠত। এর চাঁদও হতো সূর্যের নিকটবর্তী। ফলে রাতের স্নিগ্ধ জোৎস্নার পরিবর্তে বিকিরণ হতো উত্তপ্ত আলো। যা রাতের পরিবেশকেও উত্তপ্ত করত। বছর হতো কম সময়ে, ঋতুচক্রের পরিবর্তন ঘটত। এতে নিশ্চিতভাবেই ব্যাহত হতো খাদ্যচক্রের বর্তমান শৃঙ্খল, ফলে প্রাণবৈচিত্র্যের বিকাশ অনেকটা ব্যাহত হতো। অন্যদিকে যদি সূর্য থেকে আরো দূরবর্তী অবস্থানে থাকত তবে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক কমে যেত। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অঞ্চল বরফাচ্ছন্ন থাকত। বছর হতো দীর্ঘ। পৃথিবীর আকার যদি বর্তমান অবস্থার পরিবর্তে বুধের সমান ছোট হতো তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কমে যেত। ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরের বিপুল বায়ুরাশিকে টেনে ধরে রাখতে পারত না, মহাকাশে বিলীন হয়ে যেত।

দিন হতো আরো ছোট। অন্যদিকে বৃহস্পতির মত বড় হলে এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেড়ে যেত এবং বর্তমানের বায়ুর ঊর্ধ্বমুখী বিস্তৃতি কমে মাত্র ১ কিলোমিটারে নেমে আসত। বায়ুর ঘনত্ব যেত বেড়ে এবং চাপ হতো অস্বাভাবিক পরিমাণ বেশী। এ অবস্থায় মানুষের উচ্চতা হত মাত্র ১ ফুট। তাই প্রমাণিত হয়, মহিমান্বিত রবের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনাতেই বর্তমান পৃথিবী একটি আদর্শ

সুনামি

সুনামি একটি ভয়াবহতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে অনেকবার সুনামি ঘটেছে। ২৬ ডিসেম্বর '০৪ ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের নিকট ভারত মহাসাগরে সংঘটিত ভূমিকম্পনজনিত সুনামিতে দুই লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানিসহ বহু ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা ও জীব-জন্তু বিশাল ঢেউয়ের প্রবল স্রোতে ভেসে যায়।

সুনামি কি? সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ যার অর্থ পোতাশ্রয়ের ঢেউ বা Harbor Wave'। তবে এটি কোন সাধারণ ঢেউ নয়। এ ঢেউ কোনো জোয়ার কিংবা বানের কারণেও সৃষ্ট নয়। এমনকি সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহ, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির কারণের ওপর সুনামি সৃষ্টি নির্ভরশীল নয়। তবে এসব কারণগুলো সুনামিকে অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ করে তুলতে পারে। অপরদিকে জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুনামির কোনো সম্পর্ক নেই। সুনামি এমন এক ধরনের অস্বাভাবিক ঢেউ; যা দূরবর্তী কূলে আঘাত হানতে সক্ষম। সমুদ্র তলের ভূকম্পন, ভূমিধ্বস এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সমুদ্র বক্ষে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের পানি ভয়াল গতিতে আন্দোলিত হয়ে প্রবল ধ্বংসাত্মক শক্তিতে চারিদিকের উপকূলে আছড়ে পড়ে। এ বিশাল ঢেউ-ই, সুনামি। মূলতঃ এই জলোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে মহান রব বান্দাদেরকে তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কলম-৪১

বায়ুমন্ডলীয় স্তর

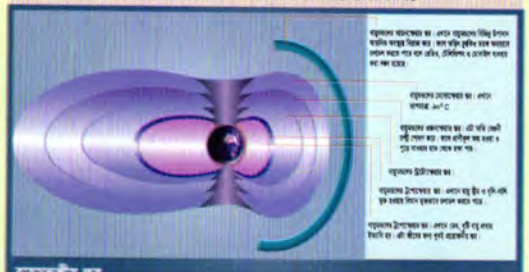

পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব ও বসবাস সম্ভব হয়েছে বায়ুমন্ডলের কারণেই। বায়ুমন্ডল না থাকলে দিনের বেলায় তাপমাত্রা থাকত ৭০°C এবং রাতের বেলায় -১৪৫°C। বায়ুমন্ডল বিভিন্ন উপাদান সমন্বয়ে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। সূর্য থেকে প্রয়োজনীয় আলোকরশ্মি বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরে ফিল্টারের ন্যায় ছেঁকে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছায়। আর ক্ষতিকারক রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। এর পরেও কিছু ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে যায়, যা মেরু অঞ্চল দ্বারা শোষিত হয়। উপরোক্ত কাজ ছাড়াও আধুনিক যুগে স্তরগুলি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা চিত্রে উল্লেখ করা হল। বায়ুমন্ডলের উপরোক্ত কার্যাবলীর কথা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে অনুধাবন করা যায় যে, এই পরিকল্পিত পৃথিবী সৃষ্টির পিছনে কোন দয়াময় কারিগরের নিপুণ হাত রয়েছে।

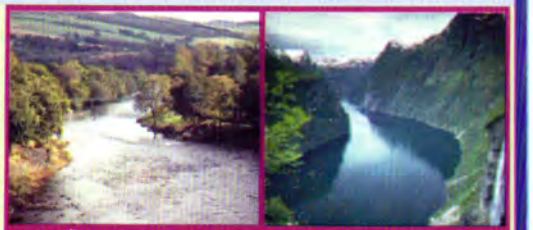

জোয়ার ভাটা

আসমান ও যমীনের মালিক মহান আল্লাহ মানুষ ও সমুদ্রের অজস্র প্রাণীর জীবন নির্বাহের কৌশল হিসেবে জোয়ার ও ভাটাকে আবর্তিত করেন। সমুদ্রের কিছু অঞ্চল ব্যতীত সর্বদা মিশ্রণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সাগরে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য এই মিশ্রণ খুবই প্রয়োজনীয়। মিশ্রনের কারণেই মহাসাগরের পানির লবণাক্ততা ও তাপমাত্রার বেশি পার্থক্য হয় না। এ প্রক্রিয়ায়ই মহাসাগরের তলদেশ পর্যন্ত আল্লাহ অক্সিজেন সরবরাহ করেন। এই মিশ্রণের প্রধান প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম জোয়ার-ভাটা। এর প্রভাব মানব জীবনের উপরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। যেমনঃ মৎস্য শিকার, কৃষি কাজ, লবণ সংগ্রহ ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে জোয়ার-ভাটা সংগঠিত হয় চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে। এই আকর্ষণের ফলে সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক স্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্য স্থানে নেমে যায়। উল্লেখ্য যে, জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে চাঁদের অবস্থানই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সূর্য অপেক্ষা চাঁদ ছোট হলেও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব কম বলে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অধিক অনুভূত হয়।

দুই সাগরের মিলনস্থল

পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ২ সাগরের মিলনস্থলেও আল্লাহর নিদর্শন বিদ্যমান। যা কার্যত দুটি সাগরকে পৃথক করে রাখে এবং স্ব স্ব সাগরের নিজস্ব তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, ঘনত্ব ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। দুটি সাগরের মিলনস্থলে পানির ছোট একটি সমসত্ত্ব এলাকা গঠিত হয়, যা দুটি সাগরের বৃহত্তর এলাকার পানিকে মিশ্রিত হতে দেয় না। এই নিদর্শন জিব্রাল্টার প্রণালীর কাছে আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলে লক্ষ করা যায়। এ দুটি সাগরের কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল উপাদানেরও বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান যা সাম্প্রতিক কালে জানা গেছে। অথচ ১৫০০ বছর পূর্বেই আল্লাহ বলেনঃ "তিনি (আল্লাহ) প্রবাহিত করেন দুই সাগর-যারা পরস্পর মিলিত হয় কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না"। আর-রাহমান ১৯-২০, ফাতির-১২

পানির উৎপত্তি

www.icsbook.info

বারবার তোমার দৃষ্টি ফিরাও, সেই দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে, কিন্তু কোন ত্রুটি দেখবে না। মুলক ৩-৪

পৃথিবীর গতি

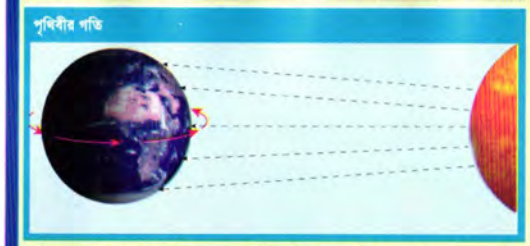

পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক নামে দুটি গতি রয়েছে। পৃথিবীর যদি এই গতি দুটি না থাকতো তাহলে জীবের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। দয়াময় আল্লাহর পরিকল্পিত নিয়ম মোতাবেক এই দুই গতির ফলে যে সব ঘটনা সংগঠিত হয় তা হলো : ক) আহ্নিক গতির জন্য ১. দিন ও রাত্রির আবর্তন ২. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ৩. বায়ু প্রবাহ ৪. সমুদ্র স্রোত ৫. সময় গণনা ৬. পর্যায়ক্রমে জোয়ার-ভাটা এবং খ) বার্ষিক গতির জন্য ১. ঋতুর পরিবর্তন ২. দিন-রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ৩. প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনচক্রের পরিবর্তন। ইয়াছিন ৩৯ - ৪০, যুমার - ৫, লুকমান - ২৯

পরিকল্পিত পাহাড় স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি

পৃথিবীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে ও মানুষের বাস উপযোগী করে রাখতে অসংখ্য পাহাড়-পর্বত স্থাপন মহাপ্রকৌশলী আল্লাহর এক অপূর্ব নিদর্শন। বিশ্বমণ্ডলের গ্রহ-নক্ষত্রের সৃষ্টি, গতিবিধি এবং মহাকাশের মধ্যে যেমন ভারসাম্য রয়েছে, তেমনি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চাপ, তাপ, ঘনত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবের ক্ষেত্রেও অপূর্ব ভারসাম্য লক্ষণীয়। তাই পরিচলন প্রবাহ থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর অভ্যন্তরিস্থ গলিত পদার্থের উপর পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ও সমুদ্রতল সাম্য প্রতিষ্ঠা করে অবস্থান করছে। অর্থাৎ পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরে যতটুকু পরিমান উঠেছে ঠিক ততটুকু পরিমান পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পেরেক হিসেবে কাজ করছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এই সমস্থিতি বা সাম্য মতবাদটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Airy, Pratt, Heskamen প্রভৃখরা যথার্থ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। নাবা-৭, আম্বিয়া-৩১, নাহল-১৫

প্রতিটি জীব সৃষ্টির মৌলিক উপাদান পানি। তাই পানি ছাড়া জীবের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। মানবদেহে পানির পরিমাণ ৭০%। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, সব ধরণের প্রাণীরই ৫০% থেকে ৯০% হলো পানি। অনেক ভূ-তত্ত্ববিদদের ধারণা যে, পৃথিবীর ভূ-ত্বকে সংরক্ষিত বিষাক্ত ও ক্ষারীয় গ্যাস হতে পৃথিবীর পানির সৃষ্টি। পৃথিবী কঠিন হওয়ার পরও ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র আগ্নেয়গিরির কার্যকলাপ অব্যাহত চলছিলো বলে অনুমান করা হয়। প্রথম দিকে উৎক্ষিপ্ত জলীয় বাষ্পধারা সৃষ্ট বাষ্পীয় মহাপ্লাবন ঘন মেঘের আকারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ভাসমান অবস্থায় বিরাজমান ছিল। এই পর্যায়ে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত থাকায় পতনশীল বৃষ্টি পতিত হয়ে আবার বাষ্পে পরিণত হয়ে ঊর্ধ্ব মেঘের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ-কোটি বছর ধরে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল বলে অনুমান করা হয়। এ অবস্থায় বাষ্পীভবন, ঘনীভবন এবং বৃষ্টি বরফপাত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে রাখে। পরবর্তীতে পৃথিবীর পৃষ্ঠে খাড়া পাহাড়-পর্বতের প্রান্তে তীক্ষ্ণ ঢালে পতিত বৃষ্টি বরফপাত শীট আকারে প্রবাহের দ্বারা মসৃণ ও নীচু হয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে গভীর খাদের সৃষ্টি করে এবং পৃথিবীকে ধীর গতিতে শীতল করে। পরবর্তীতে এই সকল গভীর খাদে পানি জমা হতে থাকে। এভাবেই পানির উৎপত্তি হয় বলে প্রমাণিত। আম্বিয়া - ৩০, নূর - ৪৫, নমল - ৩০, বাকারা - ২২

2008

১৪১৪-১৪১৫ বাংলা ১৪২৮-১৪২৯ হিজরী

January

পৌষ-মাঘ | জিলহজ্ব-মহররম

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
		১৮ 1 21	১৯ 2 22	২০ 3 23	২১ 4 24	২২ 5 25
২৩ 6 26	২৪ 7 27	২৫ 8 28	২৬ 9 29	২৭ 10 1	২৮ 11 2	২৯ 12 3
৩০ 13 4	১ 14 5	২ 15 6	৩ 16 7	৪ 17 8	৫ 18 9	৬ 19 10
৭ 20 11	৮ 21 12	৯ 22 13	১০ 23 14	১১ 24 15	১২ 25 16	১৩ 26 17
১৪ 27 18	১৫ 28 19	১৬ 29 20	১৭ 30 21	১৮ 31 22		

February

মাঘ-ফাল্গুন | মহররম-সফর

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
					১৯ 1 23	২০ 2 24
২১ 3 25	২২ 4 26	২৩ 5 27	২৪ 6 28	২৫ 7 29	২৬ 8 30	২৭ 9 1
২৮ 10 2	২৯ 11 3	৩০ 12 4	১ 13 5	২ 14 6	৩ 15 7	৪ 16 8
৫ 17 9	৬ 18 10	৭ 19 11	৮ 20 12	৯ 21 13	১০ 22 14	১১ 23 15
১২ 24 16	১৩ 25 17	১৪ 26 18	১৫ 27 19	১৬ 28 20	১৭ 29 21	

March

ফাল্গুন-চৈত্র | সফর-রবিঃ আউঃ

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
১৬ 30 21	১৭ 31 22					১৮ 1 22
১৯ 2 23	২০ 3 24	২১ 4 25	২২ 5 26	২৩ 6 27	২৪ 7 28	২৫ 8 29
২৬ 9 30	২৭ 10 1	২৮ 11 2	২৯ 12 3	৩০ 13 4	৩১ 14 5	১ 15 6
২ 16 7	৩ 17 8	৪ 18 9	৫ 19 10	৬ 20 11	৭ 21 12	৮ 22 13
৯ 23 14	১০ 24 15	১১ 25 16	১২ 26 17	১৩ 27 18	১৪ 28 19	১৫ 29 20

April

চৈত্র-বৈশাখ | রবিঃ আউঃ-রবিঃ সানি

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
		১৮ 1 23	১৯ 2 24	২০ 3 25	২১ 4 26	২২ 5 27
২৩ 6 28	২৪ 7 29	২৫ 8 1	২৬ 9 2	২৭ 10 3	২৮ 11 4	২৯ 12 5
৩০ 13 6	১ 14 7	২ 15 8	৩ 16 9	৪ 17 10	৫ 18 11	৬ 19 12
৭ 20 13	৮ 21 14	৯ 22 15	১০ 23 16	১১ 24 17	১২ 25 18	১৩ 26 19
১৪ 27 20	১৫ 28 21	১৬ 29 22	১৭ 30 23			

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

Bangladesh Islami Chhatrashibir

৪৮/১- এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব

বৈচিত্র্যময় প্রাণী জগত

বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে জানার ও দেখার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। অপরূপ প্রকৃতির স্নেহ-মমতায় লালিত জীবজগত বড়ই বৈচিত্র্যময়। অনুপম ও বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আমরা দেখতে পাব এই অসংখ্য প্রাণীর দেহ ও গঠন প্রণালী, বৈশিষ্ট্য, জীবিকা নির্বাহ পদ্ধতি, পরিভ্রমন প্রক্রিয়া এবং বংশ বৃদ্ধি কৌশল ইত্যাদি এক সুশৃংখল প্রক্রিয়ায় পরিচালিত। এই অসংখ্য প্রাণীর মধ্যে মহান আল্লাহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণীর নামে কুরআনের কয়েকটি সূরার নামকরণও করেছেন। যেমন মৌমাছির রোগ প্রতিষেধক মধু তৈরি ও সঞ্চয়, জোনাকীর নিভু নিভু আলো, নিশাচর প্রাণীর অন্ধকারে পরিভ্রমন, বাবুই পাখির শৈল্পিক বাসা তৈরী, বীজের অংকুরোদগম, মাকড়সার জাল তৈরী এসবই আমাদেরকে মহাপরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। "অবশ্যই দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমান ও যমীনের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই খোদাভীরু লোকদের জন্যে অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে"। (ইউনুস-৬) "এরা কি উটনীর দিকে তাকিয়ে দেখেনা, তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে! আর আকাসের দিকে, কিভাবে তাকে উচু করে রাখা হয়েছে! পাহাড়গুলোর দিকে, কিভাবে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে! যমীনে দিকে, কিভাবে একে সমতল করা হয়েছে"! (গাশিয়া ১৭-২০)

মৌমাছি

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে ৭০% হচ্ছে কীট-পতঙ্গ। অসংখ্য পতঙ্গের মধ্যে একটি অন্যতম প্রাণী হচ্ছে মৌমাছি। মৌমাছি তাদের নিজস্ব কলোনীতে বাস করে এবং এরা মানুষের অসংখ্য রোগের প্রতিষেধক মধু সরবরাহ করে তাদের তৈরি মধু ষড়কোণাকৃতির মৌচাকে সগ্রহ করে। কিন্তু কখনো কি আমরা দেখেছি তারা কেন এই মধু ষড়কোণাকৃতির মৌচাকে সংগ্রহ করে? গণিতবিদরা এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন এবং বহু গণনার পর তারা খুব কৌতুহলজনক উপসংহার টেনেছেন। সবচেয়ে বেশি পরিমান ধারণক্ষমতার একটি জমাঘর বানাতে গেলে সেটা ষড়কোণাকৃতির বানানোই সবচেয়ে উত্তম পন্থা, কারণ বিভিন্ন জ্যামিতিক শেপের মধ্যে ষড়কোণাকৃতি হলো সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার এবং এর জন্যই ষড়কোণাকৃতি তৈরি করতে তিন কোণা বা চার কোণা থেকে কম মেট্রিয়াল লাগে। মৌমাছির আরেকটি গুণ হলো মৌচাক তৈরি। এদের এক একটি মৌচাকের সেল মাটি থেকে ১৩° কোণের মাপে বসানো হয়। এভাবে মৌচাকের দুপাশই সমানভাবে তৈরি করা হয়। এই ১৩°কোণের পরিমান মধুকে মৌচাকের ভিতর থেকে পড়ে না যেতে সাহায্য করে। তারা এটা এমনভাবে তৈরি করে যেন সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছাতে না পারে। এখানে একটি মজাদার সত্য রয়েছে, মৌমাছিরা জন্মের পর এমনকি চোখ খোলার পর থেকেই এ শিল্প তৈরির ধারণা পায় এবং তারা এটি করতে পারে। তাদের এ স্থাপত্য শিল্প তাদের কে শিখাচ্ছে? এর উত্তর মহাগ্রন্থ আল কোরআনেই রয়েছে।

মানব হিতকারে মৌমাছি : ফুলে ফুলে বিচরণ করে মৌমাছি ফুলের নেকটার সগ্রহ করে তা নিজের মুখের লালার সাথে মিশিয়ে মধুতে পরিণত করে। যে মধুতে রয়েছে মানুষের জন্য পুষ্টি উপাদান ও অসংখ্য রোগের ঔষধ। আদিকাল থেকে মানুষ রোগ প্রতিষেধক হিসেবে মধু ব্যবহার করে আসছে। হাদিসের বাণীও তাই বলে- "হুয়া শিফাউল লিন নাস" অর্থ- মধু মানবজাতির রোগ প্রতিষেধক। অপরদিকে এক সমীক্ষায় দেখা যায়, মৌমাছিরা মধু ও মোম উৎপাদন করে যতটুকু সাহায্য করে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সাহায্য করে পরাগায়নে ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই ক্ষুদ্র কীট সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে মহা এক পরাক্রমশালী স্রষ্টার ইঙ্গিতে। নহল-৬৮

জোনাকি জ্বলে কেন?

আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে ছোট একটি কীট হচ্ছে জোনাকি। অন্ধকার রাতে নদী, খাল বা পুকুরের পাড়ে জোনাকি পোকার নিভু নিভু মৃদু আলো যে মনোরম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তা দেখে মোহিত হয়নি এমন বেরসিক লোক বুঝি কমই আছে। তবে এ জোনাকি শুধু যে সৌন্দর্য বর্ধন করার জন্যই জ্বলে তা কিন্তু নয়, বরং এ আলোর সাহায্যেই সে তার অন্ধকার পথে চলে, খাদ্য গ্রহণ করে এবং শিকারীর হাত থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। মানুষের মতো তো টর্চ লাইট ব্যবহার করে জোনাকির পক্ষে অন্ধকার দূর করা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তায়ালা এই প্রাণীটির দেহে Luciferin এবং Luciferase নামক দুটি বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন যা বাতাসের অক্সিজেনের (O_2) সংস্পর্শে জ্বলে উঠে। এভাবে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব যে টিকিয়ে রেখেছেন,

সামুদ্রিক সম্পদ

মানুষের জন্যে সমুদ্রে রয়েছে অজস্র সম্পদ। মহাসাগরগুলো পৃথিবীর প্রায় ৭১% স্থান জুড়ে রয়েছে, তাই মহাসাগরগুলোর মধ্যে সম্পদের পরিমানও আয়তনের মতই বিশাল। সামুদ্রিক সম্পদগুলোর অন্যতম হলোঃ

১.খনিজ সম্পদ ২.খাদ্য সম্পদ ৩.স্বাদু পানি সম্পদ ৪.শক্তি সম্পদ ৫.সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে ঔষধ ও অন্যান্য পদার্থ ৬.সামুদ্রিক পরিবহন ইত্যাদি।

খাদ্য ও খনিজ সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই সমুদ্র সম্পদের বিশালতা সম্পর্কে সু-স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

খাদ্য সম্পদ : খাদ্যের অন্যতম উৎস হিসেবে সমুদ্রের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। সমুদ্রের পানিতে প্রায় ১,৮০,০০০ প্রকারের জীব বসবাস করে,যার মধ্যে ১৬,০০০ প্রকারের মাছ। প্রায় ১০,০০০ প্রকারের উদ্ভিদ রয়েছে,যা আমাদের খাদ্যসহ বিভিন্ন চাহিদা মিটানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ২৬% এরও বেশী জৈব প্রোটিন যা মানুষ গ্রহণ করে, সমুদ্রই তার উৎসস্থল

খনিজ সম্পদ : সমুদ্রে খনিজ সম্পদ মজুদের পরিমান সাধারণভাবে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে নিরূপণ করা হয়েছে যার পরিমান ৬০ থেকে ১০১৫ টন (৬০,০০০মিলিয়ন)।

মাকড়সা

শুষ্ক বীজে প্রাণের সঞ্চার

অংকুরোদগম

জরায়ুজ-অংকুরোদগম

উপযুক্ত পরিবেশে পানি, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও অক্সিজেনের প্রভাবে ঘুমন্ত ও প্রায় নিষ্ক্রিয় ভ্রূণের জাগরণ এবং বীজাবরণ ভেদ করে সক্রিয়ভাবে বাইরে বেরিয়ে আসার নাম অংকুরোদগম। অংকুরোদগমকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে একটি অন্যতম পদ্ধতি হচ্ছে-জরায়ুজ অংকুরোদগম।

জরায়ুজ অংকুরোদগমে ফলের অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায়ই বীজের অংকুরোদগম হয় এবং ফলটি তখনো গাছেই লাগানো থাকে। ভ্রূণমূলটি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে লম্বা ও মোটা হয়ে এ অবস্থায়ই গাছ থেকে কর্দমাক্ত মাটিতে পড়ে এবং মূল কাদায় ঢুকে চারটিকে মাটির সাথে আটকে ফেলে। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে এইরূপ অংকুরোদগম হয়ে থাকে। জরায়ুজ অংকুরোদগম না ঘটলে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় জোয়ার-ভাটার টানে বীজ মাটির সাথে আটকে থাকতে পারত না বরং জোয়ারের টানে সমুদ্রে চলে যেত। এতে স্বাভাবিক অংকুরোদগম ব্যাহত হত এবং উপকূলীয় বনরাজি ধ্বংস হত। কিন্তু উপকূলীয় এ বনরাজি যে ধ্বংস হবে না এবং তাকে রক্ষা করার জন্য রয়েছেন এক মহান বিজ্ঞানীর এক অভিনব কৌশল। সে মহান বিজ্ঞানী রাব্বুল আলামিন। এখন প্রশ্ন আসে, যে একক স্রষ্টার ইংগিতে শুষ্ক বীজ থেকে সজীব প্রাণের সঞ্চার ঘটে, সে স্রষ্টার পক্ষে কি সম্ভব নয় পুনরুত্থানের দিন মাটিতে মিশ্রিত মৃত মানবকে পুনরায় জীবিত করা? অবশ্যই সম্ভব! বাকারা-২৮

প্রতিরক্ষা

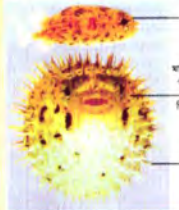

পানির নীচের জগতের মাছরা সবসময় শিকারী থেকে দূরে থাকে। অনেকেই ছদ্মবেশ ধারণ করে, আবার অনেকে কাটার আঘাতে শিকারীর ক্ষতি করে। কিছু প্রজাতির মাছ রয়েছে যেমন- ইল মাছ বৈদ্যুতিক শক দেয়। অধিকাংশ অস্থিময় মাছ পানিতে ডিম্বানু ও শুক্রানু ছেড়ে প্রজনন ঘটায়। প্রথমে ডিম্বানু নিষিক্ত হয় ও বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হয়। বেশীর ভাগ মাছই ডিম ছেড়ে চলে যায়, বাচ্চারা নিজেরাই বড় হয়; অনেক প্রজাতির মাছ বাচ্চাকে থলে, বাসা বা নিজের মুখে বড় করে।

www.icsbook.info

পৃথিবীতে আল্লাহ অসংখ্য প্রাণী সৃষ্টি করে তাদেরকে সফলভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন নানা কৌশল অবলম্বন করে। এদের মধ্যে একটি চমকপ্রদ কৌশল হচ্ছে কবুতর জাতীয় পাখির বাচ্চার খাদ্যদান প্রক্রিয়া। এ জাতীয় পাখির সদ্য প্রস্ফুটিত নবজাতক দানা শস্য গ্রহণে অক্ষম কিন্তু বাঁচার জন্য তো সুপেয় কিছু খেতে হয়। তাই কবুতর জাতীয় পাখি তার ক্রপ (Crop) গ্রন্থি থেকে প্রোল্যাক্টিন নামক এক প্রকার হরমোন নিঃসরণ করে। যা দেখতে সাদা ঘিয়ের ন্যায় এবং প্রচুর প্রোটিন ও পুষ্টি সমৃদ্ধ। এ পদার্থই পাখি তাদের বাচ্চাদের উগরে খাওয়ায়, যা কবুতরের দুধ নামে পরিচিত। এভাবে যে স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টি জীবকে সুকৌশলে, নিপুনভাবে যে টিকিয়ে রেখেছেন তাঁর অস্তিত্ব কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে? এভাবেই আল্লাহ প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য প্রদান করেন। হুদ-৬

তারা বিন্দুমাত্র দেরি না করে শিকার ধরে ফেলে। এই ক্ষুদ্র প্রাণীর নামেই মহান আল্লাহ আনকাবুত নামে একটি সূরার নামকরণ করেন।

চোখের মধ্যে আছে আলো

সময়ের ডোরে বেঁধে দেয়া পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে দিন ও রাতের মাধ্যমে। তাই সময়ের পরিক্রমায় কোন কোন প্রাণী বিচরণ করে রাতের বেলায়। কিন্তু রাতে তো সূর্যের আলো নেই, সব রাতে চাঁদের দীপ্তি নেই। তবে ঐ নিশাচর প্রাণীর কিন্তু রাতে বিচরণ করতেই হবে বাঁচার তাগিদে। তবে কি নিশাচর প্রাণীরা অন্ধকারে দিক-বিদিগ ছুটা-ছুটি করবে? না! বরং দিবালোকের মতোই এরা সুশৃংখল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরিভ্রমণ করে। এদের চোখের মধ্যে রয়েছে ট্যাপেডাম ও লুসিডাম নামক বিশেষ ধরনের বস্তু; যা এদের চোখের মধ্যে আলো উৎপন্ন করে এবং এ আলোর সাহায্যে তিমির রাতেও যেকোন বস্তু অনায়াসে দেখতে পায়। এভাবে আঁধার রাতেও দিবালোকের মতো দেখার ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনিই আমাদের রব।

শিল্পী পাখির শৈল্পিক গুণ

এই অপরূপ বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিচরণ করছে অসংখ্য প্রাণী। প্রতিটি প্রাণীরই রয়েছে নির্দিষ্ট আবাস বা নীড়। তেমনি পক্ষীকুলের মধ্যে শিল্পী পাখি নামে খ্যাত বাবুই পাখিরও রয়েছে এক চমকপ্রদ বাসা বুনন কৌশল। এদেরকে নিখুঁতভাবে যে বাসা বুনতে দেখা যায় তা যে কোন দক্ষশিল্পীকেও হার মানায়। তাল পাতার আঁশ দিয়ে বোনা বাসা খুবই মজবুত। যা ঝড়ে ছেড়ে না, বৃষ্টির পানিও ঢোকে না এই বাসায়। এই বাসার মধ্যে ঢোকা এবং বের হবার জন্য এরা তৈরি করে আলাদা আলাদা দরজা। ভিতরে ডিম ও বাচ্চা এবং নিজেদের থাকার জন্য করে পৃথক চেম্বার। বাসায় থেকে নিজেরা বোধ করে স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ। কবি রজনীকান্ত সেন চড়ুই ও বাবুইকে নিয়ে লিখেছেন "পাকা হোক তবু ভাই পরেরও বাসা/নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা"। শৈল্পিক বাবুইর নিখুঁত বাসা তৈরিতে যে নিপুণ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, তা কি স্রষ্টার অপার মহিমার সাক্ষ্য বহন করে না?

2008

১৪১৫ বাংলা ১৪২৯ হিজরী

May
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | রবিঃ সানি-জমাঃ আউঃ

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
				১৮ 1 24	১৯ 2 25	২০ 3 26
২১ 4 27	২২ 5 28	২৩ 6 29	২৪ 7 30	২৫ 8 1	২৬ 9 2	২৭ 10 3
২৮ 11 4	২৯ 12 5	৩০ 13 6	৩১ 14 7	১ 15 8	২ 16 9	৩ 17 10
৪ 18 11	৫ 19 12	৬ 20 13	৭ 21 14	৮ 22 15	৯ 23 16	১০ 24 17
১১ 25 18	১২ 26 19	১৩ 27 20	১৪ 28 21	১৫ 29 22	১৬ 30 23	১৭ 31 24

June
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | জমাঃ আউঃ-জমাঃ সানি

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
১৮ 1 25	১৯ 2 26	২০ 3 27	২১ 4 28	২২ 5 29	২৩ 6 1	২৪ 7 2
২৫ 8 3	২৬ 9 4	২৭ 10 5	২৮ 11 6	২৯ 12 7	৩০ 13 8	৩১ 14 9
১ 15 10	২ 16 11	৩ 17 12	৪ 18 13	৫ 19 14	৬ 20 15	৭ 21 16
৮ 22 17	৯ 23 18	১০ 24 19	১১ 25 20	১২ 26 21	১৩ 27 22	১৪ 28 23
১৫ 29 24	১৬ 30 25					

July
আষাঢ়-শ্রাবণ | জমাঃ সানি-রজব

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
		১৭ 1 26	১৮ 2 27	১৯ 3 28	২০ 4 29	২১ 5 1
২২ 6 2	২৩ 7 3	২৪ 8 4	২৫ 9 5	২৬ 10 6	২৭ 11 7	২৮ 12 8
২৯ 13 9	৩০ 14 10	৩১ 15 11	১ 16 12	২ 17 13	৩ 18 14	৪ 19 15
৫ 20 16	৬ 21 17	৭ 22 18	৮ 23 19	৯ 24 20	১০ 25 21	১১ 26 22
১২ 27 23	১৩ 28 24	১৪ 29 25	১৫ 30 26	১৬ 31 27		

August
শ্রাবণ-ভাদ্র | রজব-শাবান

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
১৬ 31 28					১৭ 1 28	১৮ 2 29
১৯ 3 30	২০ 4 1	২১ 5 2	২২ 6 3	২৩ 7 4	২৪ 8 5	২৫ 9 6
২৬ 10 7	২৭ 11 8	২৮ 12 9	২৯ 13 10	৩০ 14 11	৩১ 15 12	১ 16 13
২ 17 14	৩ 18 15	৪ 19 16	৫ 20 17	৬ 21 18	৭ 22 19	৮ 23 20
৯ 24 21	১০ 25 22	১১ 26 23	১২ 27 24	১৩ 28 25	১৪ 29 26	১৫ 30 27

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
Bangladesh Islami Chhatrashibir

৪৮/১- এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

সৃষ্টিতত্ত্বে আল্লাহর অস্তিত্ব

মানুষ ঃ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি

মহাবিশ্বের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষ। মহাবিশ্বের তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র এ মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। আল্লাহ মানুষকে এমন বুদ্ধি-বিবেক, মেধা-মনন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে মানুষ মহাবিশ্বের অন্যান্য বিশাল সৃষ্টি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব চালিয়ে আসছে। ক্ষুদ্র মানুষের এমন বিস্ময়কর যোগ্যতা আর প্রতিভাই প্রমাণ করে মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-উপশিরা, কোষ-পেশী অসম্ভব ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ খুবই সুষম ও সুন্দরভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! কোন জিনিসটি তোমাকে তোমার মহিমান্বিত রবের ব্যাপারে ধোঁকায় নিমজ্জিত করেছে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সুঠাম ও সুসামঞ্জস্য করে গড়েছেন এবং যেভাবে চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন"। ইনফিতার ৬-৮, "অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি"। ত্বীন-৪

মস্তিষ্ক (Brain)

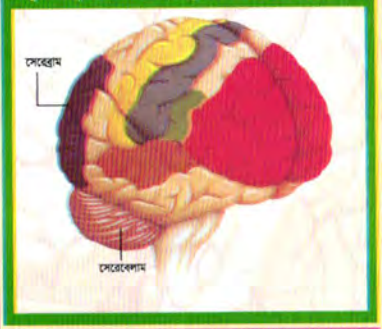

চোখ (Eye)

মানুষের চোখের এক পলক ফেলতে সময় লাগে ০.০৪ সেকেন্ড। পরিষ্কার আবহাওয়ায় স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী একজন মানুষ পাহাড়ের চূড়া থেকে ৫০ মাইল দূরের জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি দেখতে সক্ষম। মানুষের দৃষ্টি ত্রিমাত্রিক (Three Dimentional) যার মাধ্যমে সে একটি বস্তুকে প্রকৃত রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। রাতে ঘুমালে মানুষের ওজন প্রায় ১১ আউন্স কমে যায়। অধিকাংশ মানুষ ঘুমের মধ্যে ৪০ বার পার্শ্ব পরিবর্তন করে।

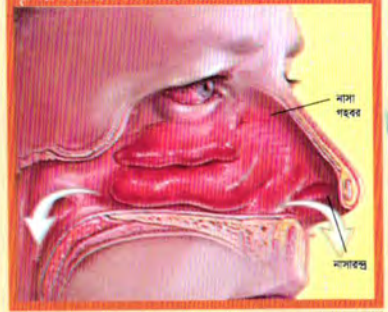

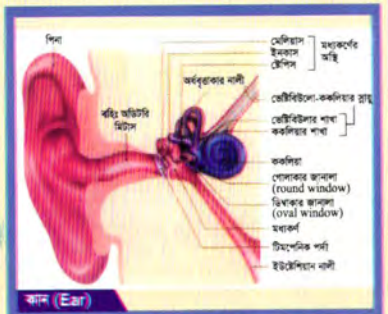

নাক (Nose)

মানুষের ঘ্রাণশক্তি এতই প্রবল যে, কমপক্ষে ১০ হাজার রকমের বিভিন্ন গন্ধ অনুভব করতে পারে। নাসা গহ্বর বাতাসের ধূলিকণা পরিষ্কৃত করে এবং বাতাসকে আর্দ্র করে। নাসা গহ্বরের চারপাশের বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠগুলো প্যারান্যাসাল সাইনাস নামে পরিচিত। যা মাথার ওজনকে হাল্কা ও অনুনাদের সৃষ্টি করে এবং বাতাসের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করে।

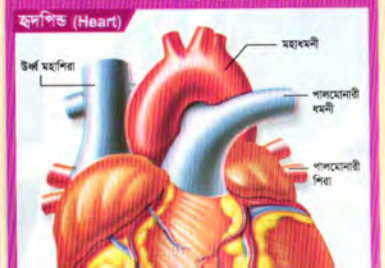

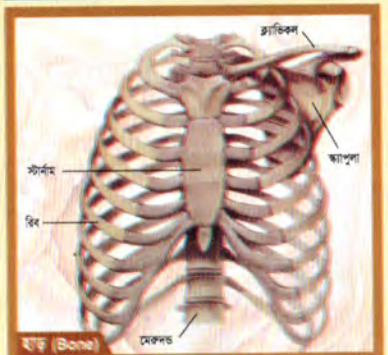

কান (Ear)

হাড় (Bone)

পরিপাক নালী (Digestive Tract)

মানুষের পরিপাক নালীর মধ্য দিয়ে ২৫ ফুট পথ অতিক্রম করতে খাদ্যবস্তুর সময় লাগে ২৪ ঘন্টা। একজন স্বাস্থ্যবান লোক জীবনে ৫০ হাজার কেজি খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। খাদ্যবস্তু পরিপাক নালীর ক্রম সংকোচন-প্রসারণ প্রক্রিয়ার (Peristalsis) মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

দাঁত (Tooth)

হৃদপিন্ড (Heart)

www.icsbook.info

ত্বক (Skin)

ফুসফুস (Lung)

বৃক্ক (Kidney)

জিহবা (Tongue)

১৪১৫ বাংলা ১৪২৯-৩০ হিজরী

2008

September

ভাদ্র-আশ্বিন | শাবান-রমজান

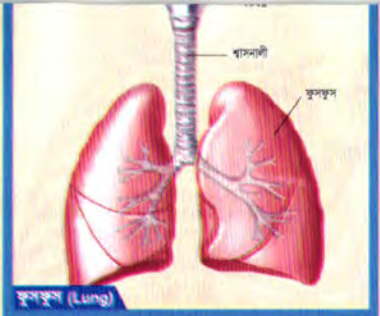

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
	১৭ 1 29	১৮ 2 1	১৯ 3 2	২০ 4 3	২১ 5 4	২২ 6 5
২৩ 7 6	২৪ 8 7	২৫ 9 8	২৬ 10 9	২৭ 11 10	২৮ 12 11	২৯ 13 12
৩০ 14 13	৩১ 15 14	১ 16 15	২ 17 16	৩ 18 17	৪ 19 18	৫ 20 19
৬ 21 20	৭ 22 21	৮ 23 22	৯ 24 23	১০ 25 24	১১ 26 25	১২ 27 26
১৩ 28 27	১৪ 29 28	১৫ 30 29				

October

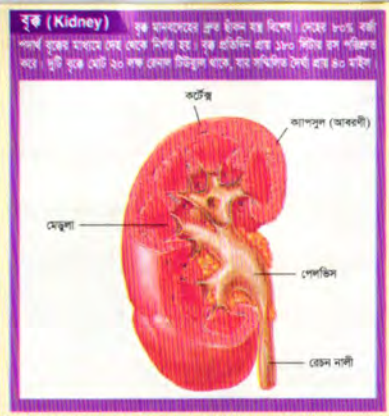

আশ্বিন-কার্তিক | রমজান-শাওয়াল-জিলকদ

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
			১৬ 1 30	১৭ 2 1	১৮ 3 2	১৯ 4 3
২০ 5 4	২১ 6 5	২২ 7 6	২৩ 8 7	২৪ 9 8	২৫ 10 9	২৬ 11 10
২৭ 12 11	২৮ 13 12	২৯ 14 13	৩০ 15 14	১ 16 15	২ 17 16	৩ 18 17
৪ 19 18	৫ 20 19	৬ 21 20	৭ 22 21	৮ 23 22	৯ 24 23	১০ 25 24
১১ 26 25	১২ 27 26	১৩ 28 27	১৪ 29 28	১৫ 30 29	১৬ 31 1	

November

কার্তিক-অগ্রহায়ণ | জিলকদ-জিলহজ্ব

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
১৬ 30 1						১৭ 1 2
১৮ 2 3	১৯ 3 4	২০ 4 5	২১ 5 6	২২ 6 7	২৩ 7 8	২৪ 8 9
২৫ 9 10	২৬ 10 11	২৭ 11 12	২৮ 12 13	২৯ 13 14	৩০ 14 15	১ 15 16
২ 16 17	৩ 17 18	৪ 18 19	৫ 19 20	৬ 20 21	৭ 21 22	৮ 22 23
৯ 23 24	১০ 24 25	১১ 25 26	১২ 26 27	১৩ 27 28	১৪ 28 29	১৫ 29 30

December

অগ্রহায়ণ-পৌষ | জিলহজ্ব-মহররম

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
	১৭ 1 2	১৮ 2 3	১৯ 3 4	২০ 4 5	২১ 5 6	২২ 6 7
২৩ 7 8	২৪ 8 9	২৫ 9 10	২৬ 10 11	২৭ 11 12	২৮ 12 13	২৯ 13 14
৩০ 14 15	১ 15 16	২ 16 17	৩ 17 18	৪ 18 19	৫ 19 20	৬ 20 21
৭ 21 22	৮ 22 23	৯ 23 24	১০ 24 25	১১ 25 26	১২ 26 27	১৩ 27 28
১৪ 28 29	১৫ 29 30	১৬ 30 1	১৭ 31 2			

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
Bangladesh Islami Chhatrashibir

৪৮/১- এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

Calendar 2009

আগামীর বাংলাদেশ

জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। উর্বর পলিবাহিত মৃত্তিকার চারদিকে সবুজের সমারোহ, মৃত্তিকার নিচে অফুরন্ত খনিজ প্রাচুর্য, আর আকাশ সীমায় বিপুল রূপালী মেঘের পাল- যা সারা বছর অকৃপণভাবে মৃত্তিকাকে সিঞ্চন করছে। এভাবে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে-ভূগহবরে প্রকৃতির সকল উৎস এদেশকে দান করার জন্য উন্মুখ। অপব্যবহারের কারণে এক সময় এগুলোকে অভিশাপ হিসেবে দেখা হলেও ভবিষ্যতে বিপুল সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে এ সম্পদ। আগামীর বাংলাদেশে সম্ভাবনার এ দ্বারসমূহ কিভাবে উন্মুক্ত হবে আমাদের ভাবনা তা নিয়েই। আগামীকে গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমাদের এবারের পরিবেশনা।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে, সুন্দর এক ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হলে দেশের সকল কার্যক্রম একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনার আলোকে পরিচালিত হতে হবে। এজন্য প্রয়োজন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা (মাস্টার প্ল্যান)। এ প্ল্যান নিতে হবে দেশের সকল বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী এবং রাজনীতিবিদের মতামতের ভিত্তিতে, যাতে দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও এ পরিকল্পনার পরিবর্তন না হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনার কারণে এক ক্ষেত্রের উন্নয়ন অন্য ক্ষেত্রের জন্য ক্ষতিকর কিংবা বাহুল্য বিবেচিত হবে না। যেমন উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। আবার শিল্পবর্জ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তাই শিল্প বিকাশের সাথে সাথে শিল্পবর্জ্যের প্রতিস্থাপন আগেই নির্ধারিত থাকবে। রাজধানীর ওপর চাপ কমাতে জেলায় জেলায় উন্নত নগরায়ন করতে হবে। সে সব নগরে থাকবে উন্নত নাগরিক সুযোগ-সুবিধা, কর্মক্ষেত্র ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। শিক্ষায় দেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব ডিসিপ্লিনের যতটুকু চাহিদা রয়েছে সেই সংখ্যক যোগ্য মানবসম্পদ তৈরির পরিকল্পনা থাকবে। আগামী পঞ্চাশ বছরে জনসংখ্যা কত হতে পারে, তাদের আবাসন কোথায় হবে এবং তাদেরকে কিভাবে যোগ্য মানবসম্পদে রূপান্তর করা যায় তার পরিকল্পনা থাকবে। প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিজগতের সকল সম্ভাবনা কাজে লাগানোর উপায় খুঁজতে হবে। এভাবেই সমন্বিত প্রচেষ্টা, পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা জাতিকে উপহার দিতে পারব একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ। আর এটা করতে হবে আমাদেরকেই। আল্লাহ বলেন, **আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে। (সূরা রা'দ - ১১)**

আগামীর শিল্প

বিপুল জনশক্তির এই দেশে অদূর ভবিষ্যতে দ্রুতই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটবে। মধ্যপ্রাচ্য, জাপান,মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় উৎপাদনের জন্য যেখানে জনশক্তির ঘাটতি রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে উদ্বৃত্ত বিপুল জনশক্তি। এছাড়া রয়েছে কাঁচামাল, নিজস্ব জ্বালানি সম্পদ এবং উৎপাদনোপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিকল্পিত উদ্যোগ নিলে যে কোন শিল্পের বিকাশই এখানে সম্ভব। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতের অবদান যেখানে ১৭.৩১ শতাংশ ছিল, সেখানে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২৯.৭৭ শতাংশ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৭ শতাংশ অবদান রাখে। আশা করা যায় আগামী এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্পখাতের অবদান হবে ৪৫ শতাংশ এবং মোট কর্মরত জনশক্তি হবে ৩৭ শতাংশ।

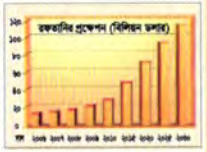

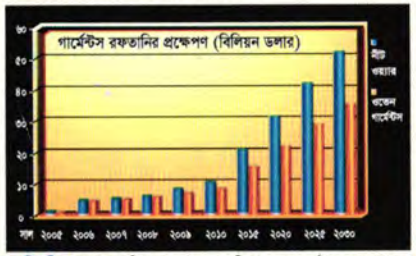

গার্মেন্টস শিল্প। দেশের রফতানি আয়ের ৭৫% পোশাক শিল্পের অবদান। বর্তমানে ৩০ লক্ষ মানুষ এ শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে। এদের পরিবারের সংখ্যা হিসাব করলে প্রায় ২ কোটি মানুষ সরাসরি এ খাতের সুবিধা ভোগ করছে। 'মসলিন'-এর এ দেশ থেকে ২০৩০ সালে ওভেন ও নীটওয়্যার রফতানির পরিমাণ ৯৫ বিলিয়ন ডলার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হবে প্রায় ১ কোটি লোকের।

কৃষিজাত পণ্য ও মশলা। সুলতানি ও মোঘল আমলে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের মশলাদ্রব্য রফতানি করা হতো। কয়েক শতাব্দী পর আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিভিন্ন ব্রান্ডের খাদ্যপণ্য ও মশলা মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আফ্রিকায় রফতানি হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত বিশ্বের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার সিংহভাগ বাংলাদেশ থেকেই রফতানি করা সম্ভব হবে।

রকমারি মশলা

সমৃদ্ধ ঐতিহ্যে ফিরে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ থেকে সুতা ও সুতি বস্ত্র পৃথিবীব্যাপী রফতানি হত। মসলিনের খ্যাতি ছিল দুনিয়া জোড়া। চিনি ছিল অন্যতম প্রধান শিল্প। এ ছাড়া জাহাজ, কার্পেট, কাগজ ধাতব শিল্প অলঙ্কার ইত্যাদিতে গৌরবময় শিল্প সভ্যতার অধিকারী ছিল বাংলাদেশ। কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যে মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশ উদ্বৃত্ত ছিল। এ দেশ থেকে আদা, মরিচ, লাক্ষা, মোম, গন্ধ-গোকুল, ঔষধ, ঘি, হরীতকী, চালসহ বিভিন্ন কৃষিপণ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রফতানি হত। সারা পৃথিবীতে এসব পণ্য সোনা এবং রূপার বিনিময়ে আদান-প্রদান করা হত। বৃটিশদের আগমনের পর বাংলাদেশের এই সমৃদ্ধি দূরীভূত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে আবারও সেই ঐতিহ্য ফিরে এসেছে যা অচিরেই বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। গার্মেন্টস শিল্প এখন সারা পৃথিবীতে নিজস্ব বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে এখন জাহাজ, অলঙ্কার, বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য, মশলা, হারবাল সামগ্রী, ঔষধ ইত্যাদি রফতানি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন কারুকার্যময় অলঙ্কার, কারুশিল্পসহ অন্যান্য পণ্য রফতানিতে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে আগের ঐতিহ্য ফিরে পাচ্ছে।

সিমেন্ট ফ্যাক্টরি

সিরামিক শিল্প। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট সিরামিক কোম্পানি মিলে বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হয়েও টিকতে পারছে না। অথচ বাংলাদেশ টেবিল ওয়্যার, স্যানিটারি ওয়্যার এবং ইনসুলেটরসহ এ শিল্পের বিভিন্ন পণ্য রফতানিতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ সালে এই খাতে ৪০ কোটি ডলারের রফতানি হতে পারে।

নির্মানাধীন জাহাজ

জাহাজ শিল্প। ১৭ শতকে মাস্তল ও পাল তোলা যে জাহাজগুলো সারা দুনিয়ার সাগর মাতিয়ে বেড়াত তা ছিল বাংলাদেশের তৈরি। ইতোমধ্যে জাহাজ আবার সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা আগামী দশকে গার্মেন্টস শিল্পকে ছাড়িয়ে যাবে। দক্ষ প্রকৌশলী ও সহজলভ্য শ্রমশক্তি ও কাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ২০২৫ সালে এ খাতে ১২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্ডার পাওয়া সম্ভব হবে।

চা। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান চা রফতানিকারক দেশ। চা-এর গুণাগুণ ও মান বৃদ্ধি করতে পারলে আগামী দুই দশকে চা রফতানির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ৮-১০ গুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

চা বাগান

চামড়া। বিশ্বের চামড়ার বাজারের ৩%, গবাদি পশুর ২% এবং ছাগলের ৪% বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। প্রতি বছর এখন প্রায় ১৫ কোটি বর্গফুট চামড়া উৎপাদিত হচ্ছে যা ২০২০ সাল নাগাদ ৫০ কোটি বর্গফুট ছাড়িয়ে যাবে। আগামী ৫ বছরে এ খাতে ১ বিলিয়ন ডলার রফতানি করা সম্ভব হবে।

চামড়াজাত পণ্য

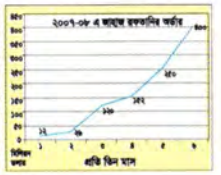

পাট ও পাটজাত পণ্য। বিশ্বব্যাপী সিনথেটিক ফাইবারের বদলে প্রাকৃতিক আঁশের কদর বেড়ে যাওয়ায় 'সোনালী আঁশ' খ্যাত পাটের সুদিন আসছে। ধারনা করা হচ্ছে, আগামীতে মোট রফতানির মধ্যে পাটখাতের অবদান ৩% থেকে বেড়ে ৫-৬% উন্নীত হবে।

সিমেন্ট শিল্প। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সিমেন্ট কোম্পানি চট্টগ্রাম, সিলেট ও অন্যান্য স্থানে তাদের কারখানা প্রতিস্থাপন করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে সিমেন্ট রফতানি শুরু হয়েছে। আগামী দশকে শিল্পায়ন, যোগাযোগ, এবং নগরায়নের প্রয়োজনে এ খাতে বিপুল চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ ১০গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে, যা বৈদেশিক মুদ্রা আয়সহ বিপুল জনশক্তির জীবিকা নির্বাহে সহায়ক হবে।

হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং। স্থানীয় পর্যায়ে মেশিনারিজ পার্টস ও ভোক্তা সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অসংখ্য ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে এবং রফতানিতে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আগামী দুই দশকে বিশ্ববাজারে এ খাতের প্রয়োজনীয় চাহিদা সরবরাহের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে বাংলাদেশ।

প্রকাশনা শিল্প। বর্তমানের ধারা অব্যাহত থাকলে ইউরোপ-আমেরিকায় আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আগামীতে এ শিল্পে কয়েক শত কোটি ডলারের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ইলেকট্রনিক্স। দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ মোবাইল বাজার হিসেবে বাংলাদেশে কোটি কোটি মোবাইল, টেলিকম এবং ইলেকট্রনিক্স গৃহসামগ্রীর চাহিদা পূরণে অ্যাসেম্বলিং প্রতিষ্ঠান খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামীতে কয়েক বিলিয়ন ডলারের রফতানি আয় সম্ভব হবে।

ঔষধ শিল্প। বাংলাদেশ ঔষধ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবছর বেশ কিছু কোম্পানি ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার ৬২টি দেশে ৫ বিলিয়ন টাকার ঔষধ রফতানি করেছে। আগামী দশকে এ খাতে রফতানির পরিমাণ ৫০ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হবে।

হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য। দেশের মোট রফতানির মধ্যে হিমায়িত খাদ্যের পরিমাণ ৫% যার পরিমাণ ৭০ কোটি ডলার। গত দশকে মৎস্য ও চিংড়ি রফতানি গড়ে ২০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-এর জুলাইতে বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৯.৪৭%। আগামী দুই দশকে হিমায়িত খাদ্যের রফতানির পরিমাণ ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা

ভবিষ্যতে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে। সড়ক পথের বহু উপযোগিতা সৃষ্টির সাথে সাথে পরিবহনও হবে নিত্য নতুন, বহুমাত্রিক ও উভচর বৈশিষ্ট্যের, যা সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, মানুষের বাসস্থান, অফিস-আদালত-কলকারখানা এই ত্রিবিধ বিষয় একটি সমন্বিত ধারায় পরিচালিত হবে। যানজট নিরসন ও সময়ের সদ্ব্যবহার করতে তখন আকাশ পথেও যোগাযোগের সহজ ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে। সহজ, হালকা ও সস্তা হেলিকপ্টার, জেপলিন বা বিমানের প্রচলন হবে এবং উঁচু ভবনের হেলিপ্যাডগুলো

বিল্ডিং, টাওয়ার বা লাইটপোস্টে স্থাপিত সিগন্যাল যন্ত্র।

সিগন্যাল

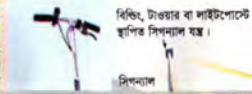

স্থাপত্য ও অবকাঠামো

আগামীতে স্থাপত্য ও অবকাঠামো রীতিতে আসবে ব্যাপক পরিবর্তন। ইনটেলিজেন্ট বিল্ডিং বা বুদ্ধিমান ভবন হবে সর্বত্র। তা

www.icsbook.info

হেলিপ্যাড ভবনে অবতরণরত হেলিকপ্টার

প্রবাসী এবং পর্যটকদের দেশে আসা- যাওয়ার জন্য যোগাযোগ অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে। ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আন্তঃজেলায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস হাইওয়ে, এলিভেটেড কার পার্কিং, নগর অভ্যন্তরে আন্ডারওয়ে, আন্ডারপাস, ফ্লাইওভার, ইলেকট্রিক ট্রেন, মনোরেল, ট্রাম লাইন ইত্যাদি নির্মিত হবে। পাহাড়ি এলাকার মত 'রোপওয়ে'-এর উন্নত ভার্সন শহরাঞ্চলের ভবনগুলোতে দেখা যাবে। পাশাপাশি ভবনগুলোতে 'লেভেল-টু-লেভেল স্পেস করিডোর' চালু হবে। যাতে সময়, শ্রম, যানজট অনেকাংশে কমে যাবে। নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভিসহ আধুনিক প্রযুক্তির সঞ্চার ঘটবে। বড় বড় শহরগুলোতে ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক ফুট বাইক ব্যবহৃত হবে যাতে ফুটপাথ দিয়েই যেকোন ব্যক্তি দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে পারবে। এছাড়া চালকবিহীন 'পডকার' এবং 'অটো ট্রাকিং কার' চলাচল করবে।

বিদ্যুচালিত পডকার বা পার্সোনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট

ইলেকট্রিক ফুট বাইক

আগামীর গাড়ি : কম্পিউটার সিগন্যাল ও রাস্তার ট্রাকিং এর মাধ্যমে চালক ছাড়াই গাড়ি চালু হবে এবং যাত্রীরা নিরাপদে গন্তব্যে পৌছতে পারবে। গাড়িগুলো সৌরশক্তি অথবা বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিচালিত হবে।

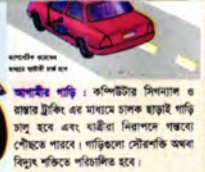

প্রয়োজন পূর্ণ করবে। সেখানে থাকবে হলোগ্রাফিক ওয়াল, অত্যাধুনিক তাপ প্রতিরোধক ছাদ, বৃষ্টির পানির ব্যবহার, ক্রস ভেন্টিলেশন, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, সিসিটিভি, অটো এলার্মিং ব্যবস্থা। এছাড়া সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারসহ সুউচ্চ ভবনগুলোকে হেলিপ্যাড স্থাপন, বর্জ্য বিদ্যুৎ আহরণ ও সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

ঢাকার একটি ইন্টেলিজেন্ট ভবন

আগামীর কৃষি

ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যশস্যের জোগান দেয়াই হবে দেশের কৃষির মূল চ্যালেঞ্জ। ২০২৫ সালে প্রতি হেক্টরে খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে ৪.৬ মে. টন এবং ২০৫০ সালে চাহিদা পূরণের জন্য হেক্টর প্রতি উৎপাদন করতে হবে ৯ মে. টন। অথচ বর্তমানে বছরে উৎপাদিত হচ্ছে ৩.৩ মেট্রিক টন। এ পরিমাণকে বাড়িয়ে ৪.৬ মেট্রিক টন করা কঠিন হলেও দেশে বর্তমান উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ২০৫০ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে হলে প্রয়োজন ১) চাষাবাদকে শিল্পায়নের আওতায় আনা ২) হাইব্রিডের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ও সঠিক নীতি গ্রহণ ৩) ভূমি ব্যবহার নীতিমালা তৈরি ৪) খরা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন এবং ৫) ব্যাপকভাবে পরিবেশবান্ধব জৈব সার, কীটনাশক ও কৃষিবান্ধব পোকার ব্যবহার।

কৃষি শিল্পায়ন : অধিক খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে দেশের কৃষিকে শিল্পায়নের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এ কনসেপ্ট অনুসারে দেশের হাওর, বিল, ফসলের মাঠ নিয়ে গড়ে উঠবে এক একটি কৃষিশিল্প এলাকা। জমির স্বত্বাধিকারী কৃষকরা হবেন এসব শিল্পের শেয়ার হোল্ডার। প্রাথমিক পুঁজির জন্য সামর্থ্যবান কৃষকরা এখানে বিনিয়োগ করতে পারবেন। ফসলের প্রতিটি মৌসুম শেষে কৃষকরা তাদের লভ্যাংশ তুলে নিতে পারবেন। আয়তন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কৃষিবিদ থাকবেন এসব শিল্প খামারে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প : বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্পের মধ্যে ফলের জুস, ডেইরি, পোল্ট্রি, মৎস্য, ভোজ্য তেল, পাম চাষ, মিঠা পানির চিংড়ি, মুক্তা চাষ, উপকূলীয় অঞ্চলে ভটকি ও ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। যেসব কারণে এদেশে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশলাভ করবে: ১. যথেষ্ট কাঁচামালের জোগান ২. প্রতিবছরের বন্যা ও নদীবাহিত পলিমাটি ৩. আবহাওয়া ও পরিবেশগত সুবিধা ৪. যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাত এবং ৫. জমির বহুমুখী ব্যবহার।

রিমোট সেন্সিং : এছাড়া জাপানে উদ্ভাবিত স্যাটেলাইট ভিত্তিক রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিতে জমির উৎপাদন ক্ষমতা তুলনা করে প্রয়োজনীয় বীজ, সার, সেচ ইত্যাদি পরিমাণমত প্রয়োগের মাধ্যমে আগামী দশকে ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

কম্পিউটার নির্ণয় করবে উদ্ভিদের রোগ ও উৎপাদন : বাংলাদেশে উদ্ভাবিত হয়েছে কম্পিউটারের মাধ্যমে উদ্ভিদের রোগ নির্ণয়ের প্রযুক্তি। পাতা দেখে কম্পিউটার বলে দেবে ঠিক কি কি বাহ্যিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে ওই উদ্ভিদটি। এতে কম্পিউটার আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সেন্সরকে কাজে লাগিয়ে ধান গাছের পাতার বিভিন্ন রোগ নির্ণয় প্রায় ৮০-৮৫% সফলতা লাভ করা যায়। সফটওয়ারের মাধ্যমে ডাটা বিশ্লেষণ করে সনাক্ত করা রোগ নির্ণয়ে ভুলের সম্ভাবনা কম। এই পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

আমন উৎপাদন : একই জমিতে পানির নিচের আমনের বাম্পার ফলনের জন্য প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে যা উত্তরবঙ্গে পরীক্ষামূলক প্রচলন শুরু হয়েছে। এটা সফল হলে প্রায় ২০ ভাগ আমন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

সাশ্রয় হবে হাজার কোটি টাকা : প্রতি বছর বাংলাদেশে ২৩ লাখ ২৮ হাজার মে. টন ইউরিয়া ব্যবহৃত হয়, যার মূল্য ১,৩০০ কোটি টাকা। কিন্তু একই পরিমাণ জমিতে জীবাণু সার ব্যবহৃত হবে ৬,৫০০ মে. টন, যার মূল্য ৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ জীবাণু সার ব্যবহার করলে রাষ্ট্রের প্রতি বছর প্রায় ১,২৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

January
পৌষ-মাঘ ১৪১৫ | মহররম-সফর ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							

February
মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৫ | সফর-রবিঃ আউঃ ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28														

March
ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১৫ | রবিঃ আউঃ-রবিঃ সানি ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											

April
চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৫-১৬ | রবিঃ সানি-জমাঃ আউঃ ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার

৪৮/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

Calendar 2009
আগামীর বাংলাদেশ
যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি
আগামীর স্বাস্থ্য
অর্থনৈতিক সূচক
ভবিষ্যতের শিক্ষা
Investment
Government Deficit
Life Expectancy

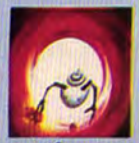

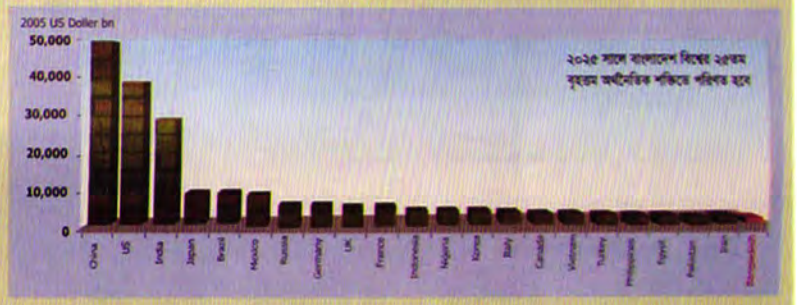

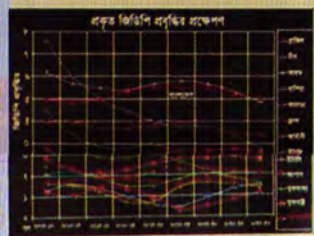

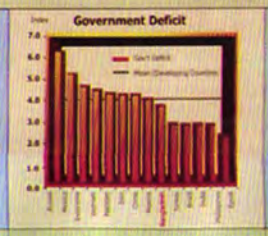

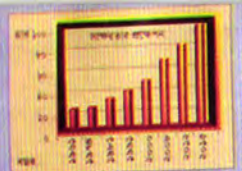

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

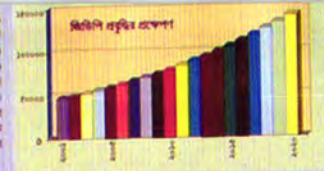

বাংলাদেশের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি বিদেশী শক্তির লোলুপ দৃষ্টি ছিল বহুকাল থেকেই। জ্বালানি ও খনিজের বিপুল মজুদের সঠিক উত্তোলন ও ব্যবহার আগামীতে দেশের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারবে। বিদেশী কোম্পানিকে লিজ দেয়ার পরিবর্তে দেশীয় কোম্পানিকে সুযোগ দিতে পারলে এ সম্পদের প্রকৃত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

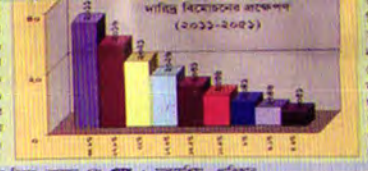

২০২০ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

প্রকৃতি	বছর			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

May

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ · জমাঃ আউঃ-জমাঃ সানি ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

June

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১৬ · জমাঃ সানি-রজব ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											

July

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১৬ · রজব-শাবান ১৪৩০

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

August

শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪১৬ · শাবান-রমজান ১৪৩০

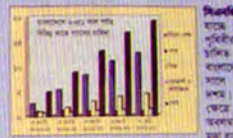

sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat	sun	mon	tue	wed	thu	fri	sat
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার

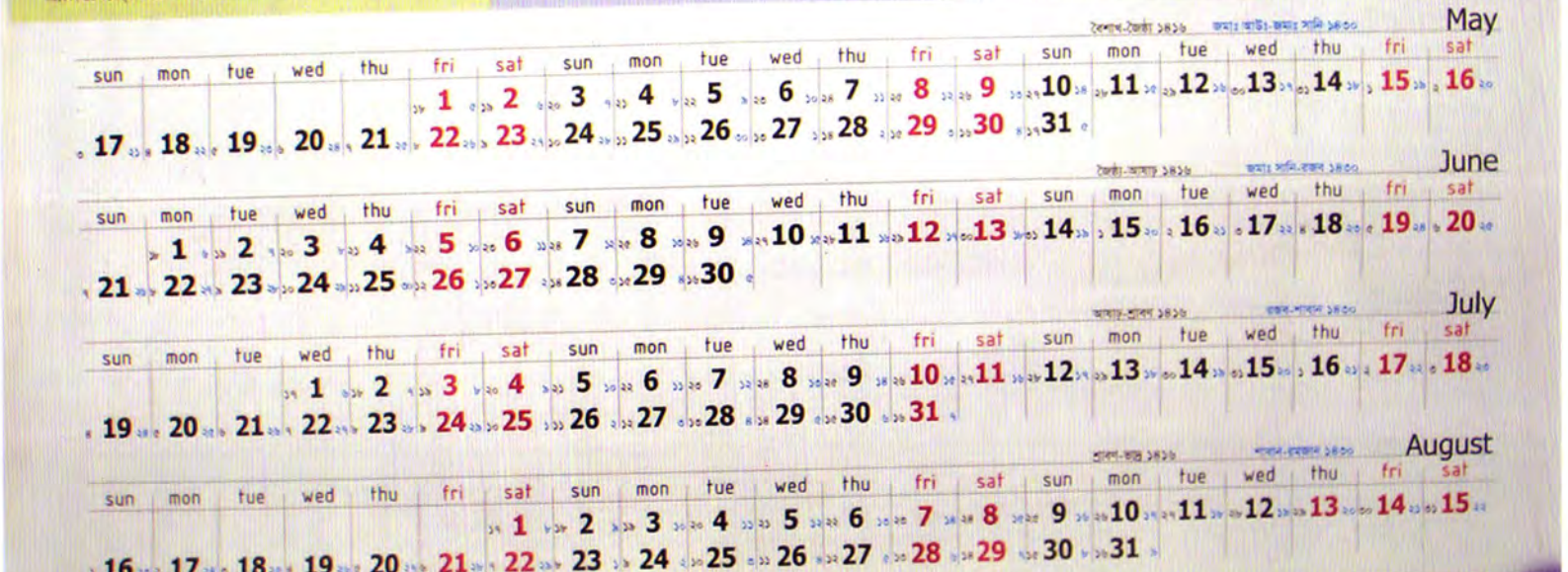

৪৮/১-এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

Calendar 2009
আগামীর বাংলাদেশ
পর্যটন শিল্প
জনসংখ্যাই জনসম্পদ
আগামীর অফিস
বাংলাদেশের আয়তন
বাংলাদেশের উজ্জ্বল দিক

www.icsbook.info

www.icsbook.info

2010

January | পৌষ-মাঘ ১৪১৬ | মহররম-সফর ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

February | মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৬ | সফর-রবিউল আউয়াল ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

March | ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১৬ | রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

April | চৈত্র-বৈশাখ ১৪১৬-১৪১৭ | রবিউস সানি-জমাদিউল আউয়াল ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার

৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা । www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

খোলাফায়ে রাশেদার বিজয়াভিযান

খলিফা হযরত আবু বকর (রা)
শাসনকাল : ৬৩২-৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ। মেয়াদ : ২ বছর ৩ মাস ১১ দিন

বিজয় অভিযানসমূহ	সাল	সেনাপতি
সিরিয়া অভিযান	৬৩২	উসামা ইবনে যায়েদ (রা)
কুদায়া গোত্র বিজয়	৬৩২	উসামা ইবনে যায়েদ (রা)
দক্ষিণ জর্ডানের আরব এলাকা	৬৩২	উসামা ইবনে যায়েদ (রা)
বুজাখাহ ও বুতাহ	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
ইয়ামামা বিজয়	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
ইয়েমেন ও হাদরামাউত	৬৩৩-৬৩৪	মুহাজির ইবনে আবু উমাইয়া (রা)
আরব ও সিরিয়া সীমান্ত	৬৩৩-৬৩৪	আমর ইবনুল আস (রা)
সিরিয়া সীমান্ত	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে সাঈদ (রা)
বাহরাইন	৬৩৩-৬৩৪	আলা ইবনে হাযরামী (রা)
ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণ	৬৩৩-৬৩৪	সুহম ইবনে মোকাররেন (রা)
মাহরাহ	৬৩৩-৬৩৪	আরফাজা ইবনে হারসামা (রা)
আম্মান	৬৩৩-৬৩৪	হুজাইফা ইবনে মুহসিন (রা)
দুমাতুল জান্দাল	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
ইয়ামামা বিজয়	৬৩৩-৬৩৪	সুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা)
আনবার	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, মোসান্না ও কাকা (রা)
আইনুত তামর যুদ্ধ	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও মোসান্না (রা)
হাসিদ অভিযান	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও মোসান্না (রা)
মুসাইয়া ও ফিরাদ অভিযান	৬৩৩-৬৩৪	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও মোসান্না (রা)

খলিফা হযরত উমর (রা)
শাসনকাল : ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ। মেয়াদ : ১০ বছর ৬ মাস

বিজয় অভিযানসমূহ	সাল	সেনাপতি
সিরিয়া বিজয়	৬৩৫	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
দামেস্ক ও জর্ডান, ফিহল বিজয়	৬৩৫	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবু উবায়দা ও সুরাহবিল (রা)
হিমস ও বালাবা	৬৩৫	সুরাহবিল (রা)
ইয়ারমুক, এশিয়া মাইনর ও মারআস	৬৩৬	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
জেরুজালেম, আজনাদাইন, গাজা	৬৩৭	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
সাবস্তিয়া, নাবলুস, আসওয়া	৬৩৭	আমর ইবনুল আস (রা)
বিহসান, ইয়াফা	৬৩৭	আমর ইবনুল আস (রা)
ফোরাত তীরবর্তী	৬৩৭	আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
তাকরিত ও মসুল	৬৩৭	আবদুল্লাহ ইবনুল মুতিম
পূর্ব আর্মেনিয়া, কুর্দিস্তান	৬৩৭	আবু উবায়দা ও খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
জাবিয়া, আর্মেনিয়া ও সাইলিসিয়া	৬৩৮	আবু উবায়দা (রা)
হীত ও কারকিস্সা	৬৩৮	উমর ইবনে মালিক ইবনে উতবা (রা)
হেলিওপলিসের, ব্যাবিলন দুর্গ	৬৩৯	আমর ইবনুল আস (রা)
আলেকজান্দ্রিয়া, ফুস্তাত নগর	৬৪১	আমর ইবনুল আস (রা)
উত্তর আফ্রিকার বারকা ও ত্রিপোলী	৬৪৩	আমর ইবনুল আস (রা)
নামারিক, সেকুব, বুয়াইব যুদ্ধ	৬৩৪	আবু উবায়দা (রা)
কাদিসিয়া	৬৩৫	সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)
		খালিদ ইবনে আরফাজ ও কাকা (রা)
মাসবাজান বিজয় (ইরাক)	৬৩৫	যিরার ইবনুল খাত্তাব (রা)
মাদায়েন, জালুলার	৬৩৭	সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও কাকা (রা)
নাহাওয়ান্দ	৬৪২	নু'মান ইবনে মুকাররিন (রা)
আজারবাইজান, সিজিস্তান, খোরাসান	৬৪৩	নু'মান ইবনে মুকাররিন (রা)

খলিফা হযরত উসমান (রা)
শাসনকাল : ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ। মেয়াদ : ১২ বছর

বিজয় অভিযানসমূহ	সাল	সেনাপতি
আজারবাইজান বিজয়	৬৪৬	খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)
আলেকজান্দ্রিয়া	৬৪৭	আমর ইবনুল আস (রা)
সাইপ্রাস বিজয়	৬৪৯	মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফইয়ান (রা)
তাবারিস্তান (ইরান)	৬৫২	সা'দ ইবনে আস (রা)
খোরাসান বিজয়	৬৫২	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
আবারশহর (ইরান)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
সারাখাস (তুর্কিস্তান)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
তুস বিজয় (ইরান)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
নাসা বিজয়	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
মার্ভ বিজয় (সন্ধি)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
বিলাদুন নোবাহ (সুদান)	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
ত্রিউনিসিয়া বিজয়	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
যাতুস সাওয়ারী বিজয়	৬৫৩	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
আলবাব ও বুলজ্ঞার বিজয়	৬৫৪	সাঈদ ইবনুল আস (রা)
মুজাজান্দ বিজয় (ইরান)	৬৫৪	আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)
ফারিয়াব বিজয়	৬৫৪	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)
তুখারিস্তান বিজয়	৬৫৪	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)
বলখ (আফগানিস্তান)	৬৫৬	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)
খোরাসান বিজয়	৬৫৬	আল আহনাফ ইবনে কায়েস (রা)

খলিফা হযরত আলী (রা)
শাসনকাল : ৬৫৬-৬৬১ খ্রিস্টাব্দ। মেয়াদ : ৪ বছর ৯ মাস

আভ্যন্তরীণ সমস্যা দূরীকরণে ব্যস্ত থাকায় তাঁর খেলাফতকালে নতুন কোন দেশ বা শহরে মুসলিম বিজয়াভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়নি।

যুদ্ধের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা।
২. আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ।
৩. যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান অথবা সন্ধির প্রস্তাব।
৪. যুদ্ধকালীন সময়ে নারী, বৃদ্ধ ও শিশুদের উপর কোন প্রকার হামলা বা ক্ষতিসাধন না করা।
৫. নিরস্ত্র এবং বেসামরিক জনগণের উপর আক্রমণ না করা।
৬. ফসলের ক্ষতি, গাছ কাটা বা স্থাপনা ধ্বংস না করা।
৭. যুদ্ধ পরবর্তী লুটতরাজ, হিংসার

www.icsbook.info

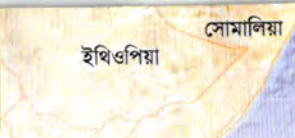

১০. আহত বা বন্দীকে হত্যা না করা।

তৎকালীন ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র

তরবারী, বর্শা, তীর-ধনুক, শিরোস্ত্রাণ, বর্ম, মানজানিক বা বড় পাথরের গুলতি, দাবাবা, খাবুর (দেয়াল ভাঙ্গার জন্য)।

2010

May | বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭ / জমাদিউল আউয়াল-জমাদিউস সানি ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

June | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১৭ / জমাদিউস সানি-রজব ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

July | আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪১৭ / রজব-শাবান ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

August | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪১৭ / শাবান-রমজান ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার

৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা। www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

খোলাফায়ে রাশেদার শাসনব্যবস্থা

হযরত আবু বকর (রা)

- ইসলামকে ভয়াবহ দুর্যোগ ও কঠিন বিপদ হতে রক্ষা করেছিলেন।
- যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী এবং ভণ্ড নবীদের কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।
- বৈদেশিক বিজয় সূচনার যুগ।
- ১৭টি গভর্নর শাসিত অঞ্চলে ভাগ করেন। গভর্নরদের দায়িত্ব ছিল–
  1. সেনাপতি, সৈন্যদের বেতন, পেনশন, পরিবার কল্যাণ
  2. নামাজের ইমামতি, খুতবা প্রদান
  3. রাজস্ব আদায়, হিসাব সংরক্ষণ
  4. আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শরীয়ত অনুযায়ী বিচার
  5. আক্রমণ মোকাবেলা
  6. জনকল্যাণমূলক কাজ।

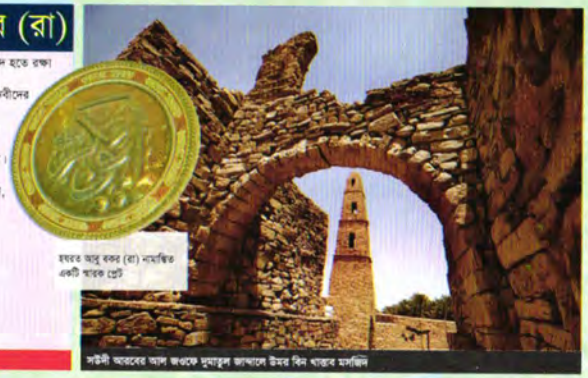

হযরত আবু বকর (রা) নামাঙ্কিত একটি স্মারক প্লেট

সউদী আরবের আল জওফে দুমাতুল জান্দালে উমর বিন খাত্তাব মসজিদ

হযরত উমর (রা)

- রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।
- মজলিস-ই-শুরা গঠন করেন।
- আটটি প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করেন।
- খলীফা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কোন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন না।
- সমালোচনার জন্য সকলের উন্মুক্ত স্বাধীনতা দেন।
- প্রত্যেক জেলায় বিচারালয় স্থাপন করেন।
- বিচারের নিয়মকানুন, নীতিমালা লিপিবদ্ধ করেন।
- 'আহদাস' নামক পুলিশ বিভাগ চালু করেন।
- সবাইকে একই আইনের আওতাভুক্ত করেন।
- প্রথম ভূমি জরিপ ও আদমশুমারীর প্রবর্তন করেন।
- স্বাধীন, স্বতন্ত্র বায়তুলমাল (রাজস্ব বিভাগ) প্রতিষ্ঠা করেন।
- সুনিপুণ সামরিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেন।
- বিজিত অঞ্চলে নতুন বসতি স্থাপন করেন।
- বহু সরকারি ভবন, সামরিক দুর্গ, ছাউনী ব্যারাক নির্মাণ করেন।
- রাস্তা, ব্রিজ, মেহমানখানা, সরাইখানা, মসজিদ নির্মাণ ও খাল খনন করেন।
- ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তন করেন।
- হযরত আলী (রা) এর পরামর্শে হিজরী সনের প্রবর্তন করেন।

হযরত উসমান (রা)

- সিরিয়া, দামেস্ক, জর্ডান, ফিলিস্তিন মিলে একটি বিশাল প্রদেশ করেন।
- সেনাধ্যক্ষের একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন।
- কোমল ও নরম মনের মানুষ হলেও শাসন ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদীতে কঠোর ছিলেন।
- প্রশাসনের সংশোধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠন।
- মদীনায় ও নজফে পুলিশ চৌকি নির্মাণ ও মিষ্টি পানির জন্য পুকুর খনন।
- মসজিদে নববী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
- রাখাল ও প্রহরীদের জন্য খামার তৈরি করেন।
- হযরত উমরের প্রবর্তিত সামরিক ব্যবস্থা আরো উন্নত করেন।
- হযরত উসমান (রা) অর্থব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী করে তোলেন।
- কুরআন সংকলনের মাধ্যমে তিনি ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম অবদান রাখেন।

হযরত উসমান (রা) গভর্নর ও প্রশাসনিক ব্যক্তিদের পত্রে যে মূলনীতি লিখেন তা হলো : 'শাসকগণ শুধুমাত্র কর আদায়কারী নন, জনসাধারণের অভিভাবক। যিম্মিদের প্রাপ্য দিতে হবে। আদায়ও করতে হবে। সর্বদা চুক্তি রক্ষা করতে হবে।'

আধুনিক রাষ্ট্র ও ইসলামী খিলাফতের তুলনা

বিষয়	আধুনিক রাষ্ট্র	ইসলামী খিলাফত
বৈশিষ্ট্য	ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী।	আদর্শিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী।
মূলভিত্তি	জনগণের সার্বভৌমত্ব, সেক্যুলারিজম ও পুঁজিবাদ।	তাওহীদ বা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, রিসালাত ও খেলাফত তথা জনগণের প্রতিনিধিত্ব।
সার্বভৌমত্বের ধারণা	জনগণের সার্বভৌমত্ব দাবি করা হয়।	আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়।
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক	ধর্ম ও রাষ্ট্র সম্পূর্ণ আলাদা অথবা পূর্ণাঙ্গ ধর্মহীনতা।	ধর্ম তথা দ্বীন ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গ্রথিত।
আইনের উৎস	পার্লামেন্ট, অধ্যাদেশ অথবা রাজতান্ত্রিক ফরমান।	কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।
ভোট	অধিকার হিসেবে গণ্য হয়।	আমানত ও অধিকার হিসেবে গণ্য হয়।
জবাবদিহিতা	শাসকগণ জনগণের কাছে জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ।	শাসকগণ আল্লাহর নিকট এবং জনগণের কাছে জবাবদিহির জন্য দায়বদ্ধ।
আইনসভার ক্ষমতা	যে কোন সময়ে যে কোন আইন জারি করতে পারে।	শরীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাখে না।
বিচার ব্যবস্থা	শাসনব্যবস্থার কর্তৃত্ব থেকে যায়।	আইন ও শাসন ব্যবস্থা ছিল পৃথক।
অর্থব্যবস্থা	মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীন পুঁজিবাদীদের মর্জিমত নিয়ন্ত্রিত হয়।	যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয়।
প্রশাসনিক নীতিমালা ও পদ্ধতি	পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, কায়েমী স্বার্থ ও লালফিতার দৌরাত্ম্যে প্রশাসন জর্জরিত।	জবাবদিহির অনুভূতি থাকায় এ ধরনের সমস্যা ছিল না, প্রশাসন ছিল কল্যাণমুখী।
ব্যক্তিস্বাধীনতা	ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত। সমাজতান্ত্রিক ও রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুপস্থিত। ধর্মীয় ব্যাপারে অসহনশীল।	মত প্রকাশের, চলাফেরার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, বাকস্বাধীনতাসহ সব ধরনের ভালো কাজের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল।
আইনের শাসন	বিভিন্ন ধরনের কালাকানুন ও বর্ণবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়।	সকল মানুষকে আইনের চোখে সমান ধরা হতো।

শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১. আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব, আইনের শাসন
২. সাম্য ও ন্যায়বিচার
৩. আমানতদারিতা, জবাবদিহিতা
৪. শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৫. পদ ও ক্ষমতার লোভহীনতা
৬. আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার
৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতা
৮. অন্য ধর্মের প্রতি উদারতা
৯. বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যাগুলোর বিলোপ সাধন
১০. শাসকদের অনাড়ম্বর জীবন
১১. বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ

রাজস্ব বিভাগ

- রাজস্ব আদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ও স্থানীয়ভাবে লোক নিয়োগ করা হতো।
- খিলাফত আমলে দুই প্রকার রাজস্ব ধার্য করা হতো–
  স্থায়ী: যাকাত, উশর, খারাজ ও জিজিয়া।
  অস্থায়ী: শুল্ক, কর ও গনীমতের মাল।

মহাবীর সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা)-এর শিরোস্ত্রাণ

হযরত আলী (রা)

হযরত আলী (রা) সরকারি কর্মচারীদের অপচয় ও অপব্যয় এবং রাষ্ট্রীয় অর্থের ব্যাপারে অনেক অনিয়মতান্ত্রিকতা কঠোর হস্তে দমন করেন। বায়তুলমাল থেকে গৃহীত ঋণ যথাসময়ে আদায় করার জন্য কর্মচারীদের বিশেষভাবে কড়াকড়ি করতেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকার

খিলাফত আমলে সংখ্যালঘুদের উপর অন্যায়ভাবে কোন অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়নি। জিজিয়ার পরিমাণ ছিল একেবারে নগণ্য। তাদের পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল। সকল অমুসলমানদের সহানুভূতির চোখে দেখতেন। রাষ্ট্রের কাজে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তাদের বার্ধক্য ভাতা দানের ব্যবস্থা করতেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে অমুসলমানদের উপাসনাসমূহ, গীর্জা রক্ষা করা হতো।

মানবাধিকার

- যিম্মী প্রজাদের অধিকার রক্ষা
- দাসমুক্তিকরণ
- সৃষ্টজীবের প্রতি দরদী মনোভাব
- শাসকগোষ্ঠী জনগণের প্রভু নয় প্রতিনিধি ছিলেন
- যুদ্ধবন্দীদের অধিকার রক্ষা

নারী অধিকার

- পৃথিবীর ইতিহাসে নারীরা প্রথম মর্যাদার আসন পায়।
- তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হতো। হযরত উমর (রা) তাঁর মেয়ে হাফসার পরামর্শে সকল মুজাহিদদের চার মাস অন্তর ছুটির ব্যবস্থা করেন।
- পাত্র নির্বাচনে নারীর সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
- নারী নির্যাতন বন্ধ হয়।
- যৌতুক প্রথা কঠোর হস্তে দমন করা হয়।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা

- বিচার বিভাগ
- প্রতিরক্ষা/সামরিক বিভাগ
- প্রশাসন বিভাগ

শিক্ষা ব্যবস্থা

- শিক্ষকদের মর্যাদা সমাজের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।
- রাজস্ব বিভাগে শিক্ষা খাতের জন্য আলাদা বাজেট নির্ধারণ করা হত।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও অযথা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়া

বিচার বিভাগ

- হযরত আবু বকর (রা) এর সময়ে বিচার বিভাগ প্রশাসন হতে আলাদা ছিল না। হযরত উমর (রা) এর আমলে তা

প্রতিরক্ষা বিভাগ

- খলিফা ছিলেন মূল পরিচালক।

www.icsbook.info

মসজিদে নববীতে উমর ইবনে খাত্তাব তোরণ

- শত্রু রাষ্ট্রের বিরোধিতায় একেবারে অন্ধ হয়ে ন্যায়-নীতি বিসর্জন না দেয়া।
- শত্রু ভাবাপন্ন নয় এমন শত্রুর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ।

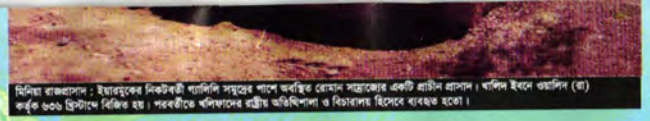

- ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে অনুমতি দেয়া হতো না।
- বিচারের রায় হত কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক। এর বাইরে ইজতিহাদ করতেন।
- বিচার বিভাগ স্বাধীন ছিল।

মিনিয়া রাজপ্রাসাদ : ইয়ারমুকের নিকটবর্তী গ্যালিলি সমুদ্রের পাশে অবস্থিত রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রাচীন প্রাসাদ। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) কর্তৃক ৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে বিজিত হয়। পরবর্তীতে খলিফাদের রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা ও বিচারালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

- সেনাবাহিনীর ৫টি ডিভিশন ছিলো। মুকাদ্দাস (সবচাইতে অগ্রবর্তী), কলব (অত:পর), মায়মানা (ডানদিকে), মায়সারা (বামদিকে), সাকা (পিছনে)।

2010

September | ভাদ্র-আশ্বিন ১৪১৭ | রমজান-শাওয়াল ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

October | আশ্বিন-কার্তিক ১৪১৭ | শাওয়াল-জিলক্বদ ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

November | কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪১৭ | জিলক্বদ-জিলহজ্ব ১৪৩১

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

December | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪১৭ | জিলহজ্ব-মহররম ১৪৩১-১৪৩২

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার

৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা । www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

আল হাদীস
এক অনুপম জীবনালেখ্য

2011
১৪১৭-১৮ বঙ্গাব্দ
১৪৩২ হিজরি

আল হাদীস হচ্ছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। জীবনের প্রতিটি কথা, পদক্ষেপ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, চরিত্র-মাধুর্য্য সবকিছুই যেখানে লিপিবদ্ধ। মানুষের জন্য যা এক অনুপম নিদর্শন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কারো ক্ষেত্রে এমনটা পাওয়া যায় না। তাইতো মানবতার একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে গেলেন তিনি। তিনিই হলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আল্লাহর সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনিই ছিলেন মানবতার পূর্ণাঙ্গ রূপ। তাঁরই মুখনিসৃত অমূল্য বাণী, কর্মমুখর জীবনের বর্ণনা, স্বভাব-চরিত্র ও বিভিন্ন কাজের অনুমোদন সম্বলিত যে বিশাল জ্ঞানের ভাণ্ডার আল-হাদীস, তা নিয়েই আমাদের এবারের পরিবেশনা।

হাদীস সংকলনের ইতিহাস

কুরআনের সাথে মিশে যাবার ভয়ে রাসূল (সা) হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তারপরেও শেষদিকে কাউকে কাউকে কিছু নির্দেশাবলী লেখার অনুমতি দেন। তৎকালীন আরববাসীদের মুখস্থ করার ক্ষমতা ইতিহাস বিখ্যাত। রাসূল (সা) এর ওফাতের পর সাহাবীদের বর্ণনার ভিত্তিতে হাদীস সংকলিত হওয়া শুরু হয় এবং ১০০ হিজরিতে তা আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

মক্কায় সংরক্ষিত পুরাতন হাদীসগ্রন্থ

১ম যুগ : রাসূল (সা) এর যুগ থেকে হিজরি ১ম শতকের শেষ পর্যন্ত। এ যুগের প্রায় ১৫টি সংকলন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি ১.সহীফায়ে সাদেকাহ : আমর ইবনুল আস (রা) সংকলিত গ্রন্থে ১ হাজার হাদীস ছিল। ২.সহীফায়ে সহীহা : আবু হুরাইরা (রা) এর রেওয়াতে হাম্মাম (রা) সংকলিত ১৩৮টি হাদীস, এর হস্তলিখিত কপি বার্লিন ও দামেস্কের গ্রন্থাগারসমূহে সংরক্ষিত হয়েছে। ৩. সহীফায়ে আলী (রা)।

২য় যুগ : হিজরি ২য় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত। এ যুগের প্রখ্যাত হাদীস সংকলনকারীগণ হলেন: ১. মুহাম্মাদ ইবনে শিহাব, ২. ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ), সংকলিত গ্রন্থ মুয়াত্তা।

৩য় যুগ : হিজরি ২য় শতকের শেষার্ধ হতে চতুর্থ শতক পর্যন্ত সময়কাল। এ সময়ে : ১. রাসূল (সা), সাহাবা ও তাবেয়ীদের হাদীসগুলোকে পৃথক করা হয়। ২. নির্ভরযোগ্য হাদীস সংকলন করা হয়। ৩. হাদীসের শ্রেণীবদ্ধ গবেষণার সূচনা করা হয়। এসময়েই আসমাউর রিজাল, উসূলে হাদীস ও সিহাহ সিত্তাহ সংকলিত হয়। হাদীস শাস্ত্রের কয়েকটি শাখার উৎপত্তি হয়।

৪র্থ যুগ : হিজরি ৫ম শতক থেকে শুরু

হাদীস বর্ণনাকারী বিখ্যাত সাহাবীগণ

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী

আবু হুরাইরা (রা) ৫৩৭৪টি, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ২৬৬০টি, আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ২২১০টি, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) ১৬৩০টি, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ১৫৬০টি, আনাস ইবনে মালিক (রা) ১২৮৬টি, আবু সাঈদ খুদরী (রা) ১১৭০টি।

৫০০-১০০০ হাদীস বর্ণনাকারী

আমের ইবনুল আস (রা), আলী (রা), উমার ফারুক (রা)।

১০০-৫০০ হাদীস বর্ণনাকারী

আবু বকর (রা), উসমান (রা), উম্মে সালমা (রা), আবু মূসা আল আশআরী (রা), আবু জর আল গিফারী (রা), আবু আয়ুব আল আনসারী (রা)।

রাবীদের স্তর

১ম স্তর- প্রখর স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের আধিক্যতা।
২য় স্তর - প্রখর স্মৃতিশক্তি কিন্তু শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের স্বল্পতা।
৩য় স্তর - কম স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের আধিক্যতা।
৪র্থ স্তর - কম স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষকের সাথে যোগাযোগের স্বল্পতা।
৫ম স্তর - দুর্বল ও অপরিচিত রাবী।

নির্ভরযোগ্য রাবীর গুণাবলি

বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও ইসলাম।

হাদীস সংগ্রহে রাবীদের ত্রুটি

যে তিন ধরনের ত্রুটির কারণে হাদীস সংকলকগণ রাবীদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ

হাদীস শাস্ত্রের কয়েকটি শাখা

১. ইলম আসমাউর রিজাল : রাবীদের জীবনী।
২. ইলম মুসতালাহুল হাদীস : হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের শাস্ত্র।
৩. ইলম গরীবুল হাদীস : কঠিন শব্দগুলোর আভিধানিক বিশ্লেষণ।
৪. ইলম তাখরীজিল আহাদীস : বিভিন্ন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ব্যবহৃত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা ও উৎস নির্ণয় সংক্রান্ত।
৫. ইলম আহাদিসুল মাওদুআহ : জাল হাদীস সম্পর্কিত আলোচনা।
৬. ইলমুল নাসিখ ওয়াল মানসুখ : হাদীস গ্রহণ ও রহিতকরণ সংক্রান্ত।
৭. ফিকহুল হাদীস : হুকুম আহকাম সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।
৮. ইলমুত তাওফীক বাইনাল আহাদীস: হাদীসের বক্তব্যের পারস্পরিক বৈপরত্যের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।

হাদীসগ্রন্থের প্রকারভেদ

১. আল জামি': আটটি বিষয় সম্বলিত গ্রন্থসমূহ। যেমন- বুখারী, তিরমিযী
২. সুনান : ফিকহ কিতাবের ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ।
৩. মুসনাদ : প্রত্যেক সাহাবী বর্ণিত হাদীসগুলো একই স্থানে একত্রিত করে লিপিবদ্ধ হাদীসগ্রন্থ।
৪. মু'জাম : শিক্ষকদের নামের ধারাবাহিকতায় লিপিবদ্ধ হাদীসগ্রন্থ।
৫. মুসতাদরাক : গ্রন্থকারের শর্তানুযায়ী প্রাপ্ত হাদীসের সংকলন, যা তিনি গ্রন্থবদ্ধ করেননি।
৬. মুসতাখরাজ : অন্য কিতাবের হাদীসগুলো নিজ সনদে বর্ণিত সংকলন।

প্রাচীরে খোদাইকৃত আরবী ক্যালিগ্রাফি

ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ-এর বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যসমূহ	বুখারী	মুসলিম	নাসাঈ	আবু দাউদ	তিরমিযী	ইবনে মাজাহ
নাম	মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল বুখারী	মুসলিম ইবন হাজ্জাজ	আহমদ ইবন শুআইব	আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আশআস	মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত্-তিরমিযী	মুহাম্মদ ইবন ইয়াজিদ
জন্ম	১৯৪ হিজরি	২০৪ হিজরি	২১৫ হিজরি	২০২ হিজরি	২০৯ হিজরি	২০৯ হিজরি
মৃত্যু	২৫৬ হিজরি	২৬১ হিজরি	৩০৩ হিজরি	২৭৫ হিজরি	২৭৯ হিজরি	২৭৩ হিজরি
হাদীস সংখ্যা	৭,২৭৫	১২,০০০	৫,২৭০	৪,৮০০	৪,৪১৫	৪,৩৩৮
রাবির স্তর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

www.icsbook.info

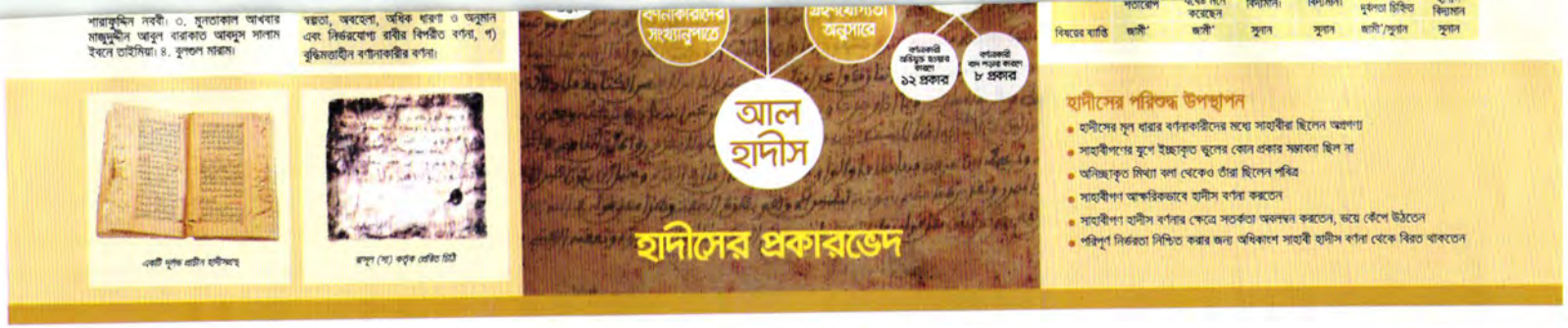

January

শৌষ-মাঘ
মহররম-সফর

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

February

মাঘ-ফাল্গুন
সফর-রবিউল আউয়াল

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

March

ফাল্গুন-চৈত্র
রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

April

চৈত্র-বৈশাখ
রবিউস সানি-জমাদিউল আউয়াল

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ | www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

আল হাদীস
এক অনুপম জীবনালেখ্য

2011
১৪১৮ বঙ্গাব্দ
১৪৩২ হিজরি

ইবাদত

- যে স্বেচ্ছায় সালাত বর্জন করল সে কুফরী করল। -সহীহ বুখারী
- আল্লাহর দ্বীন সহজ, সরল। যে কেউ এ দ্বীনকে কঠিন বানাবে তার ওপর তা চেপে বসবে, কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, সামর্থ্য মতো কাজ করো, সু-সংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল, সন্ধ্যা ও শেষ রাতে আল্লাহর সাহায্য চাও। -সহীহ বুখারী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সীলমোহর

সানআ শহরের প্রাচীন অবকাঠামো

স্বাস্থ্য সচেতনতা

- স্বভাবগত কাজ হল ৫টি: খাতনা করা, (নাভীর নিচের) লোম ফেলা, মোচ কাটা, নখ কাটা, বগলের নিচের পশম ফেলা। -সহীহ বুখারী
- পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। -বুখারী ও মুসলিম
- তোমরা যখন জবেহ করবে, ভাল পন্থায় করবে। অবশ্যই তোমাদের ছুরির ধার তীক্ষ্ণ করবে এবং জবাইকৃত পশুকে আরাম দিবে। -বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে, তাঁর সমস্ত শরীর হতে গোনাহসমূহ ঝরে পড়ে। এমনকি তাঁর নখের নীচ হতেও। -বুখারী ও মুসলিম
- দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে দুনিয়ার বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা হলো দৈহিক স্বাস্থ্য ও অবসর কাল। -সহীহ বুখারী

আচরণ ও ভালো কাজ

- সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতে নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের দলভুক্ত হবেন। -তিরমিযী
- পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না, পরস্পরের পেছনে লেগো না, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাক। কোন মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা হালাল নয়। -বুখারী ও মুসলিম
- প্রতিটি ভাল কথা ও ভাল কাজই হলো সদকা। -সহীহ বুখারী
- তোমরা আগুন থেকে বাঁচো, তা একটা খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও। -বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি কোনো ভাল কাজের পথ নির্দেশ করে, সে ঠিক ততটাই বিনিময় পায়, যতটা ঐ কাজ

অর্থনৈতিক সম্পর্ক- লেনদেন

- তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার সামনে পণ্যের দাম বাড়িও না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় করো না। -সহীহ মুসলিম
- যে শরীর হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি গোশতপিণ্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য। -আহমদ, দারেমী, বায়হাকী
- যে জেনেশুনে সুদের টাকা খায় তার অপরাধ ৩৬ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। -বুখারী ও মুসলিম
- উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।

আধুনিক জীবনে হাদীসের প্রভাব

Virtue is Gold -একটি সর্বজনবিদিত কথা। সকল ধর্মীয় বিশারদ, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক, মানবতাবাদী বিশ্লেষকগণ যুগ যুগ ধরে এ শিক্ষাই দিয়ে আসছেন। এর উপর ভিত্তি করেই সামাজিক শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও মানবজাতির অস্তিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। আধুনিক গবেষকগণ এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক গুণাবলিকে Virtue হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলত এই Virtue বা গুণাবলির আধার হলো আল কুরআন। আর এই সকল Virtue যে ব্যক্তির জীবনে পূর্ণরূপে বিদ্যমান তিনি হচ্ছেন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। এই গুণাবলিকে আল্লাহর রাসূল (সা) তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন, যা আজ হাদীস হিসেবে আমাদের নিকট পরিচিত। রাসূলের জীবনের এই গুণাবলিগুলো অর্জন ও পরিপালন যে কোন মানুষের জন্য অপরিহার্য। হাদীসের মাধ্যমে আমরা এ রকম বহু গুণাবলির নির্দেশনা পাই।

নিরাপত্তা

- আগুন হচ্ছে তোমাদের ভয়ানক শত্রু। তোমরা ঘুমানোর সময় এটা নিভিয়ে দাও। -বুখারী ও মুসলিম
- আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, কৃপণতা করা, অবৈধভাবে অন্যের মাল দাবি করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা হারাম করেছেন। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অতিরিক্ত চাওয়া এবং সম্পদ বিনষ্ট করা অপছন্দ করেছেন। -বুখারী ও মুসলিম
- যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে সেই সর্বোত্তম মুসলিম। -সহীহ বুখারী

বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত পুরাতন হাদীসগ্রন্থ

সামাজিক শৃঙ্খলা

- যে জাতির মধ্যে ব্যভিচার সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়ে তারা অবশ্যই দুর্ভোগে নিপতিত হয়। আর যে জাতির মধ্যে ঘুষের লেনদেন ব্যাপক আকার ধারণ করে তারা ভয় ভীতি ও সন্ত্রাসের শিকার হয়। -মুসনাদে আহমদ
- গোটা দুনিয়ার ধ্বংস আল্লাহর কাছে একজন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার চাইতেও হালকা ব্যাপার। -তিরমিযী থেকে মিশকাতে
- কোন পুরুষ কোন ভিন্ন মহিলার সাথে নির্জনে একত্র হলে শয়তান সেখানে তৃতীয়জন হিসেবে উপস্থিত থাকে। -তিরমিযী থেকে মিশকাতে

মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত একটি হাদীস

মানবাধিকার

- যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও তাকে দয়া করেন না। -বুখারী ও মুসলিম
- যে ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে ভক্ষণ করে, আর তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে ঈমানদার নয়। -বায়হাকী
- কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দুই ব্যক্তির মামলা পেশ করা হবে। তারা হলো দুইজন প্রতিবেশী। -মিশকাত শরীফ
- মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন। -সহীহ মুসলিম

কাঠের উপর খোদাইকৃত আরবী ক্যালিগ্রাফি

রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

- কোন জাতির সাথে যার সন্ধি হয়েছে তার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন পরিবর্তন জায়েজ নয়। অথবা এটাও জায়েজ নয় যে, সে চুক্তি শত্রুর মুখে নিক্ষেপ করবে। -আবু দাউদ
- রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান রাসূল (সা) সম্পর্কে বলেন, তিনি কখনও ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করেন না। -সহীহ বুখারী
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাসূল (সা) দূত

www.icsbook.info

মুসলিম। তোমাদের মধ্যে সেই সব লোক উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম। -তিরমিযী

উপঢৌকনের পর্যায়ে থাকে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে তা যতক্ষণ ঘুষে পরিণত হবে তখন তা গ্রহণ করবে না। -তাবরানী

হাদীসগ্রন্থের পাঠাগার

ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত প্রাচীন মসজিদের দেয়াল

রাষ্ট্রীয় ভূমিকা নিশ্চিত করেন। এ মদিনা সনদই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান।

হাদীসের নির্ভুলতার তুলনামূলক পরীক্ষা

- যাচাই করা : সাহাবীগণ তুলনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তা যাচাই করতেন।
- মূল বক্তব্যদাতাকে প্রশ্ন করা : সত্যাসত্য যাচাইয়ের বিষয়ে সন্দেহ হলে সাহাবাগণ নবী (সা) কে প্রশ্ন করে নির্ভুলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতেন।
- অন্যান্যদেরকে প্রশ্ন করা : বক্তব্যের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য অন্য কেউ শুনেছেন কিনা এবং কিভাবে শুনছেন তার খোঁজ করতেন।
- বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তুলনা করা : কোন সাক্ষ্য বা বক্তব্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য রাবীকে একই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন করতেন।
- বর্ণনাকারীদের শপথ করানো : বর্ণনা বা সাক্ষ্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনে বর্ণনাকারী বা সাক্ষীকে শপথ করানো হতো।
- অর্থ ও তথ্যগত নিরীক্ষা : হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত বক্তব্য কখনোই কুরআনের বিপরীত হতে পারে না।

May

বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ
জমাদিউল আউয়াল-জমাদিউস সানি

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

June

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়
জমাদিউস সানি-রজব

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

July

আষাঢ়-শ্রাবণ
রজব-শাবান

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

August

শ্রাবণ-ভাদ্র
রমজান-শাওয়াল

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ । www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

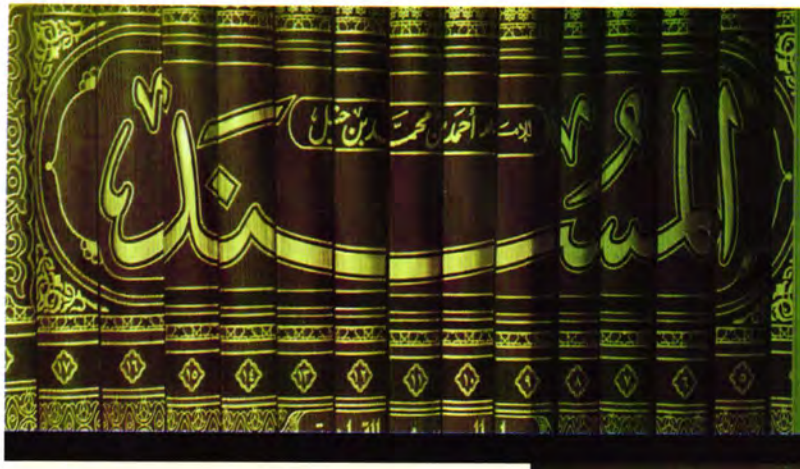

আল হাদীস

এক অনুপম জীবনালেখ্য

2011
১৪১৮ বঙ্গাব্দ
১৪৩২-৩৩ হিজরি

রাসূলের কতিপয় বাণী

• তোমাদের কেউ যেন মহামহিম আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ না করে মৃত্যুবরণ না করে। -সহীহ মুসলিম

• তোমরা আমার সন্তুষ্টি সর্বহারা ও দুর্বলদের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা, তাদের কারণেই তোমরা আল্লাহর সাহায্য ও রিযিক পেয়ে থাকো। -আবু দাউদ

• তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। -বুখারী ও মুসলিম

হস্তলিখিত হাদীসের একটি প্রাচীন কপি

• যার অনেক সম্পদ আছে প্রকৃতপক্ষে সে ধনী নয়, বরং যে মনের দিক দিয়ে ঐশ্বর্যশালী সে ধনী। -বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ

• যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। -আবু দাউদ, তিরমিযী

• আমার উম্মতকে জানিয়ে দাও যে, তাদেরকে প্রভূত ধনসম্পদ, পদমর্যাদা, বিজয়, ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং পৃথিবীতে আধিপত্য ও প্রতিপত্তি দান করা হবে। যারা এগুলোর সাহায্যে দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে আখিরাতের কাজ করবে, সে আখিরাতের প্রতিদান থেকে কোন অংশই পাবে না। -তিরমিযী

• আমি তোমাদের ব্যাপারে তিনটি প্রবৃত্তির ব্যাপারে শঙ্কিত: পানাহারের চাহিদাজনিত, যৌন চাহিদাজনিত এবং স্বেচ্ছাচারজনিত প্রবৃত্তি। -মুসনাদে আহমদ

• আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছি: সংঘবদ্ধ থাকা, দায়িত্বশীলদের কথা মানা, তাঁর আনুগত্য করা, হিজরত করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অবশ্যই যে সংঘবদ্ধ জীবন হতে এক বিঘত সরে গেলো সে নিজ কাঁধ হতে ইসলামের রজ্জুকে খুলে ফেললো। -সহীহ বুখারী

• ধ্বংসাত্মক জিনিস হচ্ছে ৩টি: জিদ ও একগুয়েমি, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং আত্মম্ভরিতা। -বায়হাকী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দুধ মা হালিমা (রা)-এর ঘর

• মানুষ যখন নিজের বুদ্ধি দিয়ে পণ্ডিত হয়, তখন সেটাই তার মূর্খতার জন্য যথেষ্ট। -তিরমিযী

• যে ব্যক্তি নিজে জ্ঞানের অধিকারী নয়, তাকে জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা শুকরের কাঁধে স্বর্ণ ও মনি মুক্তার হার ঝুলানোর শামিল। -ইবনে মাজাহ

• যে ব্যক্তি অন্যকে কুস্তিতে ধরাশায়ী করলো সে শক্তিমান নয়, বরং শক্তিমান হলো সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম। -বুখারী ও মুসলিম

• দুনিয়ায় তুমি একজন মুসাফির কিংবা পথচারীর মত অবস্থান কর। -সহীহ বুখারী

• আদম সন্তানেরা বলে, 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ' অথচ তার সম্পদ ততটুকুই যতটুকু সে খেয়ে হজম করেছে, পরিধান করে শেষ করেছে, আর দান সদকা করে আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করেছে। -তিরমিযী

হৃদয়গ্রাহী হাদীস

রাসূল (সা)-এর বাণী যেন হৃদয় ছুঁয়ে যায়- যা শান্তি, সাম্য আর মানবতার জয়গানে ভরপুর। তাঁর কর্মধারা ছিলো সব মানুষের জন্য, ছিলো না কোন বিশেষ শ্রেণী কিংবা গোষ্ঠীর জন্য। তিনি ন্যায়বিচারের এক চিরন্তন প্রতীক। তাঁর অসংখ্য বাণী থেকে বাছাই করা কিছু অমূল্য বাণী নিয়ে আমাদের এই সঞ্চয়ন।

• মানুষের খারাপ কাজ পরিহার করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। -তিরমিযী

• হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তাকওয়া, হেদায়েত, পবিত্রতা ও স্বচ্ছলতা প্রার্থনা করি। -সহীহ মুসলিম

• জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দ্বারা আড়াল করে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে রাখা হয়েছে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে। -সহীহ বুখারী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি মুদ্রা সীলমোহর

• যে ব্যক্তি সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায় আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সকাল বা সন্ধ্যায় মেহমানদারীর ব্যবস্থা করেন। -সহীহ বুখারী

• ঈমানের সত্তরের বেশি কিংবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" আর নিম্নতম হলো চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। -সহীহ বুখারী

• তোমাদের কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। -বুখারী ও মুসলিম

• জালিম ও স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় ও ইনসাফের কথা বলাই উত্তম জিহাদ। -আবু দাউদ ও তিরমিযী

• যে ব্যক্তি এক বিঘৎ পরিমাণ জমিতেও জুলুম করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার গলায় সাত তবক জমিন পরিয়ে দিবেন। -বুখারী ও মুসলিম

• যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহও

• যে অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটিও গোপন রাখবেন। -সহীহ মুসলিম

• **এক বেদুঈন রাসূল (সা) কে প্রশ্ন করলেন, কেয়ামতের দিন কবে আসবে? রাসূল (সা) বললেন, যখন আমানতদারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। বেদুঈন ব্যক্তিটি বলল, কিভাবে আমানতদারিতা বিনষ্ট হবে? রাসূল (সা) বললেন, যখন কর্তৃত্বের ক্ষমতা অযোগ্য লোকদের হাতে আসবে।** -সহীহ বুখারী

• তিনটি বিষয়ে তোমাদেরকে শপথ করে বলছি, তোমরা তা শিখে নাও: দানের কারণে কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না, এমন কোন মজলুম নেই, যে জুলুমে ধৈর্য ধারণ করে অথচ আল্লাহ তার সম্মান বাড়িয়ে দেন না এবং কোন ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দিয়েছে আর আল্লাহ তার জন্য দারিদ্র্যের দরজা খুলে দেন না এমনটা হয় না। -তিরমিযী

• মেসওয়াক করতে অলসতা করো না, কেননা এটি মাড়ির দাঁত উজ্জ্বল রাখে এবং ব্যবহারে স্মৃতি শক্তি বেড়ে যায়, ব্যথা দূর করে। -সহীহ মুসলিম

• তোমরা রাতে ঘুমানোর সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দিও, দরজাগুলো বন্ধ করে দিও, পানপাত্রের মুখ ঢেকে রেখ, খাবার ও পানীয় দ্রব্যগুলো ঢেকে রেখো। ঢাকবার কিছু না পেলে অন্তত একটি কাঠি হলেও আড়াআড়িভাবে তার উপর রেখো। - সহীহ বুখারী

• তোমাদের কেউ পানি পান করার সময় পান পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলবে না। প্রস্রাব করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে না। ডান হাতে শৌচকার্য করবে না। - সহীহ বুখারী

www.icsbook.info

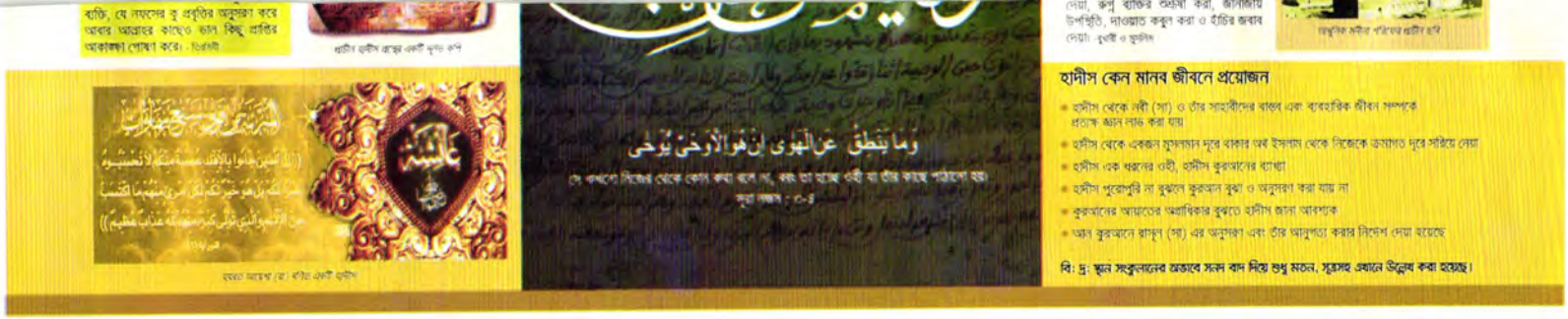

ব্যক্তি, যে নফসের কু প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আবার আল্লাহর কাছেও ভাল কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। -তিরমিযী

দেয়া, রুগ্ন ব্যক্তির শুশ্রূষা করা, জানাজায় উপস্থিতি, দাওয়াত কবুল করা ও হাঁচির জবাব দেয়া। -বুখারী ও মুসলিম

হাদীস কেন মানব জীবনে প্রয়োজন

- হাদীস থেকে নবী (সা) ও তাঁর সাহাবীদের বাস্তব এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা যায়
- হাদীস থেকে একজন মুসলমান দূরে থাকার অর্থ ইসলাম থেকে নিজেকে ক্রমাগত দূরে সরিয়ে নেয়া
- হাদীস এক ধরনের ওহী, হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা
- হাদীস পুরোপুরি না বুঝলে কুরআন বুঝা ও অনুসরণ করা যায় না
- কুরআনের আয়াতের অগ্রাধিকার বুঝতে হাদীস জানা আবশ্যক
- আল কুরআনে রাসূল (সা) এর অনুসরণ এবং তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

বি: দ্র: স্থান সংকুলানের অভাবে সনদ বাদ দিয়ে শুধু মতন, সূত্রসহ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

September

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

October

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

November

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

December

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ । www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

১০৫.	পতাকা (কাপড়ের)	৫০.০০	০%	৫০.০০
১০৬.	পতাকা (জাতীয়)	১.০০	০%	.৫০
১০৭.	পতাকা (কালেমা)	১.০০	০%	.৫০
১০৮.	পতাকা (জাতীয়)	১.০০	০%	.৫০
১০৯.	পতাকা (কালেমা)	০.৫০	০%	.৫০
১১০.	পোস্টার - মিনি	১.৫০	০%	১.৫০
১১১.	পোস্টার - ৭ শ্রেণী	১৪.০০	০%	১৪.০০
১১২.	পোস্টার - ৫ শ্রেণী	১২.০০	০%	১২.০০
১১৩.	পোস্টার - ফররুখ	১৪.০০	০%	১৪.০০
১১৪.	পোস্টার - মালেক	৫.০০	০%	৫.০০
১১৫.	পোস্টার - মাকারি	৮.০০	০%	৮.০০
১১৬.	পোস্টার - নতুন সমাজ	১২.০০	০%	১২.০০
১১৭.	পোস্টার -এ দুর্যোগে	১২.০০	০%	১২.০০
১১৮.	পোস্টার - জীবনের স্বপ্ন	১২.০০	০%	১২.০০
১১৯.	স্টিকার - কিশোর কণ্ঠ	২.০০	০%	২.০০
১২০.	স্টিকার - কিশোর কণ্ঠ (বি)	১.০০	০%	১.০০
১২১.	স্টিকার (বি)	২.০০	০%	২.০০
১২২.	স্টিকার (সি)	১.০০	০%	১.০০
১২৩.	স্টিকার - ডিজাইন	.৮০	০%	.৮০
১২৪.	স্টিকার -আমার দেশ	১.৫০	০%	১.৫০
১২৫.	স্টিকার - সালাম-কালাম	২.৫০	০%	২.৫০
১২৬.	সামাজিক স্টিকার (A)	২.০০	০%	২.০০
১২৭.	সামাজিক স্টিকার (বি)	১.০০	০%	১.০০
১২৮.	বৃক্ষরোপণ (A)	১.০০	০%	১.০০
১২৯.	বৃক্ষরোপণ (বি)	০.৫০	০%	০.৫০

নববর্ষের প্রকাশনা

১৩০. ১ পাতা ক্যালেন্ডার বড়
১৩১. ১ পাতা ক্যালেন্ডার ছোট
১৩২. ৩ পাতা ক্যালেন্ডার
১৩৩. ডেস্ক ক্যালেন্ডার
১৩৪. রমজান ক্যালেন্ডার
১৩৫. ডায়েরী (VIP)
১৩৬. ডায়েরী বড় (বাংলা)
১৩৭. ডায়েরী বড় (ইংরেজী)
১৩৮. ডায়েরী (মাঝারী)
১৩৯. ডায়েরী (পকেট)

আই সি এস পাবলিকেশন

"পড় তোমার প্রভুর নামে
যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন"

প্রকাশনা পরিচিতি

জ্ঞান হচ্ছে মুসলমানদের হারান সম্পদ
যেখানে তা পাও কুড়িয়ে নাও।

আই সি এস পাবলিকেশন
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৬৪৪০

আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধান এবং সুস্থ মন-মানসিকতা বিকাশে একান্ত সাথী

ইসলামী সাহিত্য

ক্রম	প্রকাশনার নাম	মূল্য	কমিশন	বিক্রয় মূল্য
১.	আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে	১৬.০০	৩০%	১১.২০
২.	আমরা কি চাই কেন চাই	১০.০০	৩০%	৭.০০
৩.	আমরা কি চাই কেন চাই (ইংরেজী)	৮.০০	৩০%	৫.৬০
৪.	অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি আমাদের আহ্বান	৬.০০	৩০%	৪.২০
৫.	অর্থনীতিতে রাসূল (সঃ) এর দশ দফা	২০.০০	৩০%	১৪.০০
৬.	ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক	৩০.০০	৩০%	২১.০০
৭.	ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী	২০.০০	৩০%	১৪.০০
৮.	ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ	১৬০.০০	৩০%	১১২.০০
৯.	এসো আলোর পথে	৬.০০	৩০%	৪.২০
১০.	এসো আলোর পথে (ইংরেজী)	৬.০০	৩০%	৪.২০
১১.	ইসলামী উসুলে ফিকাহ	১০০.০০	৩৫%	৬৫.০০
১২.	কারিয়ার বিকশিত জীবনের দ্বার	১১০.০০	২৫%	৮২.৫০
১৩.	কোরআন ও সুন্নাহ স্থান-কাল প্রেক্ষিত	৫০.০০	৩৫%	৩২.৫০
১৪.	কিশোর মনে ভাবনা জাগে	১৫.০০	১০%	১৩.৫০
১৫.	কর্মপদ্ধতি	১০.০০	২০%	৮.০০
১৬.	কর্মপদ্ধতি (ইংরেজী)	১০.০০	২০%	৮.০০
১৭.	চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান	৮.০০	৩০%	৫.৬০
১৮.	ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই	১০.০০	১০%	৯.০০
১৯.	ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই (কিশোর কণ্ঠ)	১০.০০	০০%	১০.০০
২০.	দিন - দিনান্ত	০০.০০	০০%	০০.০০
২১.	মোদের চলার পথ ইসলাম	৩০.০০	৩০%	২১.০০
২২.	মুক্তির পয়গাম	৮.০০	৩০%	৫.৬০
২৩.	মুক্তির পয়গাম (ইংরেজী)	১৫.০০	৩০%	১০.৫০
২৪.	মোরা বড় হতে চাই	৩০.০০	৩০%	২১.০০
২৫.	মুসলিম মানসে সংকট	১৫০.০০	৩৫%	৯৭.৫০
২৬.	সংবিধান	১৩.০০	০০%	১৩.০০
২৭.	সংবিধান (আরবি)	১০.০০	০০%	১০.০০
২৮.	সিলেবাস	১০.০০	০০%	১০.০০
২৯.	সিলেবাস ভিত্তিক কুরআন হাদিস সংকলন	৮০.০০	২০%	৬৪.০০
৩০.	সাহসী মানুষের গল্প - ১	৪০.০০	৩০%	২৮.০০
৩১.	সাহসী মানুষের গল্প - ২	৪০.০০	৩০%	২৮.০০
৩২.	সাহসী মানুষের গল্প - ৩	৪৫.০০	৩০%	৩১.৫০
৩৩.	সাহসী মানুষের গল্প - ৪	৩০.০০	২০%	২৪.০০
৩৪.	২৮ অক্টোবর	১৩০.০০	০০%	১৩০.০০
৩৫.	স্মৃতি অম্লান	১২৫.০০	২০%	১০০.০০

বিজ্ঞান বিষয়ক

৩৬.	বায়োলজী - ১	৩০০.০০	৫০%	১৫০.০০
৩৭.	বায়োলজী - ২	৩০০.০০	৪০%	১৮০.০০
৩৮.	বায়োলজী - ৩	৩০০.০০	৪০%	১৮০.০০
৩৯.	বায়োলজী - ৪	৩০০.০০	৪০%	১৮০.০০
৪০.	বায়োলজী - ৫	৩০০.০০	৫০%	১৫০.০০
৪১.	বায়োলজী - ৬	৩০০.০০	৫০%	১৫০.০০
৪২.	কামেস্ট্রি -১	৩০০.০০	৫০%	১৫০.০০
৪৩.	কামেস্ট্রি -২	৩০০.০০	৪০%	১৮০.০০
৪৪.	কামেস্ট্রি - ৩	৩০০.০০	৫০%	১৫০.০০
৪৫.	ফিজিক্স - ১	৩০০.০০	৫০%	১৫০.০০
৪৬.	ফিজিক্স - ২	৩০০.০০	৪০%	১৮০.০০
৪৭.	ফিজিক্স - ৩	৩০০.০০	৪০%	১৮০.০০
৪৮.	মানব দেহের অলৌকিক রহস্য	১২০.০০	৪৫%	৭২.০০
৪৯.	স্রষ্টার সৃষ্টি (অপার বিস্ময়)	১৫০.০০	৩৩%	১০০.০০

সাংগঠনিক প্রকাশনা

৫০.	বায়তুলমাল রেজিস্টার (বড়)	২৫০.০০	০%	২৫০.০০
৫১.	বায়তুলমাল রেজিস্টার (ছোট)	১৫০.০০	০%	১৫০.০০
৫২.	কোডিং শীট রেজিস্টার	২০০.০০	০%	২০০.০০
৫৩.	প্রকাশনা রেজিস্টার	১২০.০০	০%	১২০.০০
৫৪.	উপশাখা রেজিস্টার	৮০.০০	০%	৮০.০০
৫৫.	মেস মিলের রেজিস্টার খাতা	১১০.০০	০%	১১০.০০
৫৬.	সম্পদ রেজিস্টার খাতা	৭০.০০	০%	৭০.০০
৫৭.	সাহিত্য বিক্রয়ের খাতা	৭০.০০	০%	৭০.০০
৫৮.	ছাত্রকল্যাণ বিভাগের খাতা	৫০.০০	০%	৫০.০০
৫৯.	নোট বুক (A)	৩৫.০০	০%	৩৫.০০
৬০.	নোট বুক (বি)	১৮.০০	০%	১৮.০০
৬১.	প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্যাড	৩০.০০	০%	৩০.০০
৬২.	সাংগঠনিক প্যাড	৩৫.০০	০%	৩৫.০০
৬৩.	সদস্য প্রার্থী ডায়েরী	৫০.০০	০%	৫০.০০
৬৪.	ভাউচার প্যাড	২০.০০	০%	২০.০০
৬৫.	ক্যাশ মেমো	২৫.০০	০%	২৫.০০
৬৬.	রশিদ বই	১৩.০০	০%	১৩.০০

বিভিন্ন রকমের ফরম

৬৭.	ব্যক্তিগত প্রতিবেদন	১.০০	০%	১.০০
৬৮.	কর্মীদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফরম	.৭০	০%	.৭০
৬৯.	ব্যক্তিগত রিপোর্ট ফরম (ইংরেজী)	.৬০	০%	.৬০
৭০.	বায়তুলমাল রিপোর্ট ফরম	.৬০	০%	.৬০
৭১.	বায়োডাটা (কর্মী)	.৮০	০%	.৮০
৭২.	বায়োডাটা (সাথী)	.৮০	০%	.৮০
৭৩.	পরিচিতি	১.১০	০%	১.১০
৭৪.	পরিচিতি (ইংরেজী)	১.০০	০%	১.০০
৭৫.	সাংগঠনিক পরিকল্পনা ফরম	.৭০	০%	.৭০
৭৬.	সমর্থক ফরম	.৫০	০%	.৫০
৭৭.	সমর্থক ফরম (ইংরেজী)	.৪৫	০%	.৪৫
৭৮.	সমর্থক ফরম(অমুসলিম)	.৪৫	০%	.৪৫
৭৯.	থানা রিপোর্ট ফরম	১.৫০	০%	১.৫০
৮০.	উপশাখা রিপোর্ট ফরম	.৭০	০%	.৭০
৮১.	শাখার রিপোর্ট - মাসিক/দ্বিমাসিক	.৬০	০%	.৬০

রকমারী আয়োজন

৮২.	Computer fundamentals	১২৫.০০	২০%	১০০.০০
৮৩.	আক্কেলের ভাবনা	১০.০০	০%	১০.০০
৮৪.	অনু-পরমানু সিট	১০.০০	০%	১০.০০
৮৫.	চাবির রিং	১০.০০	০%	১০.০০
৮৬.	ছাত্রকল্যাণ তহবিল বক্স	৪.০০	০%	৪.০০
৮৭.	ক্লাশ রুটিন (A)	২.০০	০%	২.০০
৮৮.	ক্লাশ রুটিন (বি)	১.০০	০%	১.০০
৮৯.	দাওয়াতি কার্ড	১.০০	০%	১.০০
৯০.	ঈদ কার্ড (A)	৮.০০	০%	৮.০০
৯১.	ঈদ কার্ড (বি)	৪.০০	০%	৪.০০
৯২.	ফাইল	৫.০০	০%	৫.০০
৯৩.	ক্রেস্ট	২৫০.০০	০%	২৫০.০০
৯৪.	নামাজ-রোজার স্থায়ী সময়সূচি	১০.০০	০%	১০.০০
৯৫.	ভিউ কার্ড	১৫.০০	০%	১৫.০০
৯৬.	কলম (A)	২০.০০	০%	২০.০০
৯৭.	কলম (বি)	১৪.০০	০%	১৪.০০
৯৮.	কলম (সি)	১২.০০	০%	১২.০০
৯৯.	দেয়াল ঘড়ি	১৬০.০০	০%	১৬০.০০
১০০.	দেয়াল ঘড়ি (A)	২০০.০০	০%	২০০.০০
১০১.	কোট পিন (A)	১৩.০০	০%	১৩.০০
১০২.	স্কুল রুটিন	১.৫০	০%	১.৫০
১০৩.	সুরাবলী	৬.০০	০%	৬.০০
১০৪.	টেপ	৬.০০	০%	৬.০০

www.icsbook.info

www.icsbook.info

একনজরে ডেস্ক ক্যালেন্ডার

January

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

February

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

March

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

April

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

May

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

June

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

July

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

August

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

www.icsbook.info

March 2010 — Old High Court Building

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Originally built as the residence of the British Governor, the High Court Building illustrates a fine blend of European and Mughal architecture. The building is situated North of the Curzon Hall of Dhaka University.

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

April 2010 — National Memorial

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Located at Savar about 35 km from Dhaka, the national memorial was designed by architect Mainul Hossain. It is dedicated to the sacred memory of the millions of unknown martyrs' of the war of liberation in 1971

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

May 2010 — Jamuna Bridge

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

A milestone in the history of modern development of Bangladesh. It is the single largest project Bangladesh has ever implemented. The bridge was constructed on the river Jamuna connecting east and north-western region of the country.

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

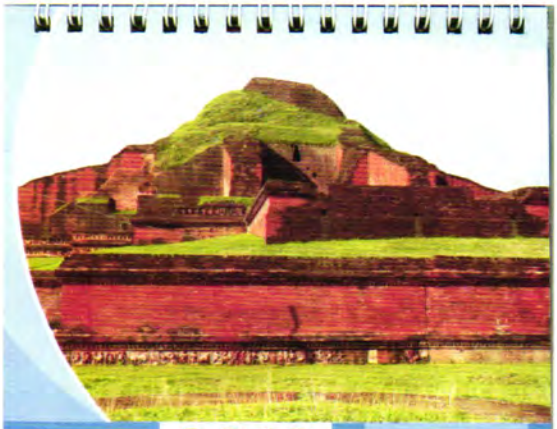

June 2010 — Paharpur

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

The largest Buddhist seat of learning Paharpur is a small village 5 km west of Jamalganj railway station in the greater Rajshahi district where the remains of the most important and the largest known monastery south of the Himalayas has been excavated. This 8th century A.D. archaeological find covers approximately an area of 27 acres of land.

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

July 2010

Shilaidaha Kuthibari Kushtia

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

The beautiful mansion carries memory of Nobel laureate poet Rabindranath Tagore (1861-1941) who made frequent visit to this place and used to stay here, in connection with administration of his Zamindari and enriched Bengali literature through his writings during that time. It is located at a distance of about 20 km. from Kushtia town.

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

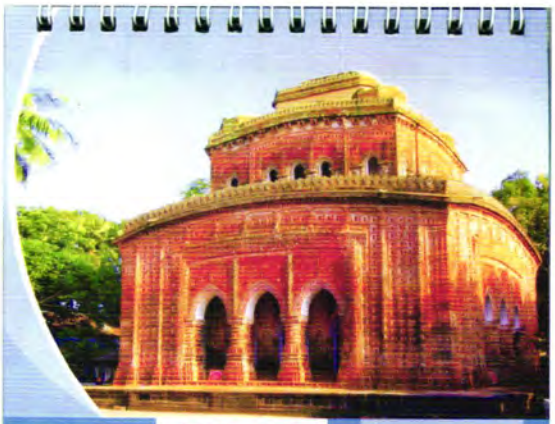

August 2010

Kantaji Temple

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

The most ornate among the late medieval Hindu temples of Bangladesh Kantaji temple is situated near Dinajpur town. It was built by Maharaja Pran Nath in 1752. Every inch of the temple surface is beautifully embellished with exquisite terracotta plaques representing flora and fauna, geometric motifs, mythological scenes and an astonishing array of contemporary social scenes and favourite pastime. The Maharaja's palace with relics of the past and the local museum are well worth a visit.

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

September 2010

Lalbagh Fort

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

The fort was built in 1678 by Prince Mohammad Azam, son of Mughal emperor Aurangzeb. The fort was the scene of a bloody battle during the first war of independence (1857) when 250 soldiers stationed here backed by people revolted against British forces. Besides the main structure, Lalbagh Fort also has a number of other buildings and monuments such as the tomb of Pari Bibi, Lalbagh Mosque, Audience Hall and Hammam Khana (bathing place) of Nawab Shaista Khan now housing a museum

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

October 2010

Mainamati

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

The seat of lost dynasty, about eight km to the west of Comilla town and 114 km South-east of Dhaka, lies the low hills known as Mainamati-Lalmai ridge an extensive centre of Buddhist culture. On the slopes of these hills lie scattered a treasure of information about the early Buddhist civilization (8th to 12th century). At Salban in the middle of the ridge, excavations laid bare a large Buddhist Vihara (monastery) and imposing central shrine.

Bangladesh Islami Chhatrashibir

Web : www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

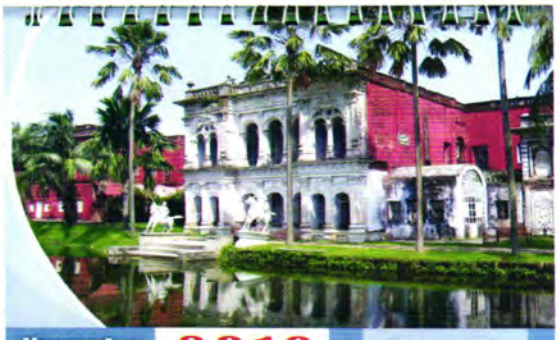

November 2010 Sonargaon

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

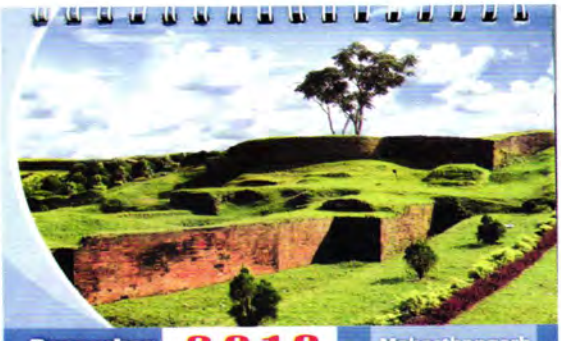

Bangladesh Islami Chhatrashibir — Web : www.shibir.org.bd

December 2010 Mahasthangarh

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Bangladesh Islami Chhatrashibir — Web : www.shibir.org.bd

জাবালে নূর

জানুয়ারি । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
					১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১						

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির — www.shibir.org.bd — ডিসেম্বর ২০০৮

বদর প্রান্তর

মার্চ । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১										

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির — www.shibir.org.bd — ফেব্রুয়ারি

বদর প্রান্তর

মার্চ । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০	৩১										

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির — www.shibir.org.bd — ফেব্রুয়ারি

সাবা এলাকা

এপ্রিল । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০								

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির — www.shibir.org.bd — মার্চ

www.icsbook.info

মসজিদুল ক্বিবলাতাইন

মে । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
						১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১					

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

এপ্রিল

ওহুদ পাহাড়

জুন । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
২৭	২৮	২৯	৩০										

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

মে

খন্দক ও জাবালে সিলা

জুলাই । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১							

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

জুন

হুদায়বিয়া

আগস্ট । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১											

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

জুলাই

নীল নদ

সেপ্টেম্বর । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০									

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

আগস্ট

হুনাইন

অক্টোবর । ২০০৯

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র	শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
					১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১						

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

সেপ্টেম্বর

www.icsbook.info

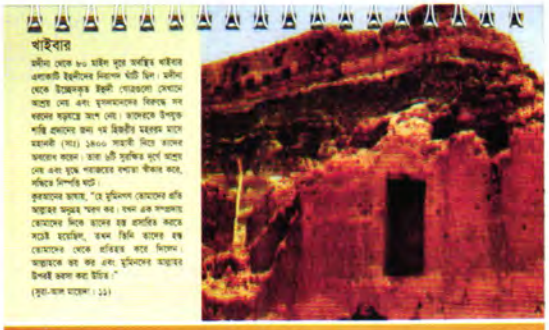

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	১	২	৩	৪	৫	৬
৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
২৮	২৯	৩০				

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার
www.shibir.org.bd

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সৎ, দক্ষ ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরীর অঙ্গীকার
www.shibir.org.bd

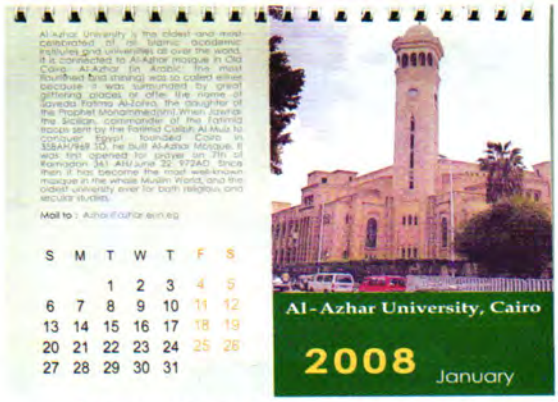

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

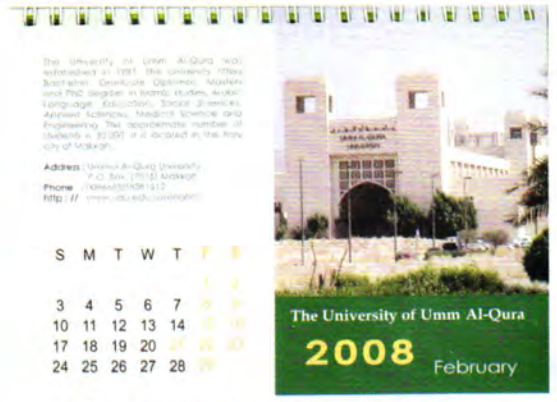

S	M	T	W	T	F	S
3	4	5	6	7		
10	11	12	13	14		
17	18	19	20			
24	25	26	27	28		

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

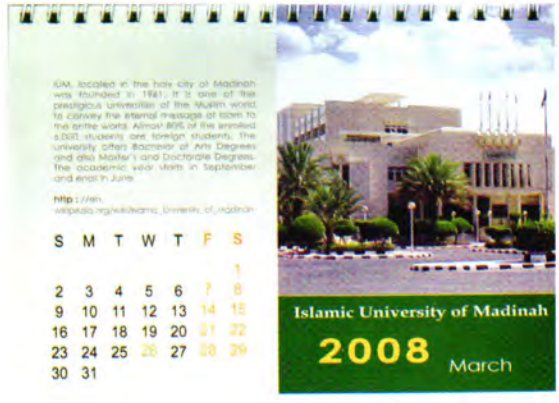

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

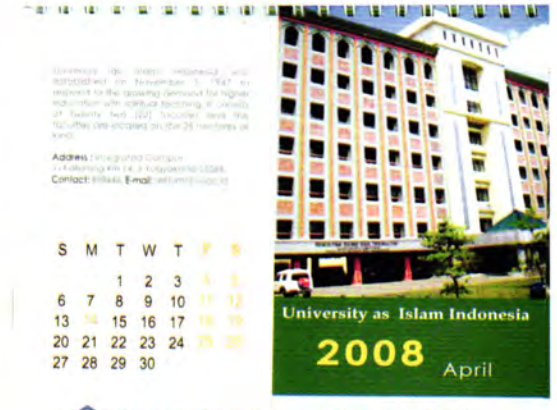

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3		
6	7	8	9	10		
13		15	16	17		
20	21	22	23	24		
27	28	29	30			

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

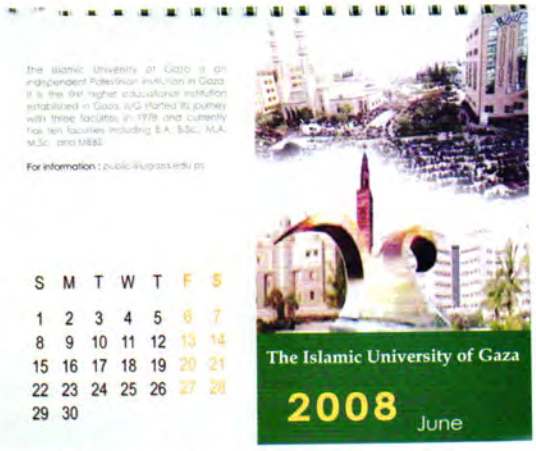

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

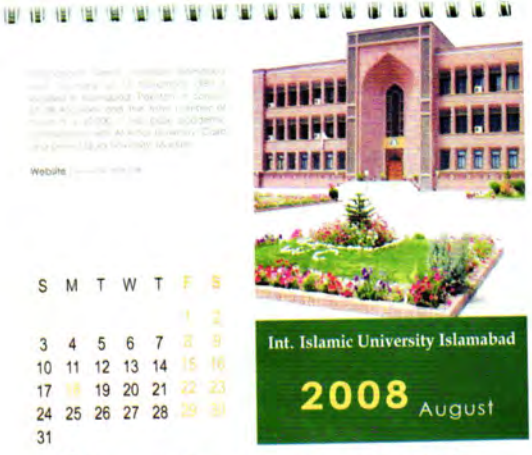

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

www.icsbook.info

The Islamic University has been established in 1985 with a view to combining and coordinating different branches of education of humanities and modern science with the Islamic Education and promoting research on modern branches of education and developing a new curriculum of modern education based on ethical and moral values of Islam. The foundation stone of the University was laid on 22nd November, 1979 at Shantidanga-Dulalpur under the districts of Kushtia-Jhenidah and the Islamic University Act was passed on 27th December, 1980. In 1982 the University was shifted to Gazipur and admission of the students began in the session of 1985-86. Then on 10th January, 1990 the University was re-shifted to its original site at Shantidanga Dulalpur.

Website : http://www.ugc.org/islamic_uni.htm

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

The Islamic University in Kustia

2008 November

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

Islamic University of Technology in Dhaka, Bangladesh is a subsidiary organ of the OIC representing fifty-sixty Islamic countries. It was established on 27 March 1981 on 30 acres of land donated by the Government of the People's Republic of Bangladesh. Its campus is located in a picturesque set up at Gazipur, 30km north of Dhaka.

Website : www.iutoic-dhaka.edu

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Islamic University of Technology (IUT)

2008 December

Bangladesh Islami Chhatrashibir
www.shibir.org.bd

London Central Mosque

The London Central Mosque is located near the Baker Street Underground Station and Regent's Park in the London Borough of Westminster. It is a large mosque designed by Sir Fredrick Gibberd and constructed in 1978. Main Hall of the mosque can house a total of around two thousand worshippers. The mosque has a marvelous golden dome, the inner section of which is decorated with broken shapes in the Islamic tradition. The mosque has an excellent cooperation with the Islamic Cultural Centre, which was set up in 1944 as an unconditional gift of King George VI to the Muslim community.

January

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

March

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

And seek help in patience and As-salat (the prayer) and truly it is extremely heavy and hard except for Al-Khashi'un [i.e. the true believers in Allah- those who obey Allah with full submission, fear much from His Punishment, and believe in His Promise (Paradise) and in His warnings (Hell)].

Al-Baqarah: 45

East London Mosque

East London Mosque is one of the busiest and most vibrant Islamic centers in Europe. Over 1,500 pass through its doors each week. Home to a variety of exciting projects, it is widely recognized for its enormous contributions to the community life. As a leading center of Muslim activities in Britain, its role is acknowledged at local, national and European governmental level. Aided by the ambitious development of the adjacent London Muslim Centre, East London Mosque is gaining international recognition as a dynamic and pioneering institution.

East London Mosque is situated in the inner London borough of Tower Hamlets between Whitechapel and Aldgate, the nucleus of UK's largest Muslim community.

History of the mosque dates back to 1910, when a number of distinguished Muslims decided to establish the first mosque in London. Early contributors include the name of eminent historian Syed Amir Ali and two of the most famous translator of the Holy Qur'an, Abdullah Yusuf Ali and Mohammad Marmaduke Pickthall.

February

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

April

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

O you who believe! If a Fasiq (liar-evil person) comes to you with any news, verify it, lest you should harm people in ignorance and afterwards you become regretful for what you have done.

Al-Hujurat: 6

Mezquita, Spain

Mezquita (derives from Arabic 'Masjid') Cordova, Spain, is a 10th century Moorish mosque. Construction of the mosque began in 784 A.D. under the supervision of the first Amir of Cordova, Abd ar-Rahman I. Construction works continued for the duration of two centuries. The mosque once held the status of second largest mosque in the Muslim world. At that time, the Mezquita was considered as the most magnificent of more than 1,000 mosques in the city. When Cordova was recaptured by King Ferdinand III of Castile and joined the Christendom, the mosque was transformed into a Christian Church.

March

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

May

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Those who spend (in Allah's Cause) in prosperity and in adversity, who repress anger and who pardon men; verily, Allah loves Al-Muhsinun (the good-doers).

Al-Imran: 134

Grande Mosque de Paris

The Grande Mosque de Paris ('Paris Great Mosque') is located in the 5e arrondissement in France's capital city. The mosque was founded after World War I as a sign of France's gratefulness to the Muslims from the colonies, who fought against Germany. Built according to the mudejar style, the mosque has a 33 meter high minaret. President Gaston Doumergue inaugurated it on July 15, 1926. The mosque is now overseen by Malik Dalil Boubakeur, President of the Council of Muslim Faith, which was established in 2002.

April

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

June

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Indeed in the Messenger of Allah (Muhammad Saw) you have a good example to follow for him who hopes for (the Meeting with) Allah and the Last Day, and remembers Allah much.

Al-Ahzab: 21

www.icsbook.info

The Blue Mosque, Turkey

The Sultan Ahmed Mosque is regarded as one of the greatest masterpieces of Islamic architecture. It is in Istanbul, Turkey's largest city and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923. The mosque was built between 1609 and 1616 by the order of Sultan Ahmed I, after whom it was named. Sultan Ahmed ('Sultanahmet' in Turkish) was buried in the mosque precinct. The mosque is located in the oldest part of Istanbul, which was once the center of Constantinople, the capital of the Byzantine Empire. It is within walking distance from the Topkapi Palace, the residence of Ottoman Sultans till 1853. It is easily visible from the shore of Bosphorus, which is at a short distance. As was the builder's plan, Domes of the mosque dominate the sky of that part of the city.

It is known as the Blue Mosque in the West because of the predominantly blue color of paintworks in the interior.

May

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

July

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Verily, those who unjustly eat up the property of orphans, they eat up only fire into their bellies, and they will be burnt in the blazing Fire!

An-Nisa : 10

The Upsala Mosque, Sweden

The Upsala Mosque, Sweden, is a small but much-frequented mosque located at Kvarngarden neighbourhood of Upsala in Sweden. At the time of construction, it was the northernmost mosque of the world, a title soon taken over by the Umea mosque. The mosque serves the Muslim community in Sweden as the centre of all activities.

June

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

August

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ
لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

And (remember) when Luqman said his son when he was advising him "O my son! Join not in worship others with Allah. Verily joining others in worship with Allah is a great Zulm (wrong) indeed".

Al-Luqman 13

St. Petersburg Mosque, Samarkand

[illegible]

July

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

September

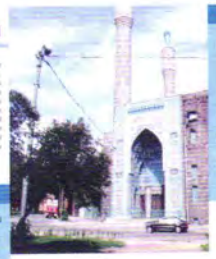

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

And who is better in speech than he who invites (men) to Allah's (Islamic Monotheism), and does righteous deeds, and says: "I am one of the Muslims."

Fussilat : 33

The Stockholm Mosque, Sweden

The Stockholm Mosque is the largest place of worship for Muslims in Sweden. Located near Medborgarplatsen on Södermalm, the mosque was inaugurated in 2000.

Initially built as an electric power station (Katarinastationen) and located near a small park known as Björns Trädgård (Björn's Garden, across the street from the Medborgarplatsen square), the building was designed by the Art Nouveau architect Ferdinand Boberg. Construction works completed in 1903. Already influenced by 'Moorish' Islamic architecture in its original version, the building was altered into a mosque during 1990s. The project was delayed due to protests and appeals. Beside the capacity of housing 2,000 worshippers, the mosque complex includes a library, a bookshop, a gymnasium, offices and a lecture hall.

August

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

October

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

O you who believe! Do your duty to Allah and fear Him. And seek the means of approach to Him, and strive hard in His Cause (as much as you can), so that you may be successful.

Al-Maidah : 35

Ibrahim-al-Ibrahim Mosque, Gibraltar

The Ibrahim-al-Ibrahim Mosque, also known as the King Fahd bin Abdul Aziz al-Saud Mosque or the mosque of the custodian of the two Holy Mosques, is placed at Europa Point at the southern tip of Gibraltar. Construction of the building took two years and the total cost was five million pounds. Built as a gift of King Fahd of Saudi Arabia, the mosque was formally inaugurated on August 8, 1997. Around seven per cent of the total population of Gibraltar are Muslims, the approximate number being around 2,000. There are also a school, a library and a lecture hall in the mosque complex.

September

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

November

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ
نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ
قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

And kill not your children for fear of poverty. We shall provide for them as well as for you. Surely, the killing of them is a great sin.

Al-Isra : 31

Gazi Husrev-Beg Mosque, Bosnia

[illegible]

October

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

December

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Those who are faithfully true to their amanat (all the duties which Allah has ordained, honesty, moral responsibility and trusts) and to their covenants.

Al-Muminun : 8

Et'hem Bey mosque, Albania

The Et'hem Bey Mosque is in Tirana, Albania. Its construction was initiated by Molla Bey in 1789 and was finished in 1823 by his son Haxhi Et'hem Bey, great grandson of Sulejman Pasha. During communist rule in Albania, the mosque was closed. It remained closed till January 18, 1991, when ten thousand people carrying flags on their hands entered into the mosque ignoring the ban by communist authorities. In fact, it was the onset of fall of communism in Albania.

The frescoes of the mosque depict trees, waterfalls and bridges, and still life paintings, a rarity in Islamic art. Tours of the mosque are given daily, though no prayer service is provided.

November

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	30

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

January 08

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

You are the best of people ever raised up for mankind, you enjoin Al-Ma'ruf (i.e. Islamic Monotheism and all that Islam has ordained) and forbid Al-Munkar (Polytheism, disbelief and all that Islam has forbidden) and you believe in Allah.

Al-Imran : 110

Glasgow Central Mosque, UK

Glasgow Central Mosque is the largest mosque in Scotland. Constructed in 1983, the mosque was formally inaugurated next year. The mosque can house 2500 worshippers on its four-acre area. It is enclosed in a walled garden with a separate minaret. The mosque combines Islamic architecture with characteristic old red sand stone material used in many of Glasgow's buildings.

Located on the southern bank of the river Clyde in central Glasgow, the mosque has now become a landscape in the city of Glasgow. The mosque attracts many visitors from home and abroad including school parties, organised groups, visiting Muslims and private individuals thirsty of enjoying the architectural beauty of the mosque as well as learning more about Islam as a religion and as social order.

December 08

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Bangladesh Islami Chhatrashibir
48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000
Phone : 9566440, 9550538
www.shibir.com

February

Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"To Allah belong the east and the West: so wherever you turn, there is the face of Allah. Allah is All-sufficient, All-Knowing."

Al-Baqarah 115

www.icsbook.info

www.icsbook.info

www.icsbook.info

Dhaka Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 January

sat		11	25
sun		12	26
mon		13	27
tue		14	28
wed	1	15	29
thu	2	16	30
fri	3	17	31
sat	4	18	
sun	5	19	
mon	6	20	
tue	7	21	
wed	8	22	
thu	9	23	
fri	10	24	

Sir Salimullah Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 February

sat	1	15	
sun	2	16	
mon	3	17	
tue	4	18	
wed	5	19	
thu	6	20	
fri	7	21	
sat	8	22	
sun	9	23	
mon	10	24	
tue	11	25	
wed	12	26	
thu	13	27	
fri	14	28	

Chittagong Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 March

sat	1	15	29
sun	2	16	30
mon	3	17	31
tue	4	18	
wed	5	19	
thu	6	20	
fri	7	21	
sat	8	22	
sun	9	23	
mon	10	24	
tue	11	25	
wed	12	26	
thu	13	27	
fri	14	28	

Mymensingh Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 April

sat		12	26
sun		13	27
mon		14	28
tue	1	15	29
wed	2	16	30
thu	3	17	
fri	4	18	
sat	5	19	
sun	6	20	
mon	7	21	
tue	8	22	
wed	9	23	
thu	10	24	
fri	11	25	

Rajshahi Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 May

sat		10	24
sun		11	25
mon		12	26
tue		13	27
wed		14	28
thu	1	15	29
fri	2	16	30
sat	3	17	31
sun	4	18	
mon	5	19	
tue	6	20	
wed	7	21	
thu	8	22	
fri	9	23	

Sylhet M.A.G. Osmani Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 June

sat		14	28
sun	1	15	29
mon	2	16	30
tue	3	17	
wed	4	18	
thu	5	19	
fri	6	20	
sat	7	21	
sun	8	22	
mon	9	23	
tue	10	24	
wed	11	25	
thu	12	26	
fri	13	27	

Rangpur Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 July

sat		12	26
sun		13	27
mon		14	28
tue	1	15	29
wed	2	16	30
thu	3	17	31
fri	4	18	
sat	5	19	
sun	6	20	
mon	7	21	
tue	8	22	
wed	9	23	
thu	10	24	
fri	11	25	

Barisal Sher-E-Bangla Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 August

sat		9	23
sun		10	24
mon		11	25
tue		12	26
wed		13	27
thu		14	28
fri	1	15	29
sat	2	16	30
sun	3	17	31
mon	4	18	
tue	5	19	
wed	6	20	
thu	7	21	
fri	8	22	

www.icsbook.info

Khulna Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 September

sat		13	27
sun		14	28
mon	1	15	29
tue	2	16	30
wed	3	17	
thu	4	18	
fri	5	19	
sat	6	20	
sun	7	21	
mon	8	22	
tue	9	23	
wed	10	24	
thu	11	25	
fri	12	26	

Shaheed Ziaur Rahman Medical College Bogra

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 October

sat		11	25
sun		12	26
mon		13	27
tue		14	28
wed	1	15	29
thu	2	16	30
fri	3	17	31
sat	4	18	
sun	5	19	
mon	6	20	
tue	7	21	
wed	8	22	
thu	9	23	
fri	10	24	

Jaripur Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 November

sat	1	15	29
sun	2	16	30
mon	3	17	
tue	4	18	
wed	5	19	
thu	6	20	
fri	7	21	
sat	8	22	
sun	9	23	
mon	10	24	
tue	11	25	
wed	12	26	
thu	13	27	
fri	14	28	

Dinajpur Medical College

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2003 December

sat		13	27
sun		14	28
mon	1	15	29
tue	2	16	30
wed	3	17	31
thu	4	18	
fri	5	19	
sat	6	20	
sun	7	21	
mon	8	22	
tue	9	23	
wed	10	24	
thu	11	25	
fri	12	26	

THE HOLY MASJID UL-HARAM

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

JANUARY 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

FEBRUARY 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

www.icsbook.info

MARCH 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
30	31					1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

APRIL 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

MAY 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

JUNE 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

JULY 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

AUGUST 2002

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

www.icsbook.info

www.icsbook.info

2000

MARCH

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Bangladesh University of Engineering And Technology (BUET)

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2000

APRIL

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Bangladesh Agriculture University

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2000

MAY

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Chittagong University

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2000

JUNE

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Jahangirnagar University

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2000

JULY

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Islamic University Kustia

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

2000

AUGUST

Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Shahjalal University of Science & Technology (SUST) Sylhet

BANGLADESH ISLAMI CHHATRA SHIBIR

www.icsbook.info

www.icsbook.info

এক নজরে স্টিকারসমূহ

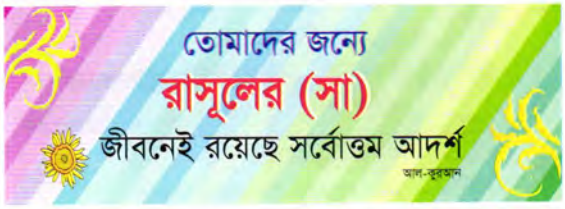

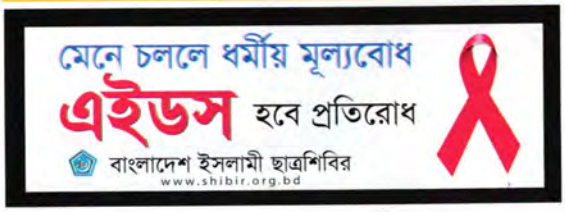

www.icsbook.info

www.icsbook.info

গাছ লাগিয়ে ভরব দেশ
বদলে দেব বাংলাদেশ
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

গাছকে সন্তানের মত ভালবাসুন
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
www.shibir.org.bd

ধ্বংস তার জন্য যার আজকের দিন
গতকালের চাইতে উত্তম হলো না।
মুমিনের প্রতিটি নতুন দিন বিগত
দিনের তুলনায় উত্তম হয়ে থাকে।
আল-হাদীস
আই সি এস পাবলিকেশন

সেই পথে তীব্র গতিতে ছুটে চলো যে পথ চলে গিয়েছে
আকাশ ও পৃথিবীর সমান বিস্তৃত জান্নাতের দিকে এবং
যা তৈরী করা হয়েছে খোদাভীরু লোকদের জন্য।
আলে-ইমরান ১৩৩
আই সি এস পাবলিকেশন

A MUSLIM IS THE WHO
PASSES HIS DAY
ON HORSE
AND NIGHT
ON PRAY GROUND
Bangladesh Islami Chhatrashibir

৩টি কাজের জন্য ৩টি পুরস্কার
মৌনতার জন্য শান্তি
সেবার জন্য নেতৃত্ব
খোদাভীরুতার জন্য মর্যাদা
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

Ideology of Muhammad (sm.) is the only
Guaranty for Worldwide peace and stability
রাসূল (সা)এর আদর্শই বিশ্বময় শান্তি ও স্থিতিশীলতার
একমাত্র গ্যারান্টি
Bangladesh Islami Chhatrashibir

WHAT DO YOU WANT TO BE?
LABORIOUS ?
THE WISEST ?
PUNCTUAL ?
PEACE LOVING ?
THEN JOIN SHIBIR

لا اله الا الله محمد رسول الله
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহর মনোনীত বান্দাহ ও রাসূল

যেসব লোক শুধু দুনিয়ার জীবন এবং চাকচিক্যের অনুসন্ধানী হয়,
তাদের কাজকর্মের যাবতীয় ফল আমি এখানে তাদের দান করি
এবং তাতে তাদের প্রতি কোন রূপ কমতি করা হয় না।
কিন্তু পরকালে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।
সূরা হুদ-১৫ ও ১৬

আল্লাহর কাছে অধিক
প্রিয় কাজ ৩ টি
মাতাপিতার
খেদমত করা
সঠিক সময়ে
নামায
আদায় করা
আল্লাহর পথে
জিহাদ করা
আল-হাদীস

তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে আমরা ঈমান এনেছি একথা
বললেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে অথচ তোমাদের পরীক্ষা
করা হবে না? কিন্তু তোমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই
পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে
হবে তোমাদের মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।
আনকাবুত, ২-৩

আমরা ভাঙ্গি লৌহ-কারা কাঁদতে জানিনা
আমরা চলি ঝড়ের সাথে ভয়কে মানিনা
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

QURAN
MY WAY TO JANNAH

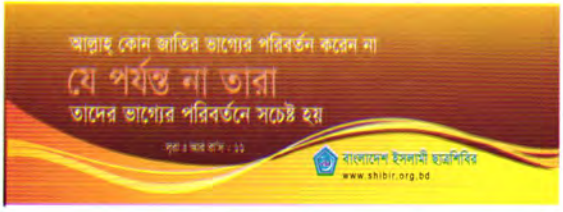

www.icsbook.info

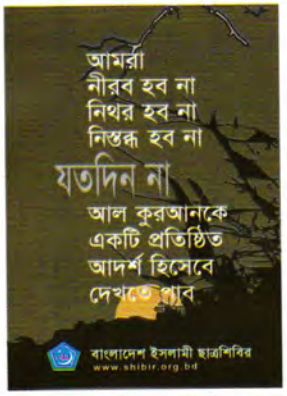

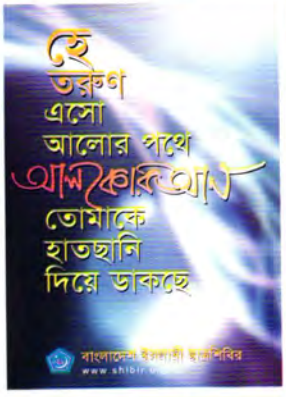

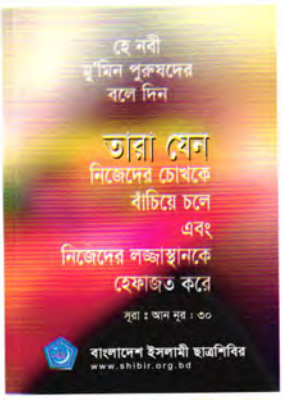

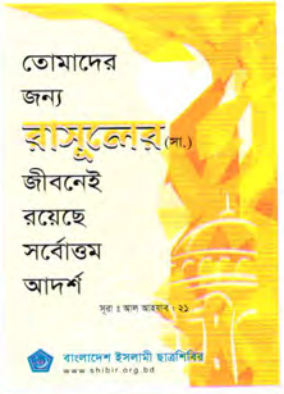

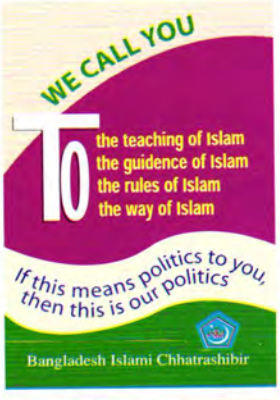

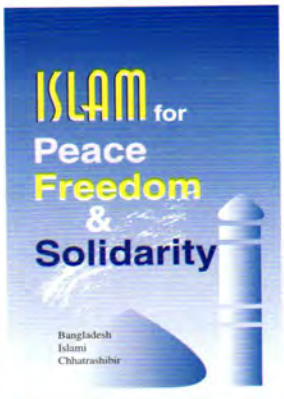

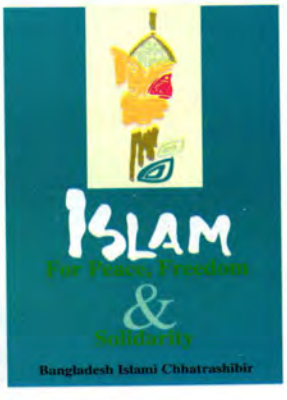

www.icsbook.info

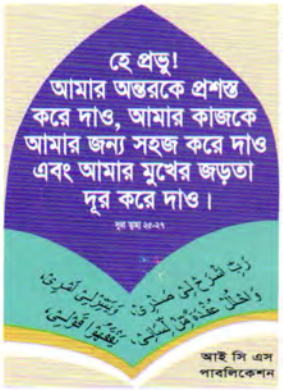

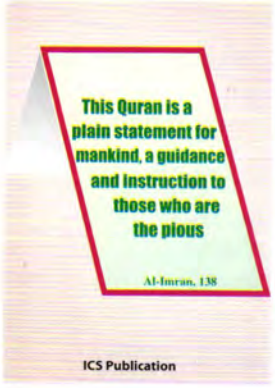

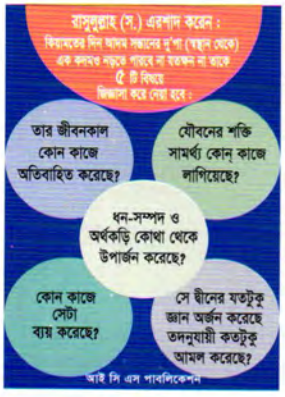

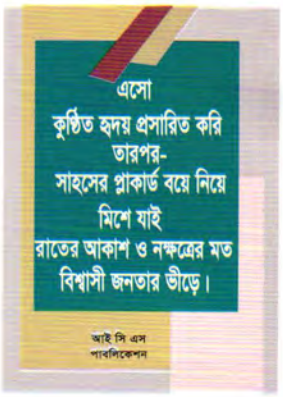

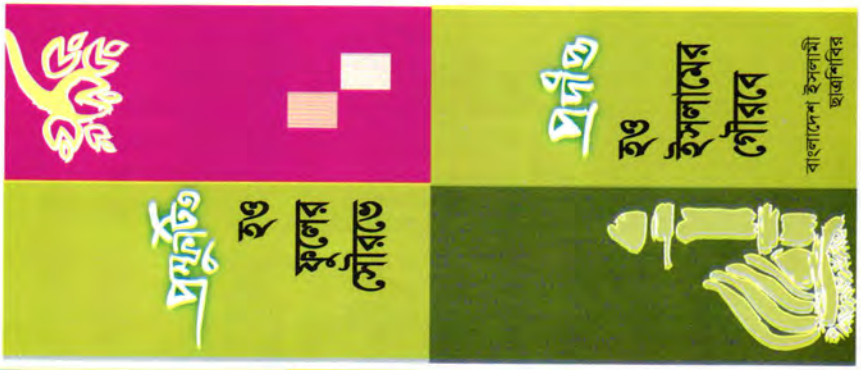

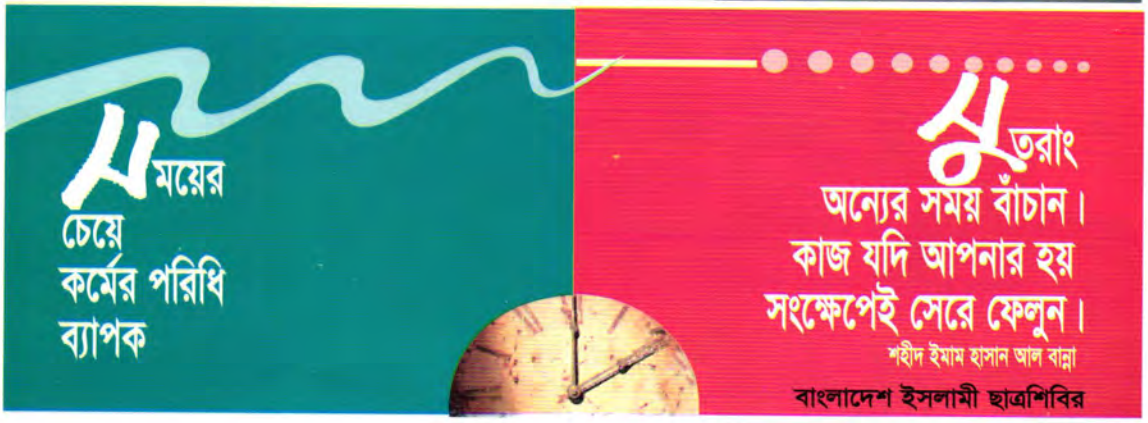

www.icsbook.info

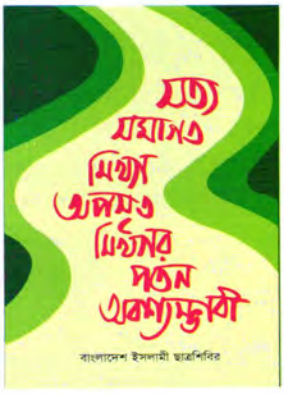

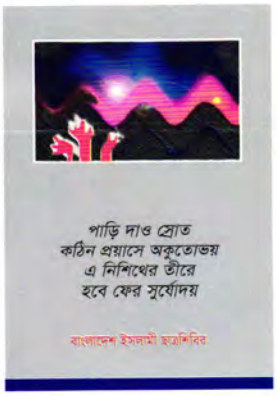

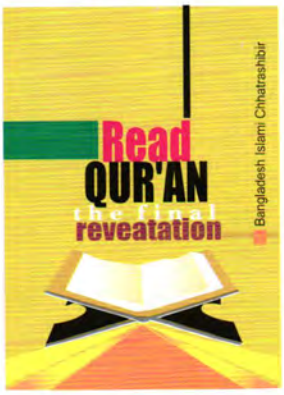

www.icsbook.info

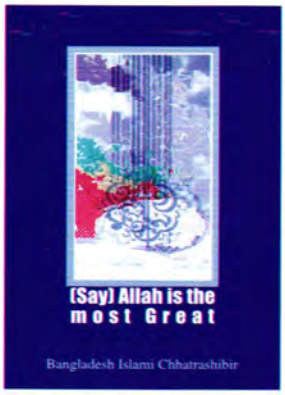

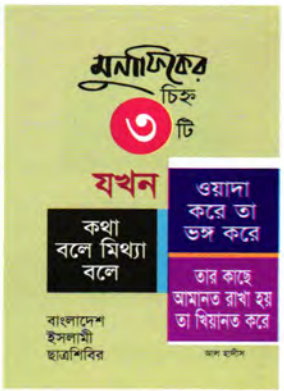

www.icsbook.info

www.icsbook.info

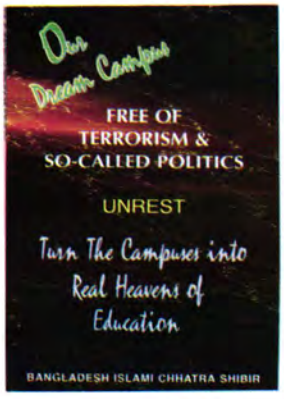

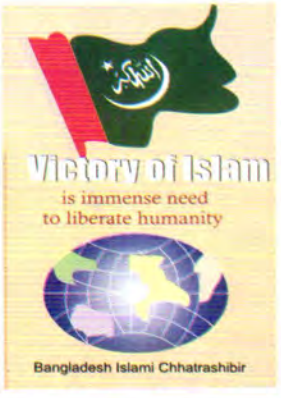

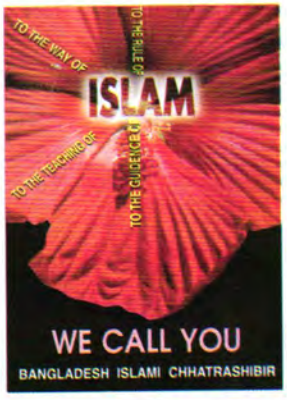

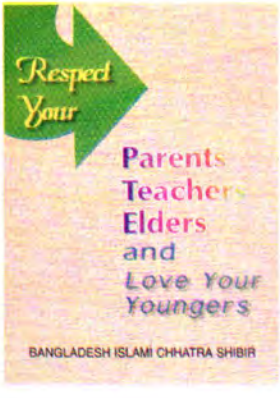

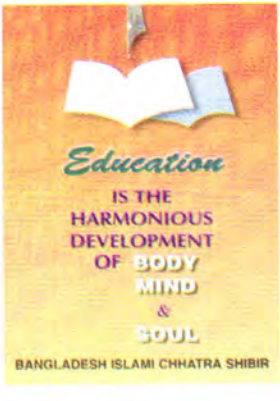

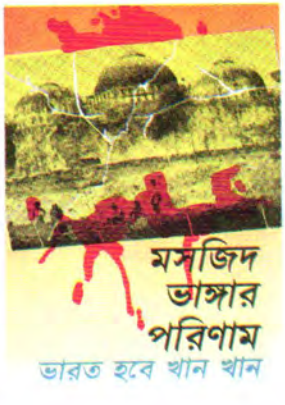

www.icsbook.info

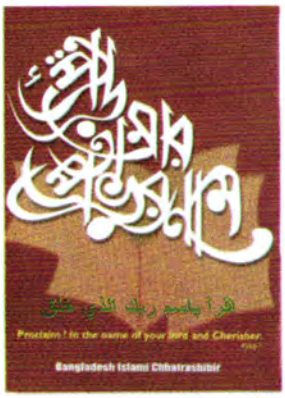

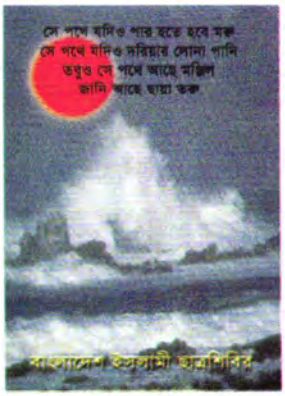

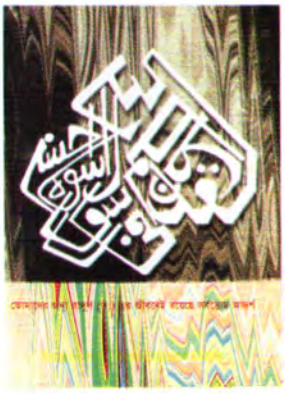

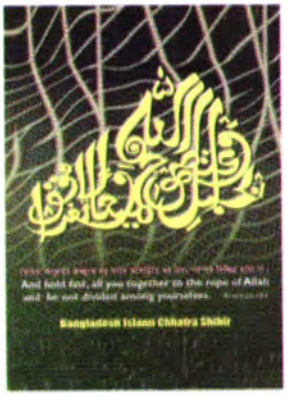

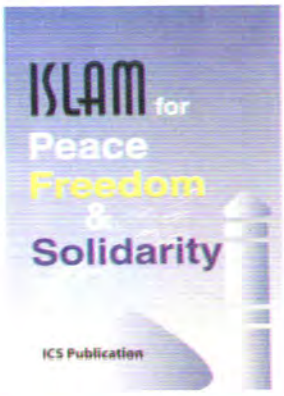

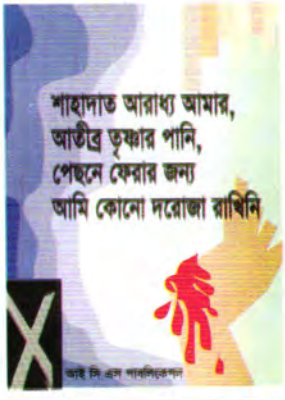

www.icsbook.info

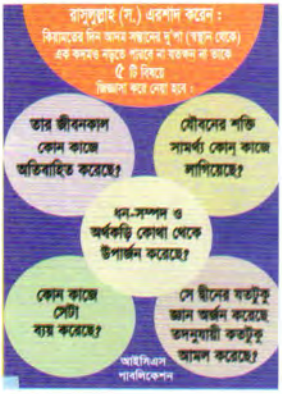

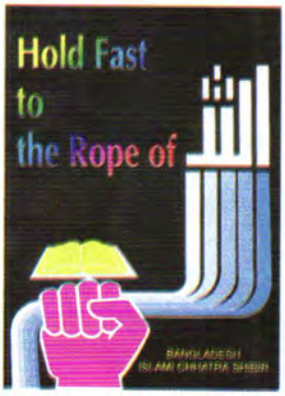

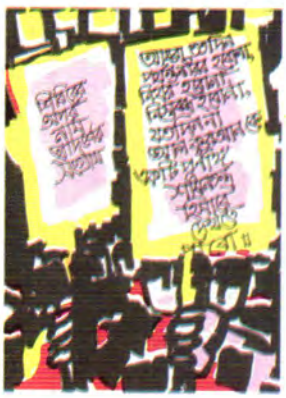

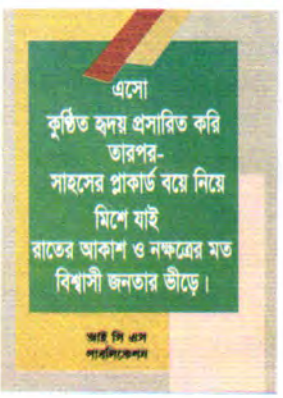

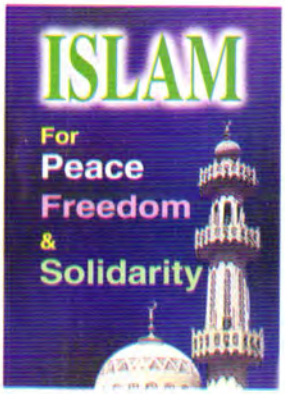

www.icsbook.info

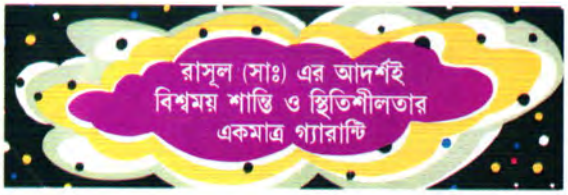

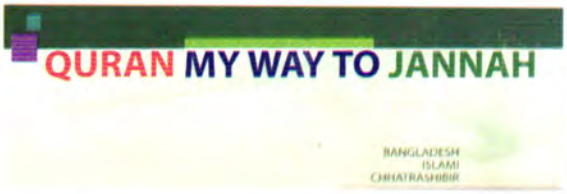

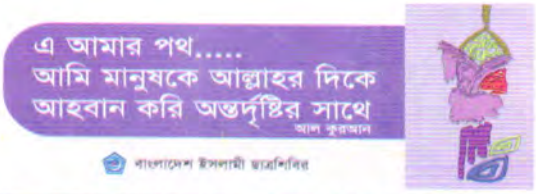

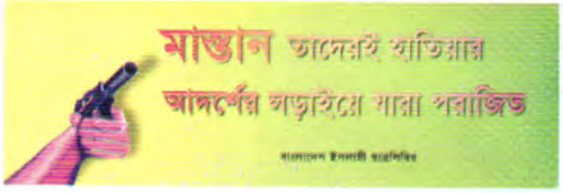

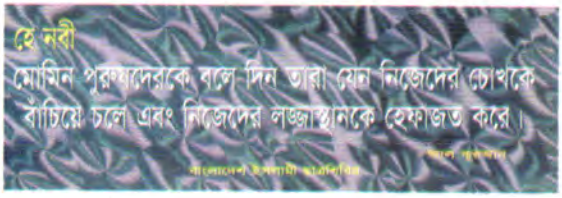

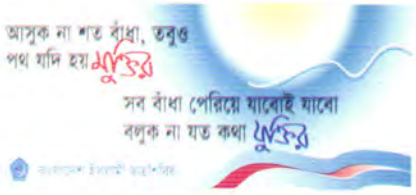

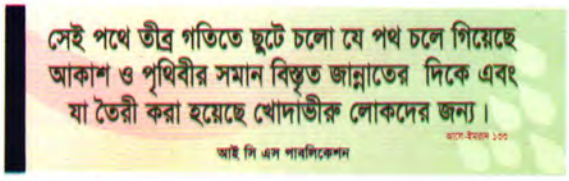

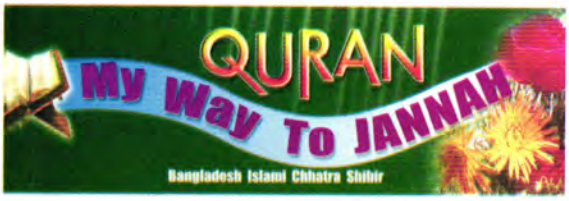

www.icsbook.info

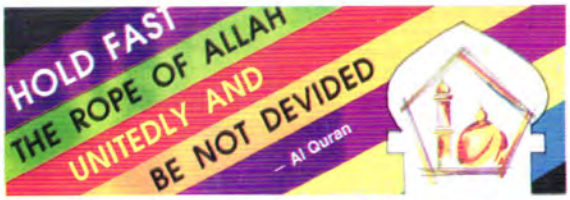

www.icsbook.info

এক নজরে বইয়ের কাভারসমূহ

www.icsbook.info

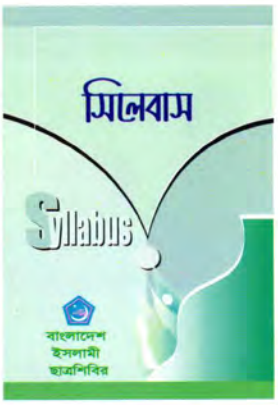

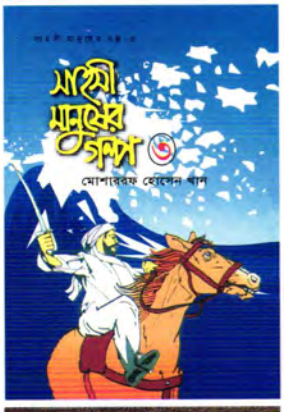

www.icsbook.info

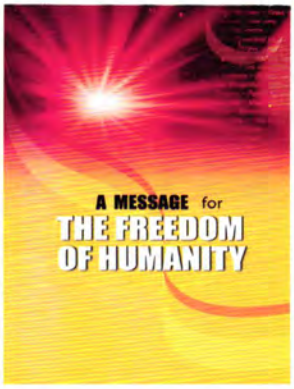

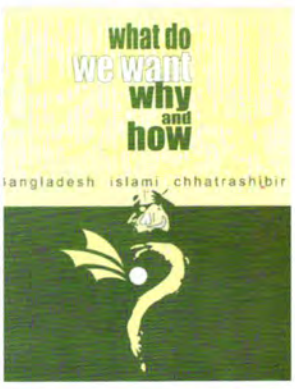

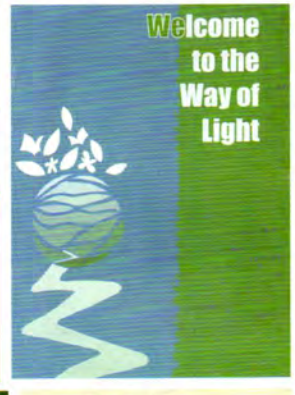

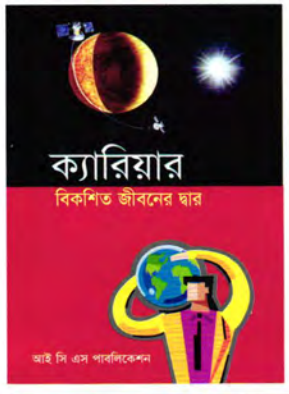

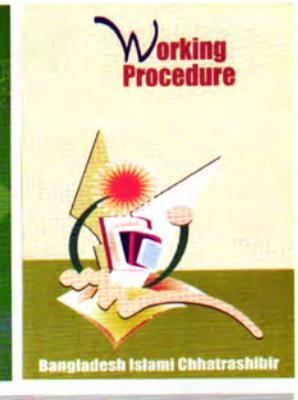

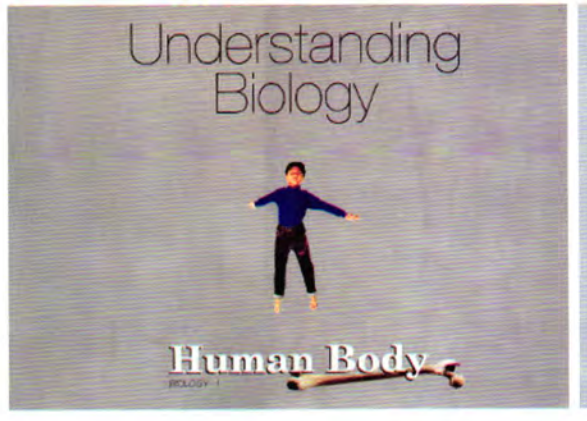

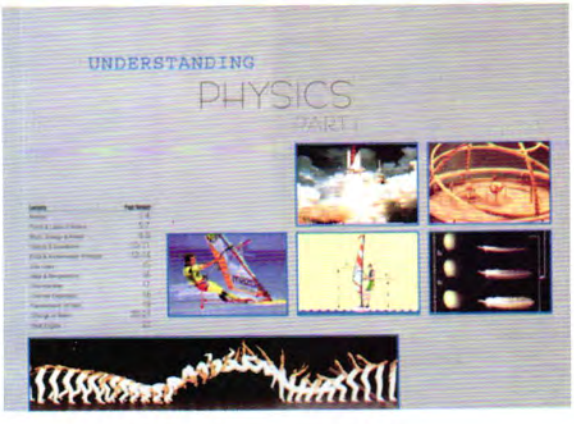

www.icsbook.info

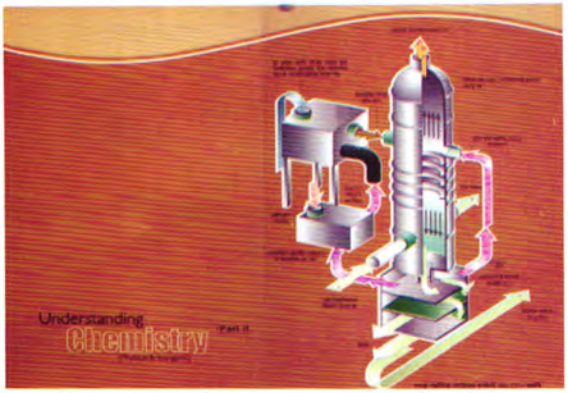

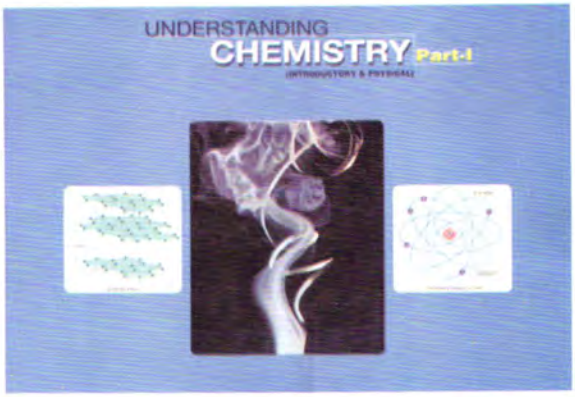

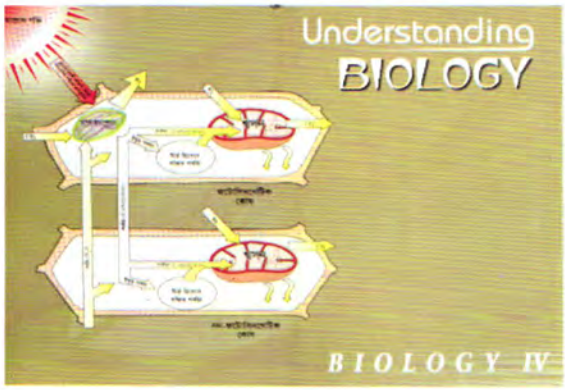

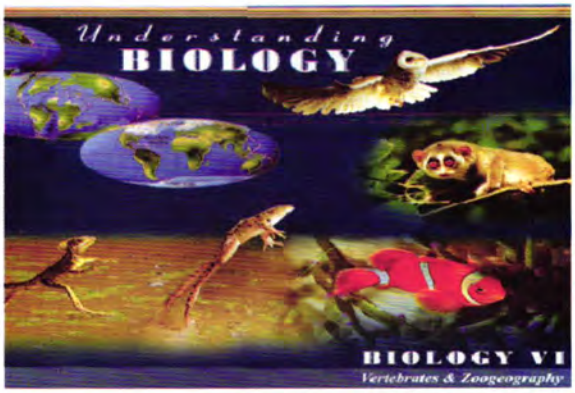

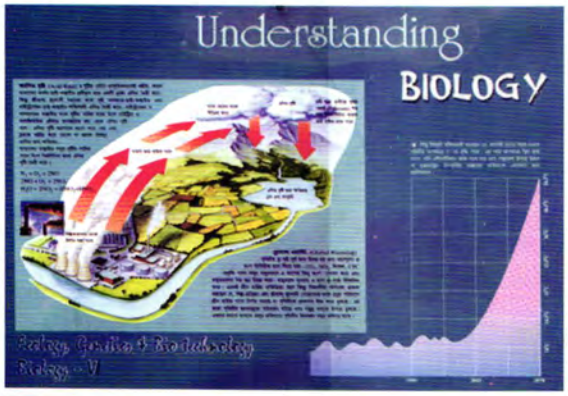

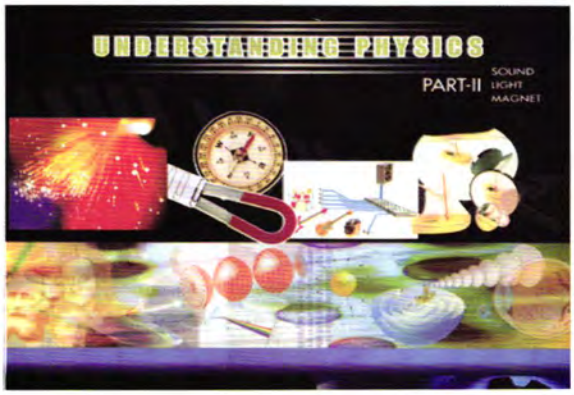

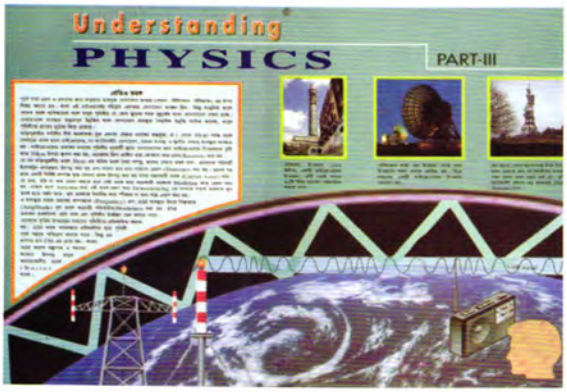

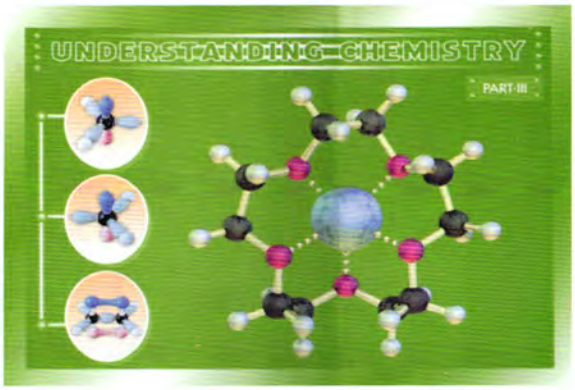

www.icsbook.info

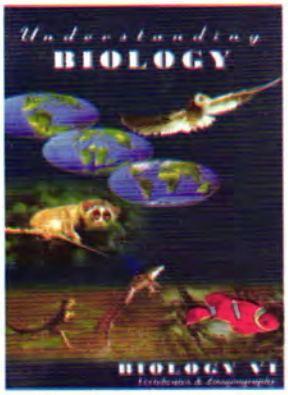

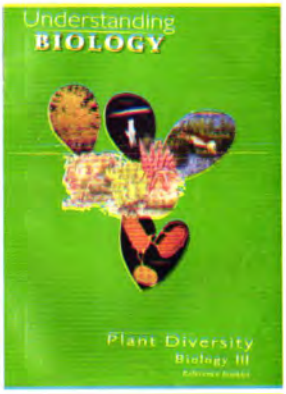

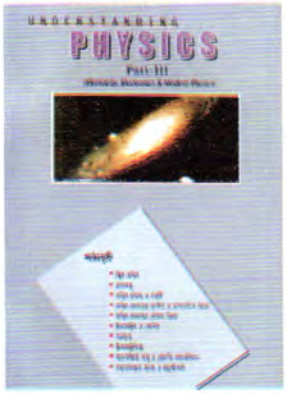

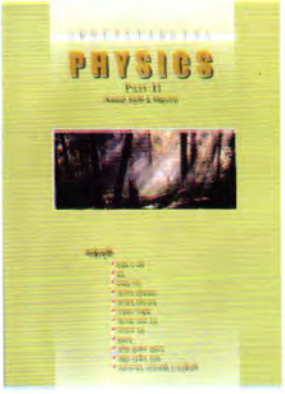

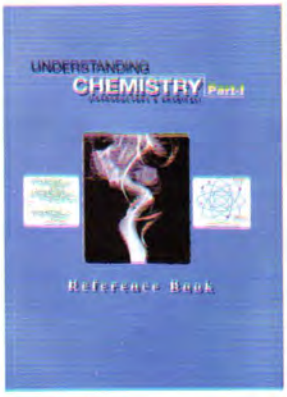

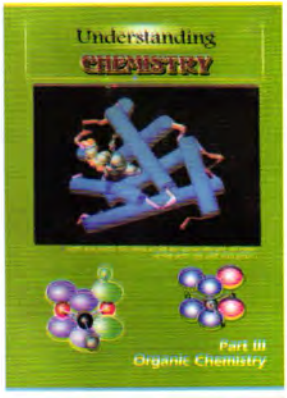

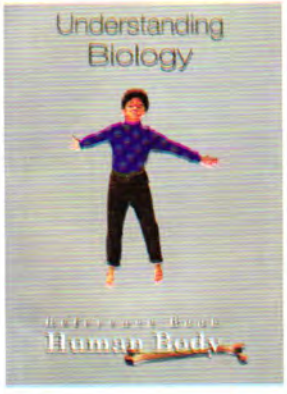

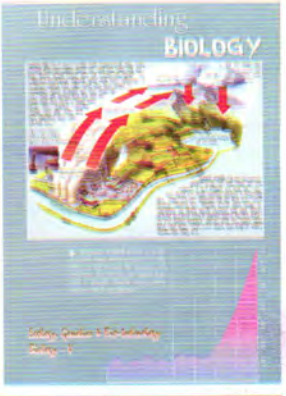

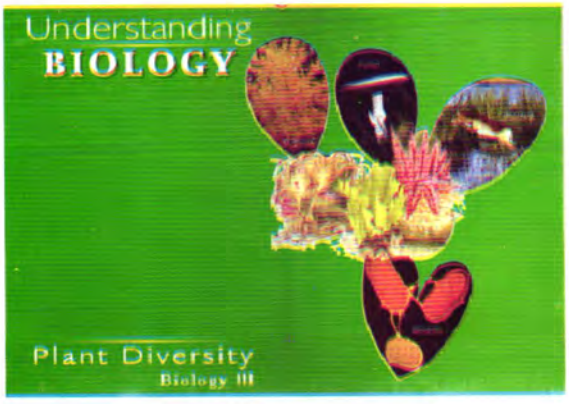

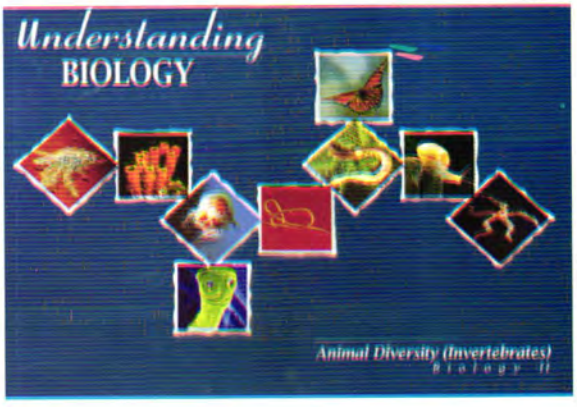

www.icsbook.info

নজরে পোস্টারসমূহ

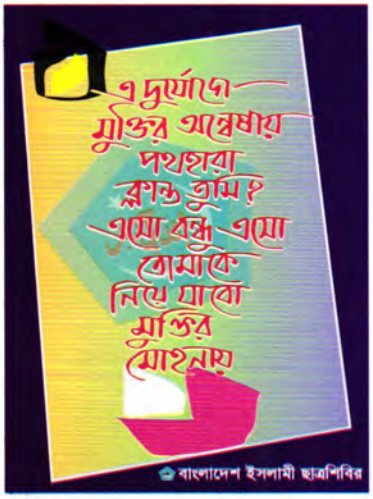

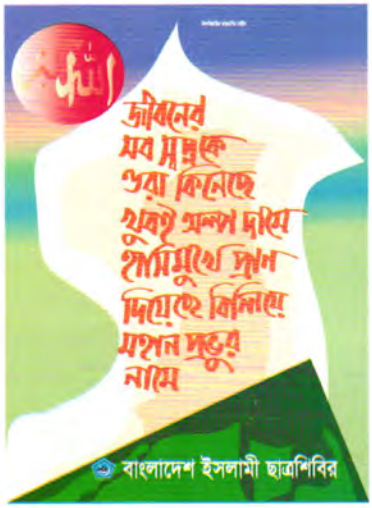

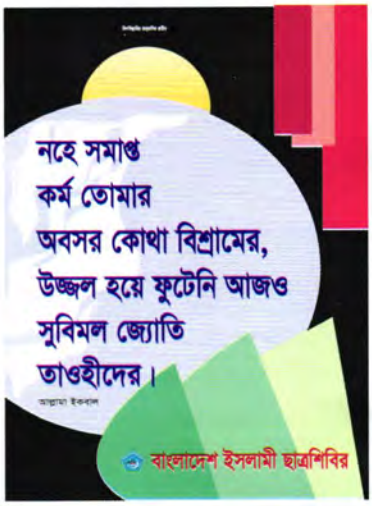

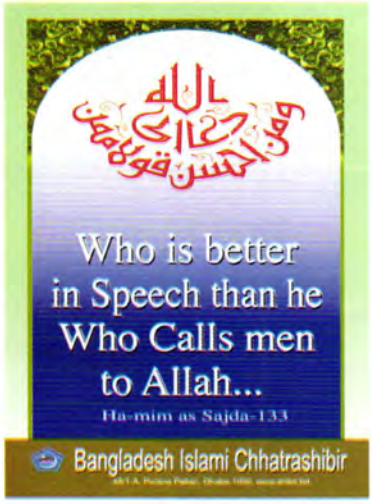

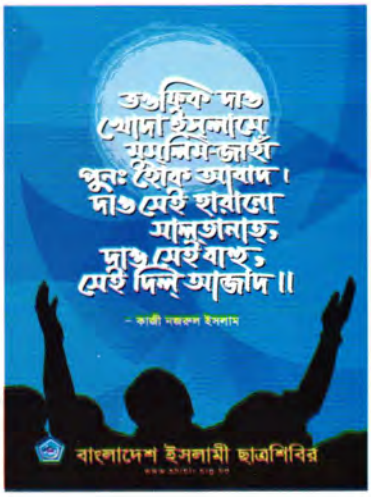

www.icsbook.info

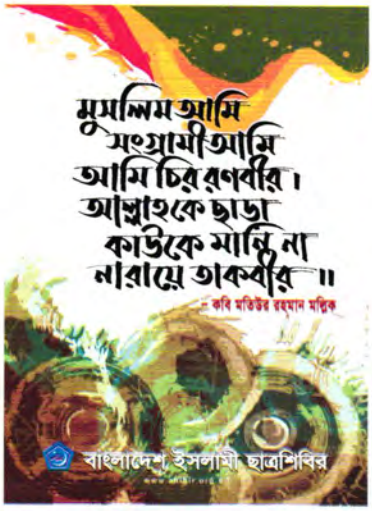

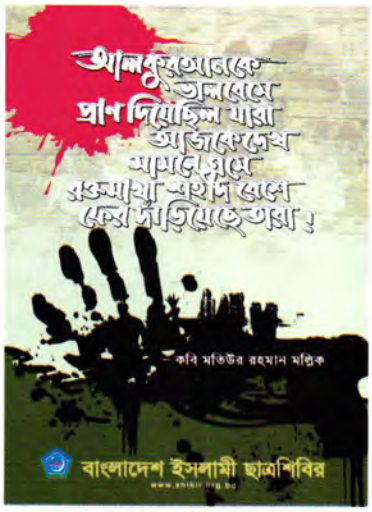

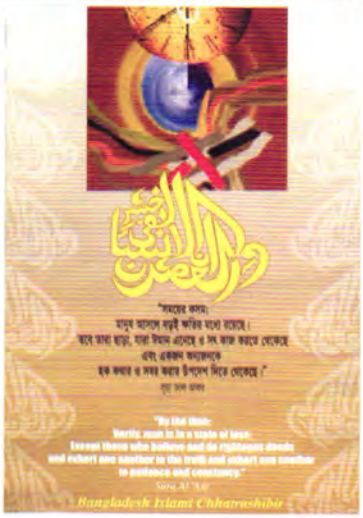

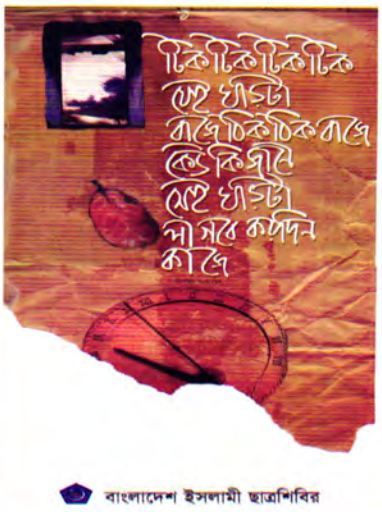

www.icsbook.info

এক নজরে ঈদকার্ডসমূহ

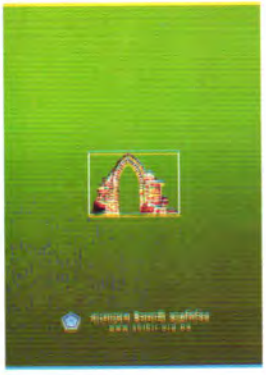

www.icsbook.info

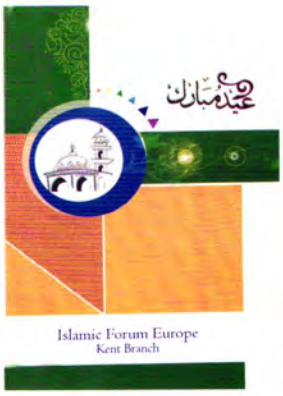

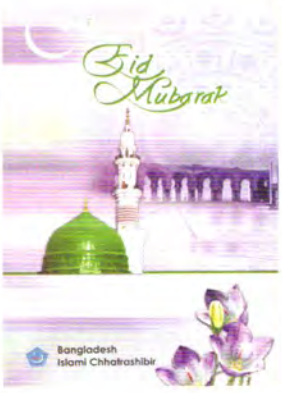

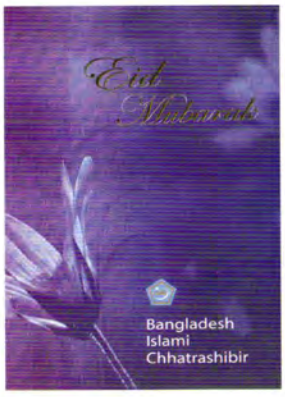

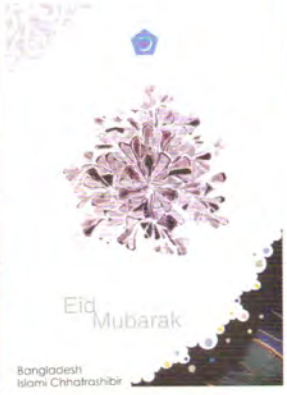

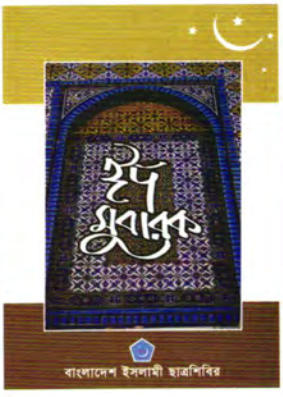

www.icsbook.info

এক নজরে ডায়েরীর কভারসমূহ

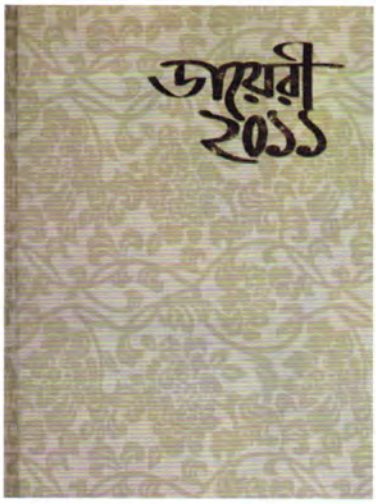

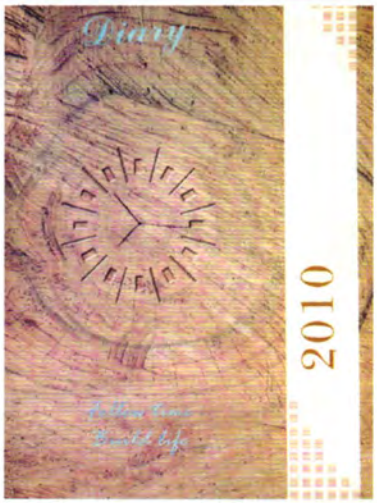

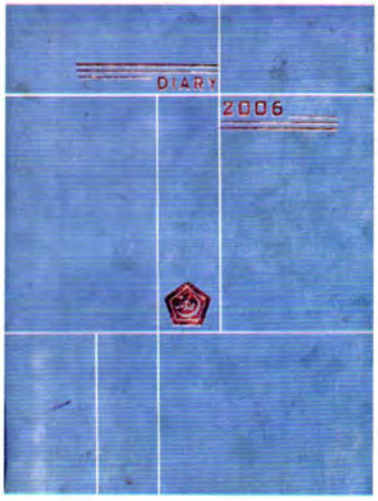

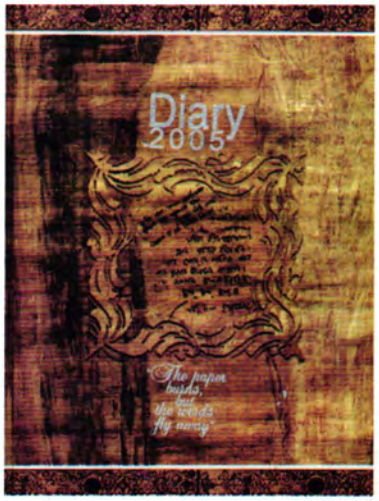

www.icsbook.info

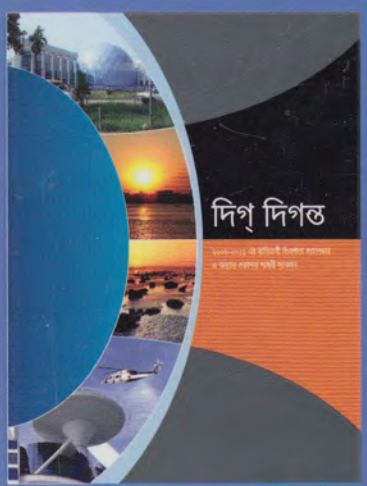
দিগ্ দিগন্ত